চিত্রার কোলে নড়াইল

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

জেলা প্রশাসন, নড়াইল

Prime Minister's Office
BANGLADESH

ক্রীড়া সংস্কৃতি মুক্তিযুদ্ধ

চিত্রার কোলে নড়াইল সমৃদ্ধ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

জেলা প্রশাসন, নড়াইল

Prime Minister's Office BANGLADESH

চিত্রার কোলে নড়াইল

দিক নির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতায়
একসেস টু ইনফরমেশন (a2i) প্রোগ্রাম
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধান
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

উপদেষ্টা
মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরী
জেলা প্রশাসক, নড়াইল

সম্পাদনা ও গ্রন্থনা
মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
উপপরিচালক স্থানীয় সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নড়াইল

সম্পাদনা সহযোগী
মোঃ কামরুল আরিফ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)
কাজী মাহবুবুর রশিদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
ইয়ারুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
ইফফাত হাশেম, সহকারী কমিশনার
মোঃ এরশাদুল আহমেদ, সহকারী কমিশনার
মোঃ আবু রিয়াদ, সহকারী কমিশনার

সহযোগিতায়
সালমা সেলিম, ইউএনও, নড়াইল সদর
মনিরা পারভীন, ইউএনও, লোহাগড়া
মোঃ নাজমুল হুদা, ইউএনও, কালিয়া
মোঃ মেহেদী হাসান, জেলা তথ্য অফিসার, নড়াইল
মোঃ আজিম উদ্দিন, সহকারী কমিশনার (ভূমি), নড়াইল
মুহাম্মদ আল-আমিন, সহকারী কমিশনার
মোঃ আশিক খান, সহকারী কমিশনার
মোঃ নাহারুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার
জয়ন্ত কুমার মন্ডল, সহকারী প্রোগ্রামার

অনুবাদ
মুহাম্মদ সরওয়ার উদ্দীন, সহকারী কমিশনার

আলোকচিত্রী
নাজমুল হাসান লিজা
সাদাত রহমান সাকিব

প্রকাশনায়
জেলা প্রশাসন, নড়াইল

প্রকাশকাল
মার্চ ২০১৮

প্রচ্ছদ
মোঃ আবু রিয়াদ
শামসুল আলম রাজু

ডিজাইন ও মুদ্রণ
কর্ডোভা, ঢাকা

Chitrar Kole Narail

Directed and Patronized by
Access to Information (a2i) Program
Office of the Prime Minister

Overall Supervision
Cabinet Division

Adviser
Md. Emdadul Hoq Chowdury
Deputy Commissioner, Narail

Edited by
Md. Siddiqur Rahman
Deputy Director Local Government
Office of the Deputy Commissioner, Narail

Co-Edited by
Md. Quamrul Arif, Addl. Deputy Commissioner (General)
Kazi Mahabubur Roshid, Addl. Deputy Commissioner (Revenue)
Yarul Islam, Addl. District Magistrate
Iffat Hashem, Assistant Commissioner
Md. Ershadul Ahmed, Assistant Commissioner
Md. Abu Riyadh, Assistant Commissioner

Special Thanks
Salma Selim, UNO, Narail Sadar
Monira Parvin, UNO, Lohagora
Md. Nazmul Huda, UNO, Kalia
Md. Mehedi Hassan, District Information Officer, Narail
Md. Ajim Uddin, Assistant Commissioner (Land), Narail
Muhammad Al-Amin, Assistant Commissioner
Md. Ashik Khan, Assistant Commissioner
Naharul Islam, Assistant Commissioner
Jayanta Kumar Mondal, Assistant Programmer

Translated By
Muhammad Sarwar Uddin, Assistant Commissioner

Photography by
Nazmul Hassan Liza
Sadat Rahman Shakib

Published by
District Administration, Narail

Date of Publication
March 2018

Cover Design
Md. Abu Riyadh
Shamsul Alam Raju

Design and Printing
Cordova, Dhaka

কৃতজ্ঞতা

- মো: কবিরুল হক, মাননীয় সংসদ সদস্য-৯৩, নড়াইল-১
- অ্যাডভোকেট শেখ হাফিযুর রহমান, মাননীয় সংসদ সদস্য-৯৪, নড়াইল-২
- অ্যাডভোকেট সোহরাব হোসেন বিশ্বাস, চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, নড়াইল
- সরদার রকিবুল ইসলাম, পুলিশ সুপার, নড়াইল
- অ্যাডভোকেট সুবাস চন্দ্র বোস, সভাপতি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, নড়াইল জেলা শাখা
- মো: নিজামুদ্দীন খান নিলু, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, নড়াইল জেলা শাখা
- মো: জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মেয়র, নড়াইল পৌরসভা
- অ্যাডভোকেট মো: গোলাম নবী, সভাপতি, জেলা আইনজীবী সমিতি, নড়াইল
- মোঃ রওশন আলী, চারণ কবি ও অধ্যক্ষ, মির্জাপুর ইউনাইটেড ডিগ্রি কলেজ, নড়াইল
- কাজী হাফিজুর রহমান, সম্পাদক, নড়াইল কণ্ঠ, নড়াইল
- মুন্সী আসাদুর রহমান, জেলা প্রতিনিধি, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন, নড়াইল
- মো: তাজমুল ইসলাম, জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার, নড়াইল
- এস.এ. মতিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা, নড়াইল
- অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, ওয়ার্কার্স পার্টি, নড়াইল
- কে.এম.আব্দুল আলীম, অফিস সহকারী, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নড়াইল

Gratitude

- Md. Kabirul Hoque, Member of the Parliament-93, Narail-1
- Advocate Sheikh Hafizur Rahman, Member of the Parliament-94, Narail-2
- Advocate Sohrab Hossain Biswas, Chairman, Zilla Parishad, Narail
- Sardar Rakibul Islam, Superintendent of Police, Narail
- Advocate Subash Chandra Bose, Chairperson, Bangladesh Awami League, Narail Zilla Branch
- Md. Nizamuddin Khan Nilu, General Secretary, Bangladesh Awami League, Narail Zilla Branch
- Md. Jahangir Biswas, Mayor, Narail Pourashava
- Advocate Md. Golam Nabi, Chairperson, District Lawyers Association, Narail
- Md. Rowshon Ali, Folk Poet and Principal, Mirzapur United Degree College, Narail
- Kazi Haifizur Rahman, Editor, the Narail Kantho, Narail
- Munsi Asadur Rahman, District Correspondent, Independent Television, Narail
- Md. Tajmul Islam, Narail Public Library, Narail
- S.A. Matin, Valiant Freedom Fighters, Narail
- Advocate Nazrul Islam, General Secretary, Workers Party, Narail
- K. M. Abdul Alim, Office Assistant, Office of the Deputy Commissioner, Narail

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়কে দৃপ্তপদে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। উন্নয়নের এই পথ-পরিক্রমায় বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর। এই লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা এবং দেশের প্রতিটি জেলার অর্থনৈতিক সম্ভাবনার যথাযথ বিকাশ। আর এই লক্ষ্যেই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় জেলা-ব্র্যান্ডিং উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। জেলা-ব্র্যান্ডিং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জেলা-ব্র্যান্ডিং কৌশল জারি করেছে।

জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের একটি অন্যতম অনুষঙ্গ হলো-ব্র্যান্ড-বুক। জেলা-ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমকে দেশে-বিদেশে পরিচিত করে তুলতে ব্র্যান্ড-বুকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় জেলা প্রশাসন, নড়াইল ব্র্যান্ড-বুক প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আশা করি জেলা-ব্র্যান্ডিং উদ্যোগ বাস্তবায়নে এই 'ব্র্যান্ড-বুক' কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

জেলা ব্র্যান্ড-বুক প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মোহাম্মদ শফিউল আলম)

Mohammad Shafiul Alam
Cabinet Secretary
Government of the People's
Republic of Bangladesh

MESSAGE

Bangladesh is pacing firmly on the highway towards development with a vision to realize Sonar Bangla, the dream of our Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman under the charismatic leadership of Sheikh Hasina, Honorable Prime Minister of Bangladesh. The country is determined to become a middle income nation by 2021 and a prosperous and developed nation by 2041 in the course of realization of the vision. Integrated efforts and initiatives along with appropriate flourishment of the economic prospects of each district are crucial for achieving the vision. In this context district branding is being implemented under the coordination of Cabinet Division with the support of the a2i program of Prime Minister's Office. The cabinet division has already issued a strategy for proper planning and implementation of district-branding.

One of the most important aspects of district-branding is the brand-book. It is an important and effective tool for showcasing district-branding at home and abroad. I am absolutely delighted to know that Office of the Deputy Commissioner, Narail is going to publish a brand-book with the support of a2i program. I believe this brand-book will play a pivotal role in depicting district-branding initiatives and implementation trajectory.

I would like to thank all officials concerned with the preparation of the book.

(Mohammad Shafiul Alam)

মোঃ নজিবুর রহমান
মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

একটি জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনাসমূহকে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের মূল অভিলক্ষ্য। জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনা বিকাশের বহুবিধ ক্ষেত্র রয়েছে যেমন: পর্যটন, পণ্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য বা কোনো জনমুখী উদ্যোগ। জেলা-ব্র্যান্ডিং জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও চর্চা, পর্যটন শিল্পের বিকাশ, এক জেলা এক পণ্য কর্মসূচির বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান এবং জেলার ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যায় ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানই জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য।

পর্যটনের সঙ্গে জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের পর্যটন সম্ভাবনার বিকাশে জেলা-ব্র্যান্ডিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ একযোগে কাজ করতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ও সব ধরণের সহায়তা দিতে পারে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় বাংলাদেশের সকল জেলা ইতোমধ্যে তাদের ব্র্যান্ডিংয়ের বিষয় নির্ধারণ, লোগো তৈরি এবং ত্রিবার্ষিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। জেলা-ব্র্যান্ডিংকে দেশে-বিদেশে পরিচিত করে তুলতে জেলাসমূহ যে বিস্তৃত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে একটি হলো ব্র্যান্ড-বুক প্রকাশনা। ব্র্যান্ড-বুকের পরবর্তী সংস্করণসমূহের জন্য এটি যেমন ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে তেমনি জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য দলিল হিসেবেও স্বীকৃত হবে।

একটি তথ্যসমৃদ্ধ ও নান্দনিক ব্র্যান্ড-বুক তৈরির জন্য আমি জেলা প্রশাসন, নড়াইল, এটুআই এবং উক্ত প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং জেলা-ব্র্যান্ডিং কাজের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(মোঃ নজিবুর রহমান)

Md. Nojibur Rahman
Principal Secretary
Prime Minister's Office
Government of the People's
Republic of Bangladesh

MESSAGE

The mission of district branding is to achieve socio-economic development through promoting the uniqueness and the potentials of each district. The districts have diverse potentials such as tourist sites, commercial products, famous foods, history and tradition as well as peoples' welfare-centric initiatives. District branding plays an important role in safeguarding and fostering history, tradition and culture of the districts, developing tourism industry, implementing 'one district one product' programme and identifying and preserving the geographical indications (GIs). One of the main objectives of district branding is to provide support in realizing the vision of the present government to become a middle income country by 2021 and a prosperous and developed nation by 2041.

District-branding is closely linked with tourism. This initiative can play an important role in unleashing the potentials of tourism in Bangladesh. In this regard, all government and non-government organizations, including Cabinet Division, Ministry of Public Administration, Ministry of Civil Aviation and Tourism, Ministry of Cultural Affairs, Bangladesh Parjatan Corporation, Bangladesh Tourism Board can work together. The Prime Minister's Office can also provide all-out support.

All the districts have already selected their branding areas, developed logos and three-year work plan with the support of the a2i program of the Prime Minister's Office. One of the important initiatives of the district to promote district branding at home and abroad is the publication of Brand Book. This document will be a foundation for the future editions and at the same time will also be treated as a landmark publication in the history of district-branding.

I congratulate District Administration Narail, a2i and all concerned for publishing such an impressive and informative Brand Book and wish the district branding initiative all the success.

(Md. Nojibur Rahman)

কবির বিন আনোয়ার
মহাপরিচালক (প্রশাসন)
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

বাণী

বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা এক একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। কোন জেলায় রয়েছে সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন, কোথাও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পসরা সাজানো, কোথাও বা লোকজ ঐতিহ্য কিংবা শিল্প সাহিত্যে সমৃদ্ধ। আবার কোন জেলা কৃষিজ পণ্যের জন্যে বিখ্যাত, কোথাও বা মজাদার কোন খাবারের জন্য সুনাম কুড়ানো। দেশের প্রতিটি জেলার এ সকল বৈশিষ্ট্যকে শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয় বহির্বিশ্বের কাছে তুলে ধরে আমাদের ঐতিহ্য-সমৃদ্ধি আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে বিশ্ববাসীকে জানানোর মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিয়োগ কে আকৃষ্ট করার জন্য 'জেলা ব্র্যান্ডিং' অনন্য ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একটি উদ্যোগ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধনের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে অমিত সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' তথা মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর। এই রূপকল্পসমূহ অর্জনে সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উক্ত কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনাসমূহকে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এ উদ্যোগ কে সামনে এগিয়ে নিতে এবং সফল করতে প্রতিটি জেলার জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের সার্বিক কার্যক্রমকে চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থাপনের একটি অনন্য প্রয়াস হচ্ছে ব্র্যান্ড-বুক। এই ব্র্যান্ড বুক জেলা-ব্র্যান্ডিং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং পরবর্তীতে যাঁরা ব্র্যান্ডিংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবেন তাঁদের জন্য জ্ঞানভান্ডার হিসেবে কাজ করবে। সে লক্ষ্যেই জেলা কমিটিকে এই বই প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতেও বিষয়সমূহ উপস্থাপনের ফলে এই বইটির ব্যবহারের পরিধি নিশ্চিতভাবে বেড়েছে।

আমি আশা করব ভবিষ্যতে এই জেলা ব্র্যান্ডিং বই এর নতুন নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হবে এবং ব্র্যান্ডিংকে দেশে-বিদেশে তুলে ধরতে তা কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। জেলা প্রশাসন, নড়াইল, এটুআই এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট থেকে যাঁরা এই প্রকাশনাটি সম্পন্ন করেছেন আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(কবির বিন আনোয়ার)

Kabir Bin Anwar
Director General (Admin)
Prime Minister's Office

MESSAGE

Each and every district of Bangladesh possess some unique features and potentialities. Some part of this land have elegant natural beauty while the other parts have historical archetypes and antiques. Also most parts of this land have abundancy of agri products with lot of fruits and crops. The folk arts and cultural heritages of this country have significant history and practice as well. All the unique features and characteristics of the very part of the country need to be flourished not only inside the country but also to the rest of the world to let everyone know about the Beautiful Bangladesh and to attract Foreign Direct Investment. In this perspective district branding is a unique approach.

Bangladesh has been pacing forward with significant progress in economic and social indicators led by Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, to build 'Sonar Bangla' the dream of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The present government is committed to build 'Digital Bangladesh' by 2021 and a happy and prosperous country by 2041. To realize these visions, the government has taken up massive programs. As part of these programs to accelerate the momentum of development, the initiative of 'District Branding' has been undertaken by the a2i program of the Prime Minister's Office.

Brand-Book is a unique effort to impressively demonstrate the overall activities of district branding. This book will serve as a knowledge base for planning and implementing district-branding and for those who will be associated with this initiative later. For this reason, the district committee has been requested to publish this document. Bilingual feature of this book has certainly added extra advantage regarding its use. I expect, new editions of this book will be published in future and will play a crucial role in showcasing district branding at home and abroad.

My heartfelt thanks go to District Administration Narail, a2i and all who contributed to this significant publication.

(Kabir Bin Anwar)

লোকমান হোসেন মিয়া
বিভাগীয় কমিশনার
খুলনা

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণের লক্ষ্যে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে অমিত সম্ভাবনার বাংলাদেশ। ২০২১ সালের মধ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ও মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উক্ত কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনাসমূহকে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের কার্যক্রম শুরু করেছে। জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ব্র্যান্ডবুক প্রণয়ন, যা সংশ্লিষ্ট জেলার স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরবে। পাশাপাশি এর মাধ্যমে সৃষ্টি হবে জেলার উন্নয়নের সম্ভাবনা ও সুযোগ।

জেলা প্রশাসন, নড়াইল এটুআই প্রোগ্রামের সার্বিক সহায়তায় ব্র্যান্ডবুক প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ ব্র্যান্ডবুক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হওয়ায় দেশে-বিদেশে পরিচিত করে তুলবে নড়াইল জেলার ক্রীড়া, শিল্প, সংস্কৃতি ও পর্যটনসহ সকল সম্ভাবনা। আশা করি জেলা-ব্র্যান্ডিং উদ্যোগ বাস্তবায়নে 'ব্র্যান্ডবুক' কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

(লোকমান হোসেন মিয়া)

Lokman Hossain Miah
Divisional Commissioner
Khulna

MESSAGE

Bangladesh, a land of infinite potential, is moving forward under the leadership of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, the daughter of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman towards realizing Bangabandhu's Golden Bengal. The current government has drawn up comprehensive plans to implement the 'Digital Bangladesh' concept and make Bangladesh a middle-income country by 2021 and high-income country by 2041. As part of it, the a2i Program under the Prime Minister's Office has started a district-branding program in order to accelerate socio-economic development by promoting distinct potentials of every district. An important measure in district-branding is the publication of a brand book which will highlight the individual and distinct features of the concerned district. This will also create opportunities for a district to open up its potentials for development.

I am very pleased to learn that the district administration of Narail is going to publish a brand book with the help of the a2i program. This brand book will introduce Narail to the world in the fields of sports, culture, industry and tourism as it is being published in both Bangla and English languages. I hope that this brand book will play an effective role in the implementation of the district branding program.

Lokman Hossain Miah

মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরী
জেলা প্রশাসক
নড়াইল

মুখবন্ধ

বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার রূপকল্প-২০২১, রূপকল্প-২০৪১, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ নানাবিধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এছাড়া সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ধারাবাহিকতায় টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে বর্তমান জনবান্ধব সরকার। এসকল কর্মযজ্ঞের পাশাপাশি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে গৃহীত হলো জেলা-ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম, যার মাধ্যমে প্রত্যেকটি জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনা বিকশিত হবার সুযোগ সৃষ্টি হলো।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপার লীলাভূমি আমাদের প্রিয় নড়াইল। বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস. এম. সুলতান, কবিয়াল বিজয় সরকার, চারণকবি মোসলেম উদ্দিন ও বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখের স্মৃতিবিজড়িত নড়াইল জেলার সর্বত্র রয়েছে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সৌন্দর্যের ছোঁয়া। চিত্রা, নবগঙ্গা, কাজলা ও মধুমতি নদী বিধৌত নড়াইল জেলায় রয়েছে এস.এম. সুলতান কমপ্লেক্স, হাটবাড়িয়া জমিদারবাড়ি, চিত্রা রিসোর্ট, নিরিবিলি পিকনিক স্পট, স্বপ্নবিথী পিকনিক স্পট, অরুনিমা রিসোর্ট গলফ ক্লাবসহ অসংখ্য দর্শনীয় স্থান। সবুজ শ্যামল বেস্টনীতে ঘেরা অপরূপা চিত্রার অসাধারণ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয় ভ্রমণপিপাসুরা। ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশেষ করে ক্রিকেট, ভলিবল, কাবাডি, কুস্তি, টেবিল টেনিস, জুডো, আর্চারিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নড়াইল জেলার বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। 'নড়াইল এক্সপ্রেস' খ্যাত ক্রিকেটার মাশরাফি বিন মুর্তজা এই নড়াইলের সৃষ্টি।

ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সমৃদ্ধ নড়াইল জেলার জনগণের কল্যাণে সরকারের গৃহীত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ৭৯৮ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসনের মাধ্যমে দেশের প্রথম ভিক্ষুকমুক্ত জেলা হিসেবে স্বীকৃত হয়ে জনপ্রশাসন পদকে ভূষিত হয় নড়াইল। ফলশ্রুতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত কার্যক্রম সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়ার এবং ভিক্ষুকদের উন্নয়নের মূলস্রোতে আনার কার্যক্রম গ্রহণ করতে সানুগ্রহ নির্দেশনা প্রদান করেন। 'ক্লিন নড়াইল গ্রিন নড়াইল' গড়ার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি সম্প্রতি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সমগ্র নড়াইলব্যাপী সাত লক্ষাধিক বৃক্ষের চারা রোপণ করা হয়েছে যা কয়েক বছরের মধ্যে মূল্যবান সম্পদে পরিণত হবে, নিশ্চিত হবে পরিবেশের ভারসাম্য ও টেকসই উন্নয়ন।

আশা করি জেলা-ব্র্যান্ডিং এর এ প্রকাশনা নড়াইলকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নতুন করে পরিচিত করবে। এ প্রকাশনায় যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এ প্রকাশনাকে ত্রুটিমুক্ত রাখতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত সকল ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

(মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরী)

Md. Emdadul Hoq Chowdhury
Deputy Commissioner
Narail

PREFACE

The current government has undertaken different action plans such as the Vision 2021, the Vision 2041, and Five Year Plans to make Bangladesh a happy and prosperous nation free from hunger and poverty. In addition to this, the current people-friendly government is working to ensure the achievement of Sustainable Development Goals after the successful completion of the Millennium Development Goals. Along with these activities the Cabinet Division has taken up a district branding program which aims to give every district the chance to develop its individuality and realize its potentials.

Our beloved Narail is the repository of immense natural beauty. It is blessed with many great personalities like S. M. Sultan, Kobiyal Bijoy Sarkar, Balladist Muslem Uddin and Bir Sreshtho Lance Nayek Nur Mohammad Sheikh and endowed with a rich history, heritage and beauty. There are many rivers in Narail including the Chitra, the Nabaganga, the Kajla, and the Madhumati and tourists' attractions like S. M. Sultan Complex, Hatbaria Zamindar Bari, Chitra Resort, Niribili Picnic Spot, Shopno Bithi Picnic Spot, Arunima Resort Golf Club and many more. Visitors become amazed with the beauty of the Chitra which is lined with trees on both of its banks. Narail has an unparalleled reputation at national and international levels for sports, especially in cricket, volleyball, kabadi, wrestling, table tennis, and archery. Mashrafe Bin Mortaza, famously known as the 'Narail Express', hails from Narail.

The district administration is working tirelessly to implement all programs of the government oriented towards the people of Narail which has a glorious history in sports, culture and the War of Liberation. Narail was awarded the Public Administration Award for its achievement in becoming the first beggar-free district in the country by rehabilitating 798 beggars. The Prime Minister has instructed to expand the program into the whole country and bring the beggars into the mainstream of development. In addition to conducting regular cleanliness program in the district as part of implementing 'Clean Narail Green Narail' program, 0.7 million trees have been planted across the district on the initiative of the district administration. These trees will become valuable assets in the coming days and ensure environmental sustainability.

I hope that this publication on district branding will introduce Narail anew at the national and international levels. I express my thanks and gratitude to all involved directly and indirectly with this publication.

Utmost care has been taken to avoid mistakes in this publication. I offer my sincere apologies for any inadvertent mistakes.

(Md. Emdadul Hoq Chowdhury)

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
উপপরিচালক স্থানীয় সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নড়াইল

সম্পাদকীয়

নড়াইল বাংলাদেশের প্রথম ভিক্ষুকমুক্ত জেলা। জেলা ব্র্যান্ডিং, ক্লিন নড়াইল গ্রিন নড়াইলসহ নানা উদ্ভাবনী উদ্যোগ নড়াইলকে পৌঁছে দিয়েছে এক অনন্য উচ্চতায়। চিত্রা, মধুমতি, নবগঙ্গা, আফরা, কাজলা, আঠারবাকি, ভৈরব নদী বেষ্টিত জেলা নড়াইল। প্রায় ৯৯০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই জেলাটি সবুজ গাছ-গাছালিতে ঘেরা। ইতিহাস, ঐতিহ্য, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধে এ জেলার রয়েছে গৌরবময় ভূমিকা। বীরশ্রেষ্ঠ নুর মোহাম্মদ শেখ, বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস. এম. সুলতান, জারী সম্রাট মোসলেম উদ্দিন, চারণকবি বিজয় সরকার, উপমহাদেশের বিখ্যাত বাদ্যকর উদয় শংকর, কথা সাহিত্যিক ডা. নিহার রঞ্জন গুপ্ত, সুরকার কমল দাশ গুপ্ত, নড়াইল এক্সপ্রেস নামে খ্যাত ক্রিকেটার মাশরাফি বিন মুর্তজা প্রমুখ নড়াইলের সন্তান।

নড়াইল শহরের কোলঘেঁষে বয়ে গেছে চিরশান্ত, সুন্দর, কাকচক্ষুর ন্যায় স্বচ্ছ জলের ও জোয়ার-ভাটায় বৈচিত্রময় নদী চিত্রা। চিত্রা নদীকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে নড়াইলের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক ও সভ্যতার চাকা। বিভিন্ন স্তরের স্টেকহোল্ডারগণের সাথে আলোচনা করে নড়াইল জেলার ব্র্যান্ডিং ঠিক করা হয়েছে "পর্যটন" যার মূল আকর্ষণ চিত্রা নদী। টেমস নদীর দু'পাড়ে যেমন রাজকীয় শহর লন্ডন, সেন নদীর দু'পাড়ে যেমন সাংস্কৃতিক শহর প্যারিস এবং ব্রিজবেন নদীর দু'পাড়ে যেমন বাণিজ্যিক নগর ব্রিজবেন গড়ে উঠেছে তেমনি চিত্রা নদীর দু'পাড়েও গড়ে তোলা যেতে পারে আধুনিক নড়াইল শহর যা হবে শিল্প, সাহিত্য, বাণিজ্য ও পর্যটনশিল্পে সমৃদ্ধ।

নড়াইলের জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল স্তরের নাগরিকদের সাথে সভা, সেমিনার, কর্মশালা করে নড়াইল এর লোগো নির্ধারণ করা হয়। এই লোগোতে সন্নিবেশিত হয়েছে বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস. এম. সুলতান, জমিদারবাড়ির বাধাঘাট এবং চিত্রা নদী ও তার উভয় পাড়ে সবুজের সমারোহ। লোগোর ট্যাগলাইন নির্ধারণ করা হয়েছে- "ক্রীড়া-সংস্কৃতি-মুক্তিযুদ্ধ: চিত্রার কোলে নড়াইল সমৃদ্ধ"। সম্প্রতি জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদ কর্তৃক নড়াইলকে নান্দনিকতায় ও স্থাপত্যশিল্পে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার প্রয়াসে এর ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নিদর্শক সুলতান ঘাট, বাঁধা ঘাট, শেখ রাসেল সেতু সংলগ্ন শিশুপার্ক ও হাটবাড়িয়া জমিদারবাড়িকে আধুনিক স্থাপত্যশিল্পের ছোয়ায় প্রাণবন্ত ও বিশ্বমানের করে তোলার লক্ষ্যে কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে শহরে ঐতিহ্যের সাথে নান্দনিক স্থাপত্যশৈলীর এক টেকসই উন্নয়ন সাধিত হবে। প্রায় ২৭ একর জায়গার উপর দাঁড়িয়ে থাকা হাটবাড়িয়া জমিদারবাড়িটিকে ঘিরে বিদ্যমান প্রাকৃতিক বনাঞ্চল রক্ষায় গড়ে তোলা হবে দেশের আধুনিকমানের ইকোপার্ক যেখানে দেশি ও বিদেশি পর্যটকগণ নির্মল পরিবেশে অবকাশযাপন করতে পারবেন।

লোগোটি তৈরির জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রী বিমানেশ বাবু এবং মুহাম্মাদ তালুতকে। ব্র্যান্ডবুক প্রণয়নে ব্র্যান্ডিং সংক্রান্ত সকল উপকমিটির সকল সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ব্র্যান্ডবুকটি ইংরেজিতে অনুবাদের জন্য মুহাম্মদ সরওয়ার উদ্দিন বিশেষ কৃতিত্বের দাবিদার। সবসময় পাশে থেকে এ কাজে সহায়তা করার জন্য মোঃ আবু রিয়াদকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সর্বোপরি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি নড়াইলের সুযোগ্য জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরীকে যিনি সার্বক্ষণিক মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়ে ব্র্যান্ডবুক প্রণয়নে সহায়তা করেছেন।

জেলা ব্র্যান্ডবুক প্রণয়ন কর্মযজ্ঞটি প্রথম প্রকাশ তদুপরি অপেশাদার লেখনী। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি সকলেই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন মর্মে আশা করছি।

(মোঃ সিদ্দিকুর রহমান)

Md. Siddiqur Rahman
Deputy Director Local Government
Office of the Deputy Commissioner
Narail

EDITORIAL

Narail has achieved the distinction to become the first beggar-free district in Bangladesh. Several innovative initiatives like the district branding program and "Clean Narail, Green Narail" program have taken Narail to a new height. Narail is sorrounded by the Chitra, the Madhumati, the Nabaganga, the Afra, the Kajla, the Atharabaki, and the Bhairab rivers. Densely forested tracts cover most of the 990 square kilometer area of Narail. This district has played glorious roles in history, heritage, sports, culture and the War of Liberation. Famous personalities like Birshrestha Nur Mohammad Sheikh, world-renowned Artist S. M. Sultan, Jari Samrat Muslem Uddin, Balladist Bijoy Sarkar, the famous musician of the Sub-continent Uday Shankar, Novelist Nihar Ranjan Gupta, Composer Kamal Das Gupta and Mashrafe Bin Mortaza, also known as the Narail Express, hail from this district.

The Chitra runs its course along the Narail town. It is a very beautiful and calm river with crystal clear water having regular ebbs and flows. The Chitra is central to the social, cultural, political, commercial and economic activities in Narail. Tourism has been selected as the branding item of Narail in consultation with different stakeholders and the main tourist attraction in Narail is the Chitra. The magnificent city of London lies on the both banks of the Thames, the cultural city of Paris is situated on the both banks of the Seine and the commercial city of Brisbane grew on the both banks of the Brisbane. Narail can be developed as a modern city enriched with culture, literature, commerce and tourism in the same fashion.

The logo of Narail district has been developed in consultation with the elected representatives of Narail, members of civil society, people from all social strata and milieu in meetings, seminars and workshops. The logo incorporates the image of world-renowned artist S. M. Sultan, Badha Ghat of Zamindar Bari and the Chitra with its greenery on both banks. The tagline of the logo has been phrased as 'Sports, culture, and Liberation War gallantry, Narail in the lap of the Chitra blessed with greenery'. Several projects have been undertaken of late by the district administration and Zila Parishad with the aim of presenting aesthetic and architectural aspects of Narail to the world. They include renovating the Badha Ghat which represents the history and heritage of Narail; constructing the Sultan Ghat near the S. M. Sultan Complex and a children's park adjacent to the Sheikh Russel Bridge; and developing the Hatbaria Zamindar Bari as a world-class eco-park with modern architectural designs. A sustainable blending of urban styles with aesthetics will be visible once these projects are implemented. A modern eco-park will be developed in Hatbaria Zamindar Bari in the existing 27 acres of forested land where local and foreign tourists will be able to spend vacation in calm and peaceful environment.

I express my special thanks to Mr. Bimanesh Babu and Muhammad Talut for developing the logo. I also give thanks to all members of the sub-committees relating to the preparation of the brand book and all concerned. Muhammad Sarwar Uddin has pulled off a great feat in translating the brand book into English single-handedly. I thank Md. Abu Riyadh for being always with me extending his help. Above all, I express my gratitude to the Deputy Commissioner of Narail Mr. Md. Emdadul Hoq Chowdhury who has always helped us in the preparation of the book with his invaluable advice and direction.

This is the first edition of the district brand book with non-professional write-ups. I hope you will overlook any inadvertent mistakes.

(Md. Siddiqur Rahman)

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি ১৭
জেলা ব্র্যান্ডিং
জেলা ব্র্যান্ডিং এর উদ্দেশ্য ২২
নড়াইল জেলার ব্র্যান্ডিং ২২
জেলা ব্র্যান্ডিং এর লোগো ও ট্যাগলাইন ২৬
হালনাগাদ কর্মপরিকল্পনা ৩০
মুক্তিযুদ্ধে অবদান ৩২
ভাষা ও সংস্কৃতি ৩৬
জেলার ঐতিহ্য ৪১
খেলাধুলা ৫৮
দর্শনীয় স্থানসমূহ
জমিদারবাড়ির বাধাঘাট ৭০
সুলতান কমপ্লেক্স ৭১
বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ নূর মোহাম্মদ শেখ কমপ্লেক্স ৭৩
জেলা প্রশাসকের বাসভবন ৭৫
অপরূপা চিত্রা নদী ৭৭
বিল ইছামতি ৭৯
চিত্রা রিসোর্ট ৮০
নিরিবিলি পিকনিক স্পট ৮২
অরুণিমা রিসোর্ট গলফ ক্লাব ৮৩
জেলার ঐতিহাসিক স্থাপনাসমূহ ৮৬
গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ ৯৯
ঐতিহ্যবাহী খাবার ১২৭
উন্নয়ন ও অর্জনসমূহ ১২৯
জেলার উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ ১৩৪
ভিক্ষুকমুক্ত প্রথম জেলা ১৩৫
গৃহহীনমুক্ত নড়াইল ১৩৭
ক্লিন নড়াইল গ্রিন নড়াইল ১৩৮
পর্যটন প্রকল্পসমূহ ১৪৮
সার্কিট হাউজ ১৫৭
সরকারি আবাসন ১৬০
বেসরকারি আবাসন ১৬১
যোগাযোগ ব্যবস্থা ১৬২

INDEX

Overview of the District 17
District Branding
Aims of District Branding 22
District Branding of Narail 22
Logo & Tagline of District Branding 26
Updated action plan 30
Contribution in the War of Liberation 32
Language and Culture 36
Heritage 41
Sports 58
Tourist places
Badhaghat of Zamindar Bari 70
Sultan Complex 71
Birsheshthra Nur Muhammad Sheikh Complex. 73
Deputy Commissioner's Residence 75
Beautiful Chitra 77
Beel Ichamati 79
Chitra Resort 80
Niribili Picnic Spot 82
Arunima Resort Golf Club 83
Historical Sites 86
Important Persons 99
Famous food 127
Developments & Gains 129
Innovative Initiatives of District 134
First Begger-Free District 135
Homelessness-Free Narail 137
Clean Narail Green Narail 138
Tourism Projects 148
Circuit House 157
Government Accomodation 160
Non-Government Accomodation 161
Means of Communications 162

নড়াইল জেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

পৃথিবীর মানচিত্রে নড়াইল জেলার অবস্থান কর্কটক্রান্তির দক্ষিণে। নড়াইল জেলা ৮৯ ডিগ্রি ৩০ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশে এবং ২৩ ডিগ্রি ১০ মিনিট উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। নড়াইল জেলার পশ্চিমে যশোর জেলার বাঘারপাড়া ও অভয়নগর উপজেলা, উত্তরে মাগুরা জেলার শালিখা ও মহম্মদপুর উপজেলা, পূর্বে ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা, গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী ও গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা এবং দক্ষিণে বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট, খুলনা জেলার তেরখাদা, দিঘলিয়া ও ফুলতলা উপজেলা এবং যশোরের অভয়নগর উপজেলা। নড়াইলের ভূমি দক্ষিণ দিকে ঢালু।

চিত্রা, নবগঙ্গা, কাজলা, মধুমতি নদী বেষ্টিত ৯৯০.২৩ বর্গকিলোমিটার আয়তনের জেলা নড়াইল। ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এই জেলার মোট জনসংখ্যা ৭,২১,৬৬৮জন। ৩টি উপজেলা, ৪টি থানা, ৩টি পৌরসভা, ৩৯টি ইউনিয়ন, ৬৩৫টি গ্রাম রয়েছে। লোহাগড়া, কালিয়া, নড়াইল সদর ৩টি উপজেলা ও নড়াগাতী নামে একটি পুলিশী থানা নিয়ে নড়াইল জেলা গঠিত। ১৮৬১ সালে যশোর জেলার অধীন নড়াইল মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৮৪ সালে নড়াইল মহকুমা জেলায় রূপান্তরিত হয়।

Brief Description of Narail

Narail District lies to the south of the Tropic of Cancer on the world map. The latitude and longitude of the Narail district are 23.10° N and 89.30° E respectively. It is located to the west of Bagherpara and Abhaynagar upazila of Jessore district, north of Shalikha and Mohammadpur upazila of Magura, with Kashiani and Gopalganj Sadar upazila lying in the east and Mollahat of Bagerhat district, Terokhada, Dighalia and Phultala upzila of Khulna district and Bagherpara upazila of Jessore district in the west. Narail gradually slopes down to the south.

Narail has an area of 990.23 square kilometers encircled by the Chitra, the Nabaganga, the Kajla, and the Madhumati. According to 2011 census the total population of Narail is 7,21,668 and it has 3 upazilas, 4 police stations, 3 municipalities, 39 unions and 635 villages. The police stations are situated in Lohagara, Kalia, Narail Sadar and Naragati. Narail was first established as a Mahakuma under Jessore district in 1861 and later upgraded to a district in 1984.

জেলার নামকরণের ইতিহাস

প্রাচীন আমলের জমাজমির দলিলে নড়াল নামটি পাওয়া যায়। এক পর্যায়ে নীল বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে নড়ালে মহকুমা স্থাপনের আবশ্যকতা দেখা যায় এবং ইংরেজি ১৮৬৯ সালে ইংরেজ সরকার মহিষখোলা মৌজায় মহকুমার প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে। কালক্রমে ইংরেজ আমলেই নড়াল নড়াইল নামে খ্যাতি পায়। এটিই নড়াইল জেলার নামকরণের সর্বাধিক প্রচলিত মতবাদ।

এছাড়াও গবেষক এস. এম. রইস উদ্দীন আহমদ এর মতে লড়েআল হতে নড়াইল নামের উৎপত্তি হয়েছে। যারা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে স্থানীয় ভাষায় তাদের লড়ে বলে।

হযরত খানজাহান আলী এর সময়ে সীমান্ত প্রহরী নিয়োজিত ছিল। নড়াইল নদী-নালা, খাল-বিল বেষ্টিত। খাল কেটে রাজ্যের সীমান্তে পরীখা তৈরি করা হতো। খাল বা পরীখার পাশে চওড়া উঁচু আইলের উপর দাড়িয়ে লড়ে বা রক্ষী সেনারা পাহারা দিত। এভাবে লড়েআল হতে লড়াল, পরবর্তীতে নড়াইল নাম এর উৎপত্তি হয়েছে বলে জনশ্রুতি আছে। আরেকটি প্রচলিত মত হল নড়ানো থেকে নড়াইল নামের উৎপত্তি।

Etymology of Narail

The name Naral can be found in the land records of the ancient period. At one stage it became necessary to establish a Mahakuma in Naral in the aftermath of the Indigo Revolt and the British government set up the headquarters of the Mahakuma in Mahishkhula Mouja in 1869. Gradually Naral became Narail during the British rule. It is the most widespread theory on the etymology of Narail.

In addition to this, S. M. Rais Uddin Ahmed thinks that Narail originated from 'loreyal' which in local language means 'someone who fights against the enemy'.

Guards were placed at every corner of the state during the reign of Khan Jahan Ali. Narail was surrounded by rivers. The canals were also dug on the borders of the state to be used as moats. 'Lore' or soldiers used to stand guard on raised isles surrounding the moats or trenches. Gradually 'loreyal' became 'loral' and 'loral' gave rise to the name Narail. There is another theory which postulates that Narail originated from the word 'narano', which means to 'shake' in Bengali.

এস.এম সুলতানের অন্যতম শিল্পকর্ম 'সম্মুখযুদ্ধে কৃষকগণ'-এ ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে কৃষকদের লড়াই ফুটে উঠেছে
In one of his most prominent artworks 'Farmers in Confrontation', S. M. Sultan depicts the struggle of farmers against the British

নড়াইল জেলার মানচিত্র
Map of Narail

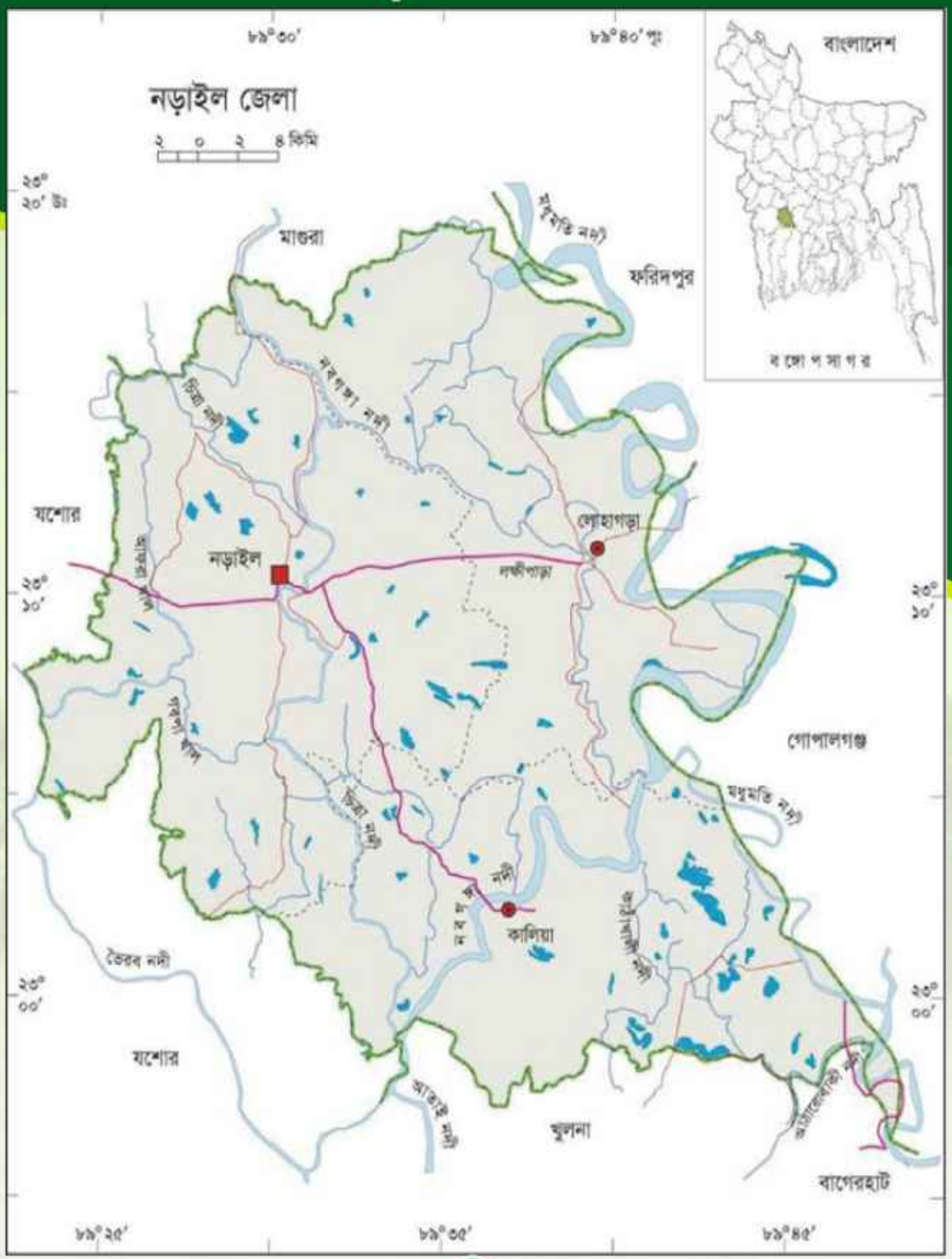

স্যাটেলাইটে নড়াইল জেলা

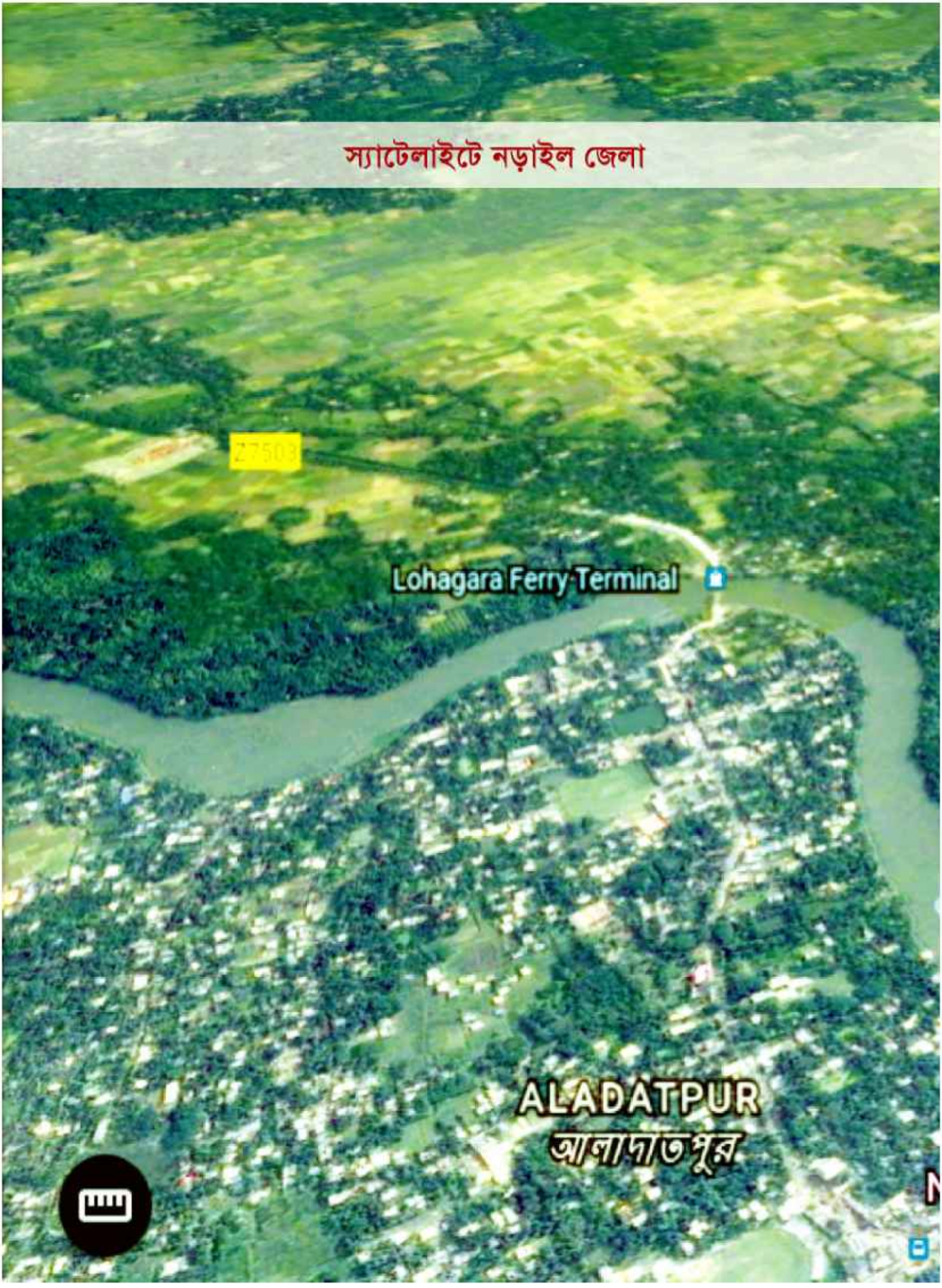

Satellite View of Narail

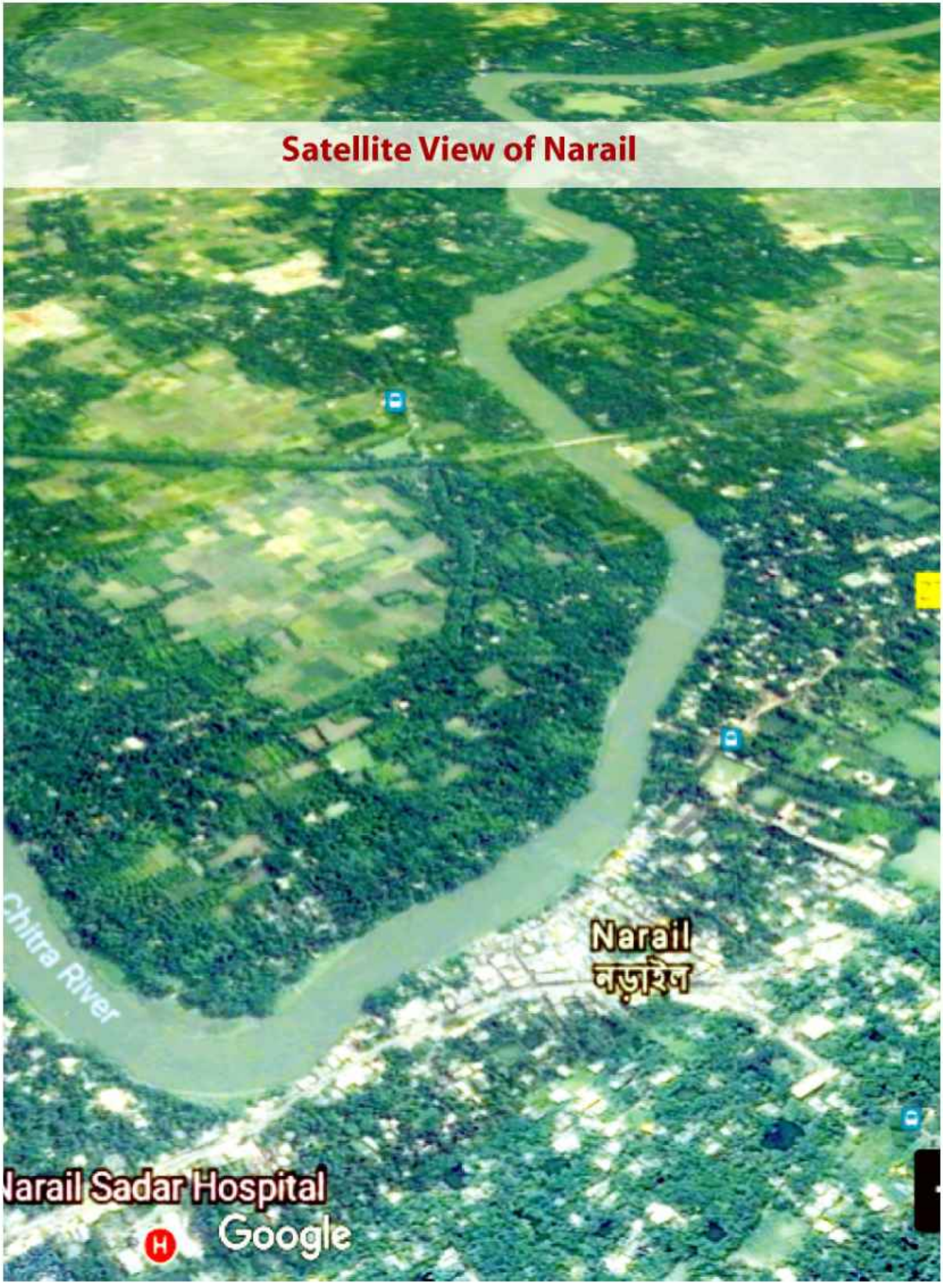

জেলা ব্র্যান্ডিং এর উদ্দেশ্য
Aims of District Branding

নড়াইল জেলার সম্ভাবনাসমূহ বিকশিত করার মাধ্যমে জেলার সার্বিক উন্নয়ন ঘটানো। এছাড়া

- ❑ পর্যটন শিল্পের বিকাশ;
- ❑ স্থানীয় উদ্যোক্তা তৈরি;
- ❑ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- ❑ দারিদ্র্য দূরীকরণ;
- ❑ জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং খেলাধুলার লালন ও বিকাশ;
- ❑ জেলার ইতিবাচক ভাবমূর্তি বিনির্মাণ;
- ❑ পরিবেশ সংরক্ষণ;
- ❑ জেলার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গতি সঞ্চার;
- ❑ জেলার সর্বস্তরের মানুষকে উন্নয়নের অভিযাত্রায় সম্পৃক্ত করা;
- ❑ সামগ্রিকভাবে দেশের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা;

To facilitate comprehensive development of the district by exploring the possibilities of the district. Other objectives include:

- ❑ To foster tourism industries;
- ❑ Creating local entrepreneurs;
- ❑ To create new employment;
- ❑ To uproot poverty;
- ❑ To help foster sports, culture, history and heritage of the district;
- ❑ To build up a positive image of the district;
- ❑ To protect the environment;
- ❑ To accelerate economic growth of the district;
- ❑ To integrate people from all strata of the district in development activities;
- ❑ To contribute in the development of the country;

নড়াইল জেলার ব্র্যান্ডিং
Branding of Narail District

নড়াইল জেলার ব্র্যান্ডিং পর্যটন নির্ভর। নড়াইলের পর্যটন শিল্পের প্রধান নিয়ামক চিত্রা নদী। প্রগাঢ় সবুজের আল্পনায় শ্যামল বেষ্টনীতে ঘেরা কুণ্ডনমুখর ছায়াঘেরা আঁকাবাঁকা বয়ে চলা শান্ত নদী চিত্রা। নদীর পাশে সাজানো গোছানো বৃক্ষরাজি নয়নাভিরাম; তাকালেই চোখ জুড়িয়ে যায়। চিত্রার অসামান্য আকর্ষণেই মূলত চিত্রা নদীর তীরঘেষে নড়াইল শহর গড়ে উঠেছে। এই চিত্রা নদীকে কেন্দ্র করেই নড়াইল জেলার ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে। এছাড়া বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস.এম. সুলতান নড়াইলের কৃতি সন্তান এবং নড়াইল জেলা ব্র্যান্ডিং এর অন্যতম উপাদান।

District branding in Narail relies upon tourism and the main driver of tourist industries in Narail is the Chitra. Chitra is a very calm river which zigzagged its way through dense green forests with deep shadows. Beautiful trees on both of its banks are sure to please anybody's eyes. Narail town grew on the banks of the Chitra mainly due to the irresistible charm of the river. For this reason, it has been decided that the river should be the branding item of Narail. In addition, world renowned artist S. M. Sultan has been included as one of the foremost components of the branding.

চিত্রা নদীকে কেন্দ্র করে নড়াইলের ব্র্যান্ডিংয়ের বিষয় হিসেবে নির্বাচনের যৌক্তিকতা

নড়াইলের চিত্রা নদীর রয়েছে অপার সম্ভাবনা। এ নদীর দু'তীর গাঢ় সবুজে ভরপুর। আমরা টেমস নদীর পাশে লন্ডন, সেন নদীর পাশে প্যারিস, বুড়িগঙ্গা নদীর পাশে ঢাকা শহরের কথা জানি। এ নদীকে শাসন করে নদীর দু'পাশের সৌন্দর্যবর্ধন করে এবং পানিকে বিশুদ্ধ করে নড়াইলের ভাগ্য উন্নয়ন করা সম্ভব।

চিত্রা নদীকে ব্র্যান্ডিং হিসেবে গ্রহণের যৌক্তিকতা :

- পর্যটন শিল্পের বিকাশ
- অবকাঠামোগত উন্নয়ন
- কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি
- মৎস্য সম্পদসহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
- চিত্রার পাড়ের এস. এম. সুলতান সংগ্রহশালার উন্নয়ন

Justification of selecting the Chitra as the branding item

The Chitra has huge potentials in Narail. Both sides of the river are tree-lined and full of greenery. Narail town sits on the banks of the Chitra just like the Thames in London or the Seine in Paris and the Buriganga in Dhaka. If both sides of the river are beautified and water quality is retained, the Chitra can transform Narail.

The reasons for selecting the Chitra as the branding item are the following:

- Tourist industries will flourish
- Infrastructural development will occur
- Employment opportunities will be created
- Preservation of biodiversity including fisheries will be ensured
- Development of S. M. Sultan Complex on the bank of the Chitra

জেলা ব্র্যান্ডিং এর প্রাথমিক লোগো

নড়াইলের ঐতিহ্য, ধান, পাট, পদ্মফুল, নৌকা এবং চিত্রার সমন্বয়ে একটি লোগো প্রস্তুত করা হয়। লোগোর ট্যাগ লাইন নির্ধারণ করা হয় 'চিত্রার কোলে হিরন্ময়ী নড়াইল'; এটিই জেলা ব্র্যান্ডিং এর প্রথম লোগো।

Initial Logo of the Branding

The initial logo was designed with a combination of paddy, jute, water lily, boat and the Chitra. All these elements are found in abundance in Narail and together they make up the culture of Narail. The tagline of the logo was decided to be 'Narail blessed with the streams of the Chitra'. It was the first logo of the district branding.

চিত্রার কোলে হিরন্ময়ী নড়াইল
Narail blessed with the streams of the Chitra

Scenic View of Chitra River

জেলা ব্র্যান্ডিং এর দ্বিতীয় লোগো

প্রস্তুতকৃত লোগোটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এটুআই এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' শীর্ষক কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়। সেখানে লোগোটি সাধারণ মানুষের জন্য সহজবোধ্য এবং আরও সুন্দর করতে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে আরও আলোচনার পরামর্শ দেয়া হয়। জেলা প্রশাসন সকলের সাথে পুনরায় আলোচনা করে চিত্রা নদী এবং বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস. এম. সুলতানকে নিয়ে একটি লোগো তৈরি করা হয়। লোগোর ট্যাগ লাইন নির্ধারণ করা হয় 'চিত্রার কোলে অপরূপা নড়াইল'।

Second Logo of the Branding

The logo was then presented to the participants at a workshop organized by Access to Information (A2I) and the Cabinet Division titled 'Digital Bangladesh' held at the Prime Minister's Office. It was suggested at the workshop that the logo needed to be simplified for easy understanding of the people and designed more beautifully in consultation with the stakeholders. Afterwards the district administration invited all for further discussions and at the end designed a logo incorporating only the Chitra river and world-renowned artist S. M. Sultan into the logo. The tagline was decided upon as 'Beautiful Narail in the lap of the Chitra'.

চিত্রার কোলে অপরূপা নড়াইল
Beautiful Narail in the lap of the Chitra

ক্রীড়া, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধ: চিত্রার কোলে নড়াইল সমৃদ্ধ

'Sports, culture, and Liberation War gallantry: Narail in the lap of the Chitra blessed with greenery'

জেলা ব্র্যান্ডিং এর সর্বশেষ লোগো

নড়াইল জেলা ব্র্যান্ডিং এর জন্য প্রস্তুতকৃত লোগো এবং ট্যাগলাইন বিষয়ে ২৩ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে সার্কিট হাউজে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় সরকারী কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, শিল্পী সাহিত্যিক, সাংবাদিক তথা সর্বস্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহণমূলক এ কর্মশালায় অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী নড়াইলের অহংকার বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস. এম. সুলতানসহ রূপগঞ্জ জমিদারদের আমলে নির্মিত বাধাঘাটকে লোগোতে অর্ন্তভুক্ত করার পরামর্শ দেন। ট্যাগলাইনেও কিছু পরিবর্তন এনে নড়াইলের বিদ্যমান ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটাতে অনুরোধ করা হয়। এবার ট্যাগলাইন নির্ধারণ করা হয় "ক্রীড়া, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধ: চিত্রার কোলে নড়াইল সমৃদ্ধ"; এটি জেলা ব্র্যান্ডিং এর তৃতীয় লোগো।

Final Logo of the Branding

A daylong workshop was organized at the Circuit House on 23 August, 2017 to discuss the logo and tagline designed for the district branding. Government officials, people's representatives, writers, artists, journalists and people from all strata of society attended the workshop. Most of the participants suggested that world-renowned artist S. M. Sultan and Badha Ghat, built by the Zamindars at Rupganj should be incorporated into the logo and tagline should be rephrased to reflect the history and heritage of Narail. This time the tagline was decided to be: 'Sports, culture, and Liberation War gallantry: Narail in the lap of the Chitra blessed with greenery'. It was the third logo of the district branding.

সবুজে সমৃদ্ধ নড়াইলকে তুলে ধরা হয়েছে

চিত্রাপাড়ে নড়াইল জমিদারবাড়ির বাধাঘাট যা নড়াইল জেলার পর্যটন শিল্পের অন্যতম প্রতীক

অপরূপা চিত্রার দুইপাড়ের গাঢ় সবুজের সমারোহ বুঝানো হয়েছে

নড়াইল শহরের কোলঘেষে বয়ে যাওয়া বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর নদী চিত্রা যা নড়াইলের ব্র্যান্ড

দেশে বিদেশে নড়াইলকে যিনি পরিচিত করিয়েছেন সেই বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস.এম. সুলতান

অন্যতম বীরশ্রেষ্ঠ নুর মোহাম্মদ শেখসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ সকল বীরমুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে

নড়াইল জেলা ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং লোকজ সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ

দেশব্যাপী নড়াইলের অসাধারণ ক্রীড়া নৈপুন্য ও কৃতিত্ব তুলে ধরা হয়েছে

জোয়ার ভাটায় বৈচিত্র্যময় চিরশান্ত চিত্রা নদী নড়াইলের পর্যটন শিল্প উন্নয়নে আশীর্বাদ স্বরূপ

Represents the lush green Narail

Badha Ghat of the Narail Zamindar Bari on the bank of the Chitra which is one of the most prominent tourist attractions

Represents the abundance of greenery on the both banks of the beautiful Chitra

The Chitra coursing along the Narail town is the most beautiful river in Bangladesh and is used as the branding item of Narail

World-renowned artist S. M. Sultan who introduced Narail to the country and the world

In remembrance of all the martyred valiant freedom fighters including Bir Sreshtho Nur Mohammad Sheikh

Narail is enriched with history, heritage and folk culture

Highlights the unequaled skills and achievements of Narail in sports in the country

The ever calm and peaceful Chitra having regular ebbs and flows is a blessing for Narail in its attempt to develop tourism industries

চিত্রার কোলে নড়াইল

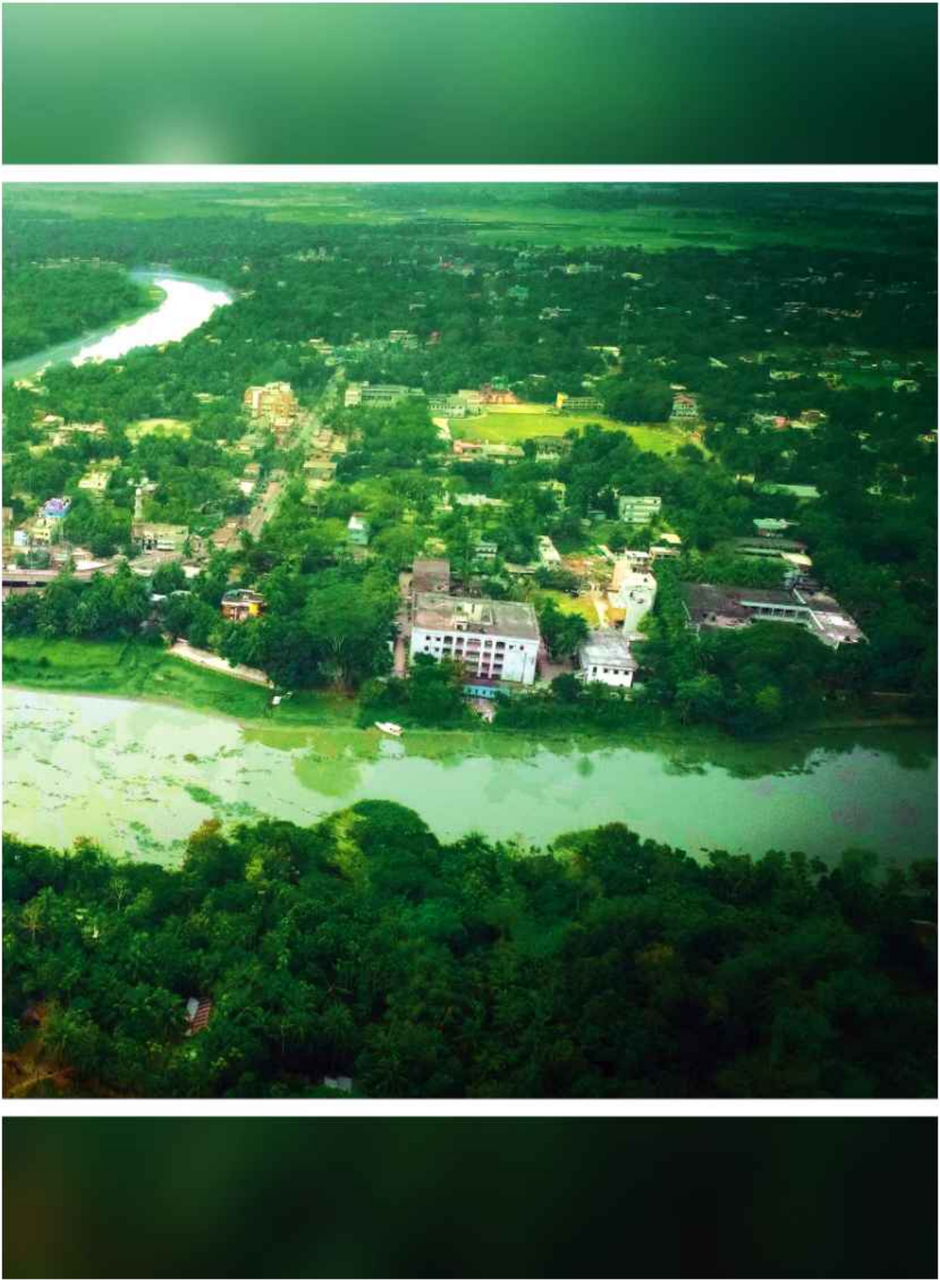

ব্র্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতি

পূর্বেই বলা আছে, নড়াইল জেলার ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে পর্যটনকে কেন্দ্র করে। নড়াইলের পর্যটন শিল্পের প্রধান নিয়ামক চিত্রা নদী যা নড়াইল জেলার ব্র্যান্ড। জেলা ব্র্যান্ডিং করে নড়াইলের পর্যটন শিল্পকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন, নড়াইল অনেক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ভিশন-২০২১ কে সামনে রেখে তৈরি করা হয়েছে পর্যটক লক্ষ্যমাত্রা যার ২০১৭ সালের লক্ষ্য সফলতার সাথে অর্জিত হয়েছে।

Achievements in Branding

It is mentioned before that branding of Narail district is centered on tourism and the main driver of tourism in Narail is the Chitra. For this reason, the Chitra has been selected as the branding item of Narail. The district administration of Narail has taken up many initiatives to raise the tourist industry in Narail to a new height through district branding. Targets in tourism have been set in view of the Vision 2021 and the goals set for 2017 have been successfully achieved.

নড়াইল জেলা ব্র্যান্ডিং সংক্রান্ত হালনাগাদ কর্মপরিকল্পনা
Updated action plan on district branding

- অগাস্ট ২০১৭ এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণে মতবিনিময় এবং ব্র্যান্ডিং এর বিষয় চিত্রা নদী নির্দিষ্টকরণ করা হয়েছে।
- অক্টোবর ২০১৭ এর মধ্যে ব্র্যান্ডিং লোগো এবং ট্যাগলাইন নির্ধারণ করা হয়েছে। ট্যাগলাইন নির্ধারণ করা হয়েছে- 'ক্রীড়া সংস্কৃতি মুক্তিযুদ্ধ- চিত্রার কোলে নড়াইল সমৃদ্ধ'।
- ৩১ মার্চ ২০১৮ এর মধ্যে জেলা তথ্য বাতায়নে জেলা-ব্র্যান্ডিং ওয়েবপেইজটি তথ্য ও চিত্র দিয়ে সমৃদ্ধকরণ।
- ১৫ মার্চ ২০১৮ এর মধ্যে ব্র্যান্ডবুক প্রণয়ন ও প্রকাশ।
- মার্চ ২০১৮ এর মধ্যে জেলা ব্র্যান্ডিং মেলার আয়োজন।
- ডিসেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে চিত্রার পাড়ে রাসেল সেতু সংলগ্ন শিশুপার্ক নির্মাণ।
- ডিসেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে সুলতান ঘাট নির্মাণ।
- ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে চিত্রার পাড়ে হাটবাড়িয়া জমিদারবাড়িতে আধুনিক ইকোপার্ক নির্মাণ।

- Exchange of views with all concerned was completed and the Chitra was identified as the branding item within August 2017.
- Branding logo and tagline was finalized by October 2017. Tagline was phrased as 'Sports, culture, and Liberation War gallantry Narail in the lap of the Chitra blessed with greenery'.
- Developing the district branding webpage on the district portal with information and images by March 31, 2018.
- Publishing the brand book by March 15, 2018
- Organizing a district branding fair by March 2018
- Completing the construction of the children's park near the Sheikh Russel Bridge on the bank of the Chitra by December 2018
- Completing the construction of the Sultan Ghat by December 2018.
- Completing the construction of the Hatbaria ZamindarBari Eco-park on the bank of the Chitra by December 2019.

জেলা ব্র্যান্ডিং সংক্রান্ত দিনব্যাপী কর্মশালা
Daylong Workshop on District Branding

Contribution in the War of Liberation

The struggle for freedom in this district started with the attack on Jessore Cantonment on March 26, 1971 after a group of people including Professor Nur Muhammad, Abdul Hai and others led by the then Sub-Divisional Officer (SDO) Mr. Kamal Uddin Siddiqui had broken open the locks of the treasury and smuggled out the arms. Narail was liberated on December 10, 1971 as a result of sacrifices of so many freedom fighters and sufferings of so many mothers and sisters. Narail had a glorious contribution in the War of Liberation.

Narail stands second in terms of the number of freedom fighters. More than 2000 people took part in the War of Liberation from this district. Among the 7 Bir Sreshthos, Bir Sreshtho LanceNayek Nur Mohammad Sheikh hails from Narail. The number of people killed in Narail by the Pakistani occupation forces and their auxiliaries are also significant.

মুক্তিযুদ্ধে অবদান

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ নড়াইল মহকুমার প্রশাসক জনাব কামাল উদ্দিন সিদ্দিকীর নেতৃত্বে অধ্যাপক নূর মোহাম্মদ, জনাব আব্দুল হাই এবং অন্যান্যদের সহযোগিতায় নড়াইল ট্রেজারির তালা ভেঙ্গে অস্ত্র নিয়ে যশোর সেনানিবাস আক্রমণের মধ্যে দিয়ে এ জেলার মানুষের মুক্তির সংগ্রাম শুরু হয়। অগণিত মুক্তিযোদ্ধার রক্ত এবং অনেক অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত মা-বোনদের অশ্রু ও সম্ভ্রমের ফলে ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর নড়াইল হানাদারমুক্ত হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধে নড়াইল জেলার বিশেষ অবদান রয়েছে।

নড়াইল জেলা বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুক্তিযোদ্ধা অধ্যুষিত জেলা। এ জেলা হতে প্রায় ২০০০ জনের বেশি মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। দেশের সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের অন্যতম একজন মরহুম ল্যান্সনায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ এই নড়াইলের কৃতি সন্তান। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকবাহিনী ও তাদের দোসরদের হাতে শাহাদাত বরণকারীর সংখ্যাও একেবারে কম নয়।

গণকবর
Mass Grave

১৯৭১ এর বধ্যভূমি, নড়াইল

১৯৭১ সালে পুরো খুলনা বিভাগজুড়েই পাকবাহিনী নারকীয় হত্যাকান্ড, ধর্ষণ ও নির্যাতনের মতো জঘন্য অপরাধ করেছিল। নড়াইল জেলার নদীগুলোতে গণহত্যার পর লাশ ভাসিয়ে দেওয়া হতো, পাড়েও ফেলে রাখা হতো অসংখ্য লাশ। এ বধ্যভূমি পাকবাহিনী ও তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগী আলবদর-রাজাকারদের সৃষ্ট। নড়াইল জেলা জজ আদালত সংলগ্ন এবং চিত্রা পাড়ে দাঁড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বহনকারী ও অনেক ঘটনার সাক্ষী এই বধ্যভূমি। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে অসংখ্য নারী-পুরুষকে ধরে এনে এই ক্যাম্পে নির্যাতন চালায় পাকবাহিনী। নির্যাতন-ধর্ষণের পর ক্যাম্পের পেছনে দেয়ালঘেরা জঙ্গলে হত্যা করে মাটিচাপা দিয়ে রাখা হতো; তাদের কারো কারো পেট ফেড়ে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হতো।

Mass Graves of 1971 in Narail

The Pakistani occupation forces continued their killings, rapes, tortures and other despicable crimes throughout the Khulna region all through 1971. Many dead bodies were thrown away in the rivers of Narail while many more were left on the banks of the rivers. These mass grave sites were selected by the Pakistani army and their auxiliary forces the Razakars and Al-badrs. The mass grave situated near the Judge Court on the bank of the Chitra bears testimony to many events of the Liberation War. Numerous people were brought in this camp in the 9 months of the war and tortured to death by the Pakistani forces. They were buried in the jungle outside the periphery of the camp after being tortured and raped and some were thrown into the river after their abdomen being slit.

স্বাধীনতা স্মৃতিস্তম্ভ, নড়াইল

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত হতে নড়াইলের আপামর জনসাধারণ, স্থানীয় প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিদের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকে। ২৬ মার্চ ভোরে তৎকালীন মহকুমা প্রশাসকের সহযোগিতায় স্থানীয় ব্যক্তি জনাব অধ্যাপক নূর মোহাম্মদ এবং অন্যান্যদের সহায়তায় নড়াইল ট্রেজারি ভেঙ্গে অস্ত্র বের করা হয় এবং বিপুল উৎসাহ নিয়ে লেঃ (অবঃ) মতিউর রহমানের নেতৃত্বে বড়দিয়া এবং নলদীতে প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয়। কিঞ্চিত প্রশিক্ষণ শেষে মুক্তিযোদ্ধারা লেঃ মতিয়ার রহমান এর নেতৃত্বে যশোর সেনানিবাস আক্রমণ করেন। পাকহানাদার বাহিনী রাজাকারদের সহায়তায় নড়াইলের চিত্রা নদীর পাড়ে লক্ষ্যঘাট পন্টুনের উপর প্রায় ২৮০০ লোককে হত্যা করে; যার স্মৃতি এখনও বহন করে চলছে নড়াইলের জনগণ।

Independence Memorial, Narail

People from all strata of society started being organized with the leadership of the local administration and people's representatives right after the War of Liberation had began on the 25th of March, 1971. Professor Nur Muhammad and others broke into Narail Treasury with the help of the then Sub-Divisional Officer (SDO) of Narail Mahakuma and smuggled out the arms kept inside. Training camps were set up in Baradia and Naldi by Lieutenant (retired) Matiur Rahman with much enthusiasm. Freedom fighters attacked the Jessore Cantonment led by Lieutenant (retired) Matiur Rahman after a few days of training. The Pakistani occupation forces in collusion with their local collaborators killed 2800 people in one incident at the Launch Ghat on the bank of the Chitra. The people of Narail still bear painful memories of the incident.

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০১৭ তে শহিদদের স্মরণে প্রদীপ প্রজ্বলন
Lighting candles in rememebrance of the martyrs on Martyred Intellectuals Day, 2017

ভাষা ও সংস্কৃতি

সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ যথাঃ ক্রীড়া, সাহিত্য, সংগীত ও লোকঐতিহ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনায় বিশেষ করে ক্রীড়া ও লোকসংগীত এর ক্ষেত্রে নড়াইলের অবস্থান ঈর্ষণীয় পর্যায়ের।

Language and Culture

Narail is rich in sports, literature, music and folk literature and other cultural elements. The position of Narail in sports and folk music is unrivalled.

একুশে ফেব্রুয়ারিতে এক লক্ষ মোমবাতি প্রজ্বলিত করে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন
Showing of respect to the martyrs of the Language Movement by lighting one lac candles on February 21

Showing of respect
to the martyrs on
Martyred Intellectuals
Day, 2017

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে
শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

নীলচাষ

নড়াইলের বিশিষ্ট জমিদার রামরতন রায় ইংরেজ কুঠিয়ালদের সাথে পাল্লা দিয়ে নিজেই নীলকুঠি স্থাপন করেছিলেন। কৃষকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নীলকরেরা কৃষকদের ধানপাট চাষরত জমিতে নীলের দাগ দিয়ে আসতো।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে চল্লিশের দশকে নড়াইল জেলায় ছোটো খাটো বিদ্রোহ দেখা দেয়। কিন্তু ১৮৫৮ সালে সিপাহি বিদ্রোহের পরে যে মহানীলবিদ্রোহ দেখা দেয় তা ১৮৬১ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল। ধারণা করা হয়, নড়াইল জেলায় প্রায় ১০০০টি নীল চাষকেন্দ্র ও নীলকুঠি কারখানা ছিল। উল্লেখিত সময়ের মধ্যে প্রায় সবকটি নীলকুঠি ও কেন্দ্রে প্রজাবিদ্রোহ হয়েছিল।

Indigo Farming

Famous zamindar of Narail Ram Ratan Roy set up his own indigo factory in competition with the English. Indigo farmers forced the locals against their wish to cultivate indigo on the land which was previously used for farming rice or jute.

Small rebellions showed up in Narail in the forties of the eighteenth century but the great Indigo Revolt which started subsequent to the Sepoy Revolt of 1858 lasted till 1961. It is thought that almost 1000 indigo farming centers and indigo factories were in operation in Narail. Rebellions broke out in almost all the centers and factories between the aforementioned periods of time.

নীল বাগান
Indigo garden

তেভাগা আন্দোলন

নড়াইল জেলার কৃষক শ্রমিক পার্টির অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন নড়াইল সদর থানার মির্জাপুর গ্রামের বাসিন্দা সৈয়দ নওশের আলী। তেভাগা আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা হিসেবে হিন্দু-মুসলমানের মুকুটহীন সম্রাট ছিলেন। সৈয়দ নওশের আলী সাহেবের বক্তব্য ছিল উৎপাদিত ফসলের দুই ভাগ পাবে বর্গাচাষি আর বাকি এক ভাগ পাবে জমির মালিক। দ্বিতীয়বার নড়াইলে তেভাগা আন্দোলন শুরু হলে বিখ্যাত কৃষকনেতা নূর জালাল আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এছাড়া জননেতা অমল সেন ও চাষিদের নেতা মুন্সি মোদাচ্ছের তেভাগা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

Tebhaga Movement

The undisputed leader of Krishok Sramik Party in Narail was Said Nawsher Ali who was born at Mirzapur village in Narail Sadar. Said Nawsher Ali demanded that two thirds of the produce would go to the sharecroppers and the rest to the owner of the land. The second Tebhaga Movement was led by famous farmer leader Nur Jalal. In addition, Amol Sen and another farmer leader Munsi Mudasser actively participated in the Tebhaga Movement.

সৈয়দ নওশের আলী

তেভাগা আন্দোলনের প্রবক্তা

ব্রিটিশ ভারতের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ। নড়াইল জেলার মির্জাপুর গ্রামে ১৮৯১ সালের আগস্ট মাসে এক দরিদ্র অথচ সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম মুসলমান যিনি ব্রিটিশ রাজত্বকালে যশোর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি বঙ্গীয় আইনসভার স্পিকার ও শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক মন্ত্রিসভার স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন বিভাগসহ একাধিক বিভাগের মন্ত্রী হন। তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের একজন শীর্ষনেতা এবং তেভাগা আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন। স্বাধীন ভারতে তিনি দু'বার রাজ্যসভা ও লোকসভা সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭২ সালে ৬ এপ্রিল ঢাকায় পরলোক গমন করেন।

Syed Nausher Ali

Proponent of the Tebhaga Movement

Syed Nausher Ali is a famous politician of the British India. He was born in a poor but respected family at Mirzapur village in Narail in 1891. He was the first Muslim to become the chairman of the Jessore Zila Board during the British rule. He also became the Speaker of the Bengal Legislative Assembly and the Minister of Local Government Division and other divisions under the cabinet of Sher-e-Bangla A. K. Fazlul Hoque. He was a top leader of the Indian Congress and an ardent activist of the Tebhaga Movement. He twice became a member of the Rajya Sabha and the Lok Sabha. He breathed his last on April 6, 1972.

জেলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি
Heritage and Culture

নড়াইল একটি প্রাচীন জনপদ। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে এ জেলা আপন মহিমায় ভাস্বর। অবারিত মাঠ, শ্যামল প্রান্তর, বিল ইছামতি, বিল চাচুড়ীসহ অসংখ্য বিলের স্বচ্ছ কালোজল, জলধারা, মধুমতি, চিত্রা, নবগঙ্গা আর কাজলা নদীর প্রবাহমানতা এ জেলাকে দিয়েছে স্বতন্ত্র পরিচয়। নড়াইলের লোকজ ঐতিহ্যের মধ্যে যাত্রাগান, জারিগান, পটগান, নৌকাবাইচ, হাডুডু খেলা, লাঠি খেলা, ষাড়ের লড়াই, বিভিন্ন মেলা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

Communities have been living in Narail from ancient times. It is rich in cultural heritage. There are many swamplands in Narail including Chachuri Bil and Ichamati Bil. The flows of such famous rivers as the Madhumati, the Chitra, and the Nabaganga have given Narail a unique identity. Among other folk heritages of Narail are jatragan, jarigan, pottgan, nouka baich, hadudu, lathi khela, bullfight, different melas etc.

নবান্ন উৎসব
১৪২৪ বঙ্গাব্দ

Harvest Festival
1424 Bengali year

এস.এম. সুলতানের অন্যতম শিল্পকর্মে - গ্রাম বাংলার 'নবান্ন উৎসব'
One of the most celebrated artworks of S. M. Sultan 'Harvest Festival' in the villages in Bengal

নৌকাবাইচ

নড়াইলের চিত্রা, নবগঙ্গা, মধুমতী কাজলা নদীতে বর্ষাকালে নৌকাবাইচ হয়ে থাকে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নৌকাবাইচ হলো এস. এম. সুলতানের জন্মদিন ১০ই আগস্ট উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত নৌকাবাইচ। প্রতিবছর এই বাইচ হয়ে থাকে। পার্শ্ববর্তী গোপালগঞ্জ, মাগুরা, খুলনা জেলা থেকে অনেক নৌকা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বাইচের নৌকাকে স্থানীয় ভাষায় বলে বাছাড়ী নৌকা। দীর্ঘ সরু অপরুপ সাজে সজ্জিত বাইচের নৌকাগুলি দেখতে বড়ই নান্দনিক।

Nouka Baich

Nouka baich is held in Narail in the rainy season on the Chitra, the Nabaganga, and the Kajla rivers. Famous among these boat races are the S. M. Sultan Nouka Baich held on the birthday of the artist. This Nouka Baich is held every year on regular basis. Many boats compete in the race from the neighbouring districts of Gopalganj, Magura, and Khulna. The boats taking part in the competition are locally known as bachari and once equipped with beautiful ornaments, they are very pleasing to the eyes.

যাত্রাগান

আঠারো শতকের শেষাংশ হতে উনিশ শতকের মধ্যসময় পর্যন্ত গীতপ্রধান পদ্যছন্দে ধর্মীয় কিংবা সমাজভিত্তিক কাহিনীগুলিকে রূপকল্পের মাধ্যমে চরিত্রে চিত্রিত করে মঞ্চে কিংবা খোলা আসরে অভিনীত হতো; মূলত তাই যাত্রা গান হিসেবে চলে আসছে। পরে অবশ্য ইংরেজি থিয়েটারের প্রভাবে যাত্রার মূলচেহারা বদলাতে থাকে। সে সময়ে নড়াইলের জমিদার বাড়ি কেন্দ্রিক সংস্কৃতি জাকজমকের সঙ্গে সম্পন্ন হতো এবং এর প্রভাবে উৎসাহিত হয়ে বিভিন্ন এলাকায় যাত্রাসহ সাংস্কৃতিক অন্যান্য বিষয় ও বিখ্যাত গায়ক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সুরশিল্পীসহ যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব নড়াইলে ঘটে।

Jatragan

Jatragan refers to lyrics sung and enacted on the stage in a playground or open field. The lyrics are based on religious or social stories in the eighteenth century. Afterwards the nature of jatragan started changing with the influence of English theatre. There was a vibrant culture in Narail at the time which relied on the support and patronization of the Zamindars and consequently a large number of actors and actresses, singers, composers and other brilliant people emerged in Narail.

জারিগান

নড়াইলের সর্বাধিক জনপ্রিয় লোকসংগীত জারিগান। এদেশে জারিগানের প্রবাদপুরুষ প্রয়াত মোসলেম উদ্দিন জারিগানের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে এক্ষেত্রে আলাদা ঘরানা সৃষ্টি করেছেন। জারিগান একটি দলীয় সংগীত যেখানে একজন মূলবয়াতি এবং ৬-৭ জন যন্ত্রী ও দিশারী থাকেন। জারিগান কমপক্ষে দু'টি জারি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক বিতর্ক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। জারিগানের আসরের প্রথমে একটি দলের মূলবয়াতি শুরুতে সৃষ্টিকর্তার নামে বন্দনাগীতি পরিবেশন করেন। এরপর মূলবয়াতি সুরে সুরে প্রতিপক্ষকে ঐ দিনের জারিপালার প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে আসেন। এরপর প্রতিপক্ষ মঞ্চে গিয়ে একই ধারায় জারি পরিবেশন করেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গানের পালা নির্ধারণ করা হয়। যেমন: নারী-পুরুষ, শরিয়ত-মারেফত, গুরু-শিষ্য ইত্যাদি। গ্রামের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী এখনও এই গানকে তাদের প্রাণের গান হিসেবে পছন্দ করেন। আমাদের ধর্মীয় ও সমাজ জীবনে এই গানের যেমন গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি এই গান এদেশের মাটি ও মানুষের কথা বলে।

Jarigan

The most popular form of folk music in Narail is jarigan. The proverbial man of jarigan in the country Late Muslem Uddin has created a separate space for jarigan by opening up new horizons of the music. Jarigan is sung by a group of singers led by a lead singer and accompanied by 6-7 instrumentalists. Jarigan involves debate competition between at least two different jari teams. A team performs hymns eulogizing God at the beginning of the jari session. Then the lead singer goes on the stage and throws questions of the day in verses to the opposition. The opposition then takes the stage and performs in the same manner. The subjects of the sessions involve man-woman, shariat-marfat, master-disciple and such other issues. A vast majority of village people still consider the music as the music of their soul. The music is greatly important in our social and religious life because it speaks for the people and the land of the country.

পটগান

গ্রামাঞ্চলে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনার সাদামাটা ছন্দবদ্ধ বর্ণনাকে ছবির মাধ্যমে উপস্থাপন করার জন্যে যে গান এবং ছবির সমন্বয় হয় তাকেই পটগান বলে। কালিয়ার জুশালা গ্রামে এই গানের দল আছে। জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পটগানকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে। এ গান পরিবেশনের কৌশল হলো: একটি ক্যানভাসের উপর বিষয়ভিত্তিক ছবি আকা থাকে। ক্যানভাসটিকে মুড়িয়ে রাখার জন্য দু'টি লাঠি ব্যবহৃত হয়। পটটি দেখানোর সময় মোড়ানো অংশটি খুলে দেয়া হয়। ক্যানভাসে আকা ছবি উন্মোচিত হলেই মূল গায়ক বা গায়িকা ছবির বয়ান পেশ করতে থাকেন গানের সুরে সুরে। গায়কের দুই পাশে থাকেন দুই বা তিনজন করে সহশিল্পী। বাদ্যকর হিসেবে থাকেন একজন ঢুলি, একজন খঞ্জনিবাদক ও অন্যান্য বাদক। মূলগায়েন বা বর্ণনাকারী কিংবা দলের সবাই গেরুয়া রঙের পোশাক পরেন।

Pottgan

Pottgan is simple rhymed narration of an event transpiring in villages coupled with images is known as the pot gaan. Integration of images with lyrics can be found in this kind of music. There is a team of pott song at Jushala in Kalia. Pottgan is used as a means to create awareness among the people. A canvas with images drawn on it is displayed. Two sticks are used to keep it folded and during the performance of the music, the canvas is gradually unfolded. The singer starts the lyric after the whole image of the canvas is displayed. Two or three co-singers accompany the lead singer. All the members of the team wear yellow clothes on the stage.

লোকশিল্প

ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পগুলোই বস্তুগত লোকসংস্কৃতি। কৃষিকাজ থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার উপযোগী সামগ্রীর লোকজ উৎপাদনই লোকশিল্প। নড়াইলের লোকশিল্পের মধ্যে মৃৎশিল্প, বাঁশ-বেতশিল্প, পাখাশিল্প, নকশিকাঁথা, পটচিত্র ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

Folk Industries

Historically, folk industries form parts of physical folk culture. Folk industries include all items ranging from those used in agriculture to those used in everyday life. Remarkable folk industries of Narail are ceramic industry, bamboo industry, hand fan industry, artistically designed quilt industry and fabric-drawing industry.

এস.এম. সুলতানের অন্যতম শিল্পকর্ম 'গ্রাম-বাংলার জীবন'-এ লোকশিল্পের দেখা পাওয়া যায়

Folk industries are highlighted in one of the most famous artworks of S. M. Sultan 'Lives in the Villages of Bengal'

Otter fishing

Otter fishing is still practiced in Narail. Here fishing with otters is a traditional practice in families, passed down through the generations by fishermen who breed the otters and train them to chase the fish into their nets. Here in Doyalbari village of Kolora unioin, the otter wore a leather belt on its body to which an iron chain was attached. The other end of the chain was either secured to the fisherman's boat or to a bamboo pole. The otter's role is to search for and disturb fish hiding and force them into the net so that they were trapped. The otter was subsequently rewarded with fish as food in the case of a good catch.

ভোঁদড় দিয়ে মাছ ধরা

নড়াইলে এখনো ভোঁদড় দিয়ে মাছ ধরা দেখা যায়। জেলেরা তাদের পূর্বপুরুষদের এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্ম ভোঁদড় পালন ও তাদের দিয়ে মাছ ধরার কৌশল ব্যবহার করে থাকেন। কলোরা ইউনিয়নের দোয়ালবাড়ি গ্রামে ভোঁদড়কে চামড়ার বেল্ট পড়ানো হয় যার সাথে একটি লোহার শিকল বাধা থাকে। সেই শিকলটির অন্য প্রান্ত জেলেদের নৌকার সাথে অথবা বাঁশের খুটির সাথে বাধা থাকে। ভোঁদড়দের কাজ হচ্ছে লুকিয়ে থাকা মাছ বের করা এবং তাদেরকে তাড়িয়ে জালের দিকে নিয়ে যাওয়া যাতে মাছগুলো জালে আটকা পড়ে। ভালো পরিমাণে মাছ জালে ধরা পড়লে ভোঁদড়দের মাছকে খাবার হিসেবে দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।

চারণকবি বিজয় মেলা ২০১৭

চারণকবি বিজয় সরকারের ৩২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দু'দিনব্যাপী চারণকবি বিজয় মেলা ২০১৭ শুরু হয় ৪ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে। কবির জীবন ও কর্ম নিয়ে সেমিনার, আলোচনাসভা, চিত্র প্রদর্শনী, জারিগান ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হয় এই মেলা। ৫ ডিসেম্বর ২০১৭ সমাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. পবিত্র সরকার। আরও উপস্থিত ছিলেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব এ.ইউ.এস.এম. সাইফুল্লাহ, নড়াইলের জেলা প্রশাসক জনাব মো. এমদাদুল হক চৌধুরী, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মো. সোহরাব হোসেন বিশ্বাস ও পুলিশ সুপার জনাব সরদার রকিবুল ইসলাম (অতিরিক্ত ডিআইজি), অরতীয় ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। কবিয়ালদের মাঝে বিজয় সরকার স্বর্ণপদক ও ক্রেস্ট বিতরণ করা হয়।

Balladist Bijoy Sarkar Fair 2017

Charon Kabi Bijoy Fair 2017, a two day long fair, started on the 4th of December, 2017 on the 32nd death anniversary of balladist Bijoy Sarkar. This fair was observed with an array of programs like a seminar on the life and works of the poet, discussion, display of protographs, jarigan and beautiful cultural events. Former chancellor of the Rabindra Bharati University in India Dr. Pabitra Sarkar was present on the final day of the fair. Also present were additional secretary of the Ministry of Land A. U. S. M. Saifullah, Deputy Commissioner of Narail Md. Emdadul Hoq Chowdhury, the chairman of the Zila Parishad Advocate Md. Sohrab Hossain Biswas, Police Super of Narail Sardar Rakibul Islam (Additional DIG) as well as Indian and local elites. Bijoy Sarkar Gold Medal and crests were awarded among the kobiyals.

সুলতান মেলা ২০১৮

Sultan Fair 2018

সুলতান মেলা

১৯৮০ সাল থেকে সুলতানের জীবদ্দশায় সুলতান মেলা শুরু হয়। তিনি ১৯৭৬ সালে শিশুস্বর্গ স্থাপন করেন। লাল বাউল প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৭৯ সালে। সুলতান প্রেমী মানুষেরা তাঁর জীবদ্দশাতেই সুলতান মেলা শুরু করেন। এরপর থেকে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে সুলতান মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস. এম. সুলতান এর ৯৩তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ২৬ ডিসেম্বর ২০১৭ সুলতান মেলার শুভ উদ্বোধন করা হয়। দশদিনব্যাপী এই মেলা ৪ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে সফলভাবে সমাপ্ত হয়।

Sultan Fair

Sultan Fair started in 1980 when S. M. Sultan was still alive. He set up an arts school named Shishu Sarga in 1976 and another institution named 'Lal Baul' in 1979. The devotees of Sultan started Sultan Fair when he was still alive and it is being held regularly ever since. Sultan Fair was inaugurated on December 26, 2017 on the 93rd birth anniversary of world renowned artist S. M. Sultan. The ten day long fair ended successfully on January 4, 2018.

সলতান মেলার স্টলসমূহ
Stalls at Sultan Fair

উন্নয়ন মেলা ২০১৮

Development Fair 2018

উন্নয়ন মেলা ২০১৮
Development Fair 2018

উন্নয়ন মেলা
২০১৮
জেলা প্রশাসন, নড়াইল

ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১৮

Digital Innovation Fair 2018

ডিজিটাল
উদ্ভাবনী মেলা
১৮-২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
জেলা শিল্পকলা একাডেমি চত্বর, নড়াইল
জেলা প্রশাসন, নড়াইল
আমাদের নড়াইল
আমরাই রাখবো পরিচ্ছন্ন
উদ্বোধন অনুষ্ঠান
উপজেলা প্রশাসন, নড়াইল
সমাপনী

খেলাধুলা
sports

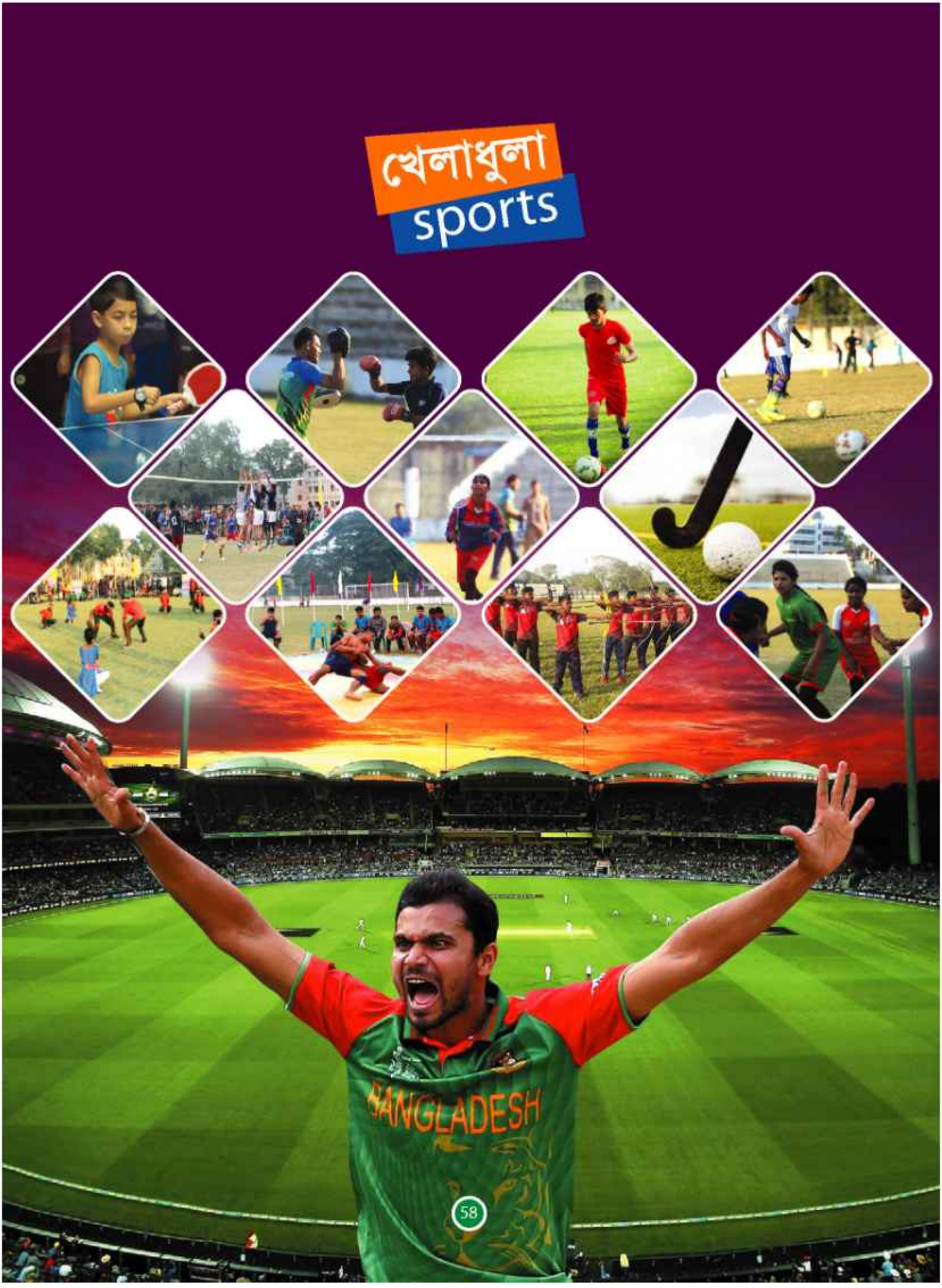

ক্রীড়াক্ষেত্রে নড়াইলের অবদান

ক্রীড়াক্ষেত্রে রয়েছে নড়াইলের ঈর্ষণীয় সাফল্য। জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়াঙ্গনে বিশেষ কৃতিত্ব ও অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতি ২০০৭ সালে নড়াইল জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে সেরা ক্রীড়া সংস্থা পুরস্কারে ভূষিত করে।

Contribution of Narail in Sports

Narail has enviable successes in sports. Narail District Sports Organization was awarded the Best Sports Organization Award in 2007 by Bangladesh Krira Lekhak Samity (BKLS) for its successes and contributions in sports at national level.

ফুটবল
Football

ফুটবল

প্রতিবছর নড়াইলে কিশোর ফুটবল লীগ, ১ম বিভাগ ও ২য় বিভাগ ফুটবল লীগ, আন্তঃ ইউনিয়ন ফুটবল লীগ, জেলা প্রশাসক ফুটবল টুর্নামেন্টসহ জাতীয় পর্যায়ে ফুটবল টুর্নামেন্ট অংশগ্রহণ করে থাকে। জেএফএ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে প্রতিবছর নড়াইল অংশগ্রহণ করে থাকে, ২০১৫-১৬ তে চ্যাম্পিয়নও হয়। শেরেবাংলা কাপ মহিলা ফুটবলেও প্রতিবছর নড়াইল জেলা অংশগ্রহণ করে থাকে।

Football

Youth football league, first and second division football leagues, inter-union football league, Deputy Commissioner Football Tournament and other football competitions are held in Narail every year. Narail also takes part in football competitions held at the national level. Narail participates in JFA Cup Football Tournament every year and has become champion in the competition in 2015-16. Narail also takes part in Shere-Bangla Women Football Cup every year.

ক্রিকেট

বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সফল অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা নড়াইলেরই সৃষ্টি। এছাড়াও জাতীয় দলের খেলোয়াড় ডলার মাহমুদও নড়াইলেরই সন্তান। প্রতিবছর নিয়মিতভাবে ১ম বিভাগ ও ২য় বিভাগ ক্রিকেট লীগ আয়োজন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও বয়সভিত্তিক জাতীয় স্কুল ক্রিকেট ও জাতীয় আন্তঃজেলা ক্রিকেটে জেলা দল অংশগ্রহণ করে থাকে।

Cricket

Successful captain of Bangladesh cricket team Mashrafe Bin Mortaza hails from Narail. Another player of the national team Dollar Mahmud also hails from Narail. First and second division cricket leagues are held every year in Narail. Narail also takes part in school cricket organized for different age groups and inter-district cricket competitions.

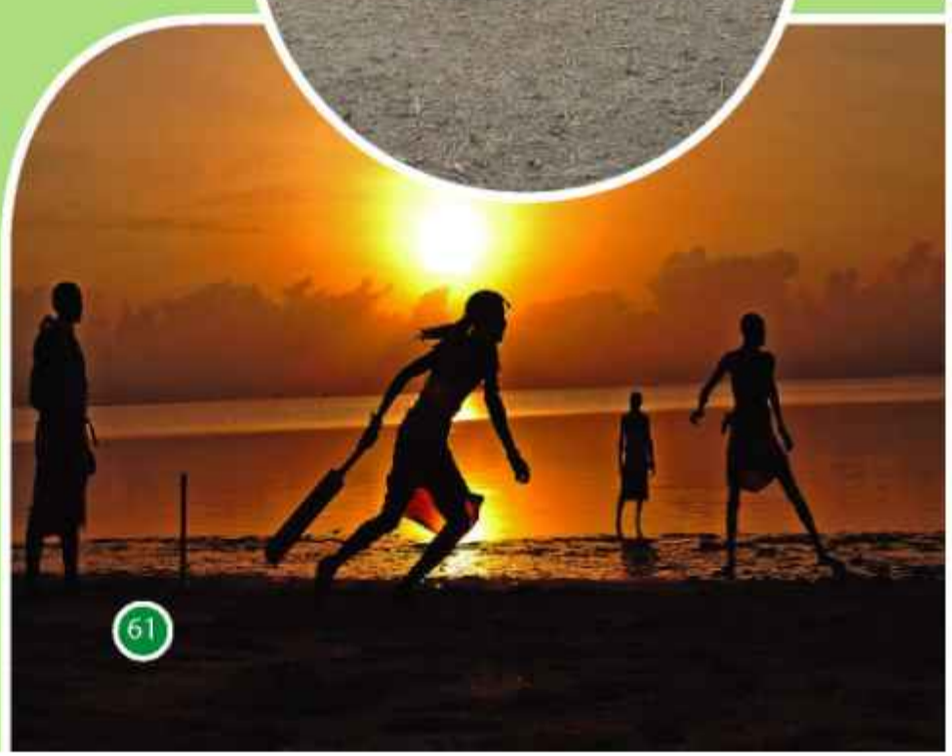

মাশরাফি বিন মুর্তজা

বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা নড়াইলের সন্তান। আমাদের দেশে তিনি নড়াইল এক্সপ্রেস নামে পরিচিত। নড়াইল সদর উপজেলার মাইজপাড়া গ্রামে তার জন্ম। বাংলাদেশে তথা পৃথিবীর সবার কাছে তিনি খুব জনপ্রিয় একজন ক্রিকেট তারকা। নিজের জেলায় ক্রিকেটের উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। তিনি সম্প্রতি নড়াইল জেলার আর্থসামাজিক উন্নয়নে 'নড়াইল এক্সপ্রেস ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেছেন।

Mashrafe Bin Mortaza

The captain of the Bangladesh Cricket Team Mashrafe Bin Mortaza hails from Narail. He is known as the Narail Express in our country. He was born at Maizpara village under Narail Sadar upazila. He is a very popular cricket star in Bangladesh and throughout the world. He has great contribution in the development of cricket in his own district. Recently he has established 'Narail Express Foundation' to improve socio economic condition of the people of Narail.

মহিলা হকি

মহিলা হকি বাংলাদেশে ৩ বার আয়োজিত হয়েছে। প্রথমবার ২০১২-১৩ সালে, দ্বিতীয়বার ২০১৩-১৪ সালে নড়াইল জেলা জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয় এবং ২০১৫-১৬ তে রানার আপ হয়। মহিলা হকি আমাদের দেশে সম্ভাবনাময় খেলা। যুব হকি ও জাতীয় হকি (পুরুষ) প্রতিযোগিতায় নড়াইল জেলা নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকে।

Womens' Hockey

Womens' hockey competitions have been held three times so far in Bangladesh starting in 2012-13. Narail became national champion in the second competition held in 2013-14 and runner-up in 2015-16. Women's hockey has much potential in our country. Narail also takes part in youth hockey and national hockey (men's) competitions regularly.

Archery

Narail has been taking part in national archery competition every year for the last seven years. There are enough facilities for training in this district and around 100 players get training every year. Shyamali Biswas of Narail took part in Olympic Games in 2014.

আরচারি

বিগত ৭ বছর যাবৎ জাতীয় আরচারি প্রতিযোগিতায় নড়াইল জেলা নিয়মিত অংশগ্রহণ করে আসছে। এ জেলাতে ১০০ জন খেলোয়াড় নিয়মিত অনুশীলন করে থাকে এবং অনুশীলনের উপকরণও এই জেলায় রয়েছে। জাতীয় দলে এই জেলার শ্যামলী বিশ্বাস গত বিশ্ব অলিম্পিকে ২০১৪ সালে জাতীয় দলের হয়ে অংশগ্রহণ করেন।

আরচারি
Archery

টেবিল টেনিস

টেবিল টেনিসের সূতিকাগার বলে খ্যাত নড়াইলের টেবিল টেনিস খেলোয়াড়রা সারাদেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। জাতীয় দলের ৮০% খেলোয়াড় নড়াইল জেলার, এছাড়াও বিভিন্ন বাহিনীর সার্ভিস টিমেও নড়াইল জেলার টেবিল টেনিস খেলোয়াড় রয়েছে। নড়াইল জেলাতে রয়েছে খেলোয়াড়দের জন্য নিজস্ব একাডেমিক ভবন।

Table Tennis

Narail is very well-known for its successes in table tennis and currently leading the country in the game. Almost 80 percent players of the national team are from Narail and a significant number of players in the teams of different forces hail from Narail. There is an academic building for table tennis players in Narail.

হাডুডু খেলা

হাডুডু খেলা নড়াইল জেলার একটি প্রাচীনতম খেলা, হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শুধু পুরুষরাই এই খেলা অনুশীলন করে। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান বা পার্বণ উপলক্ষ্যে সাধারণত এই খেলার প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে।

Hadudu

Hadudu is a very old sport in Narail in which only men from the Hindu and Muslim communities take part. It is held on the occasion of different annual programs.

কাবাডি (মহিলা) **Women's Kabadi**

লাঠি খেলা
Lathi Sports

ভলিবল
Volleyball

কুস্তি
Wrestling

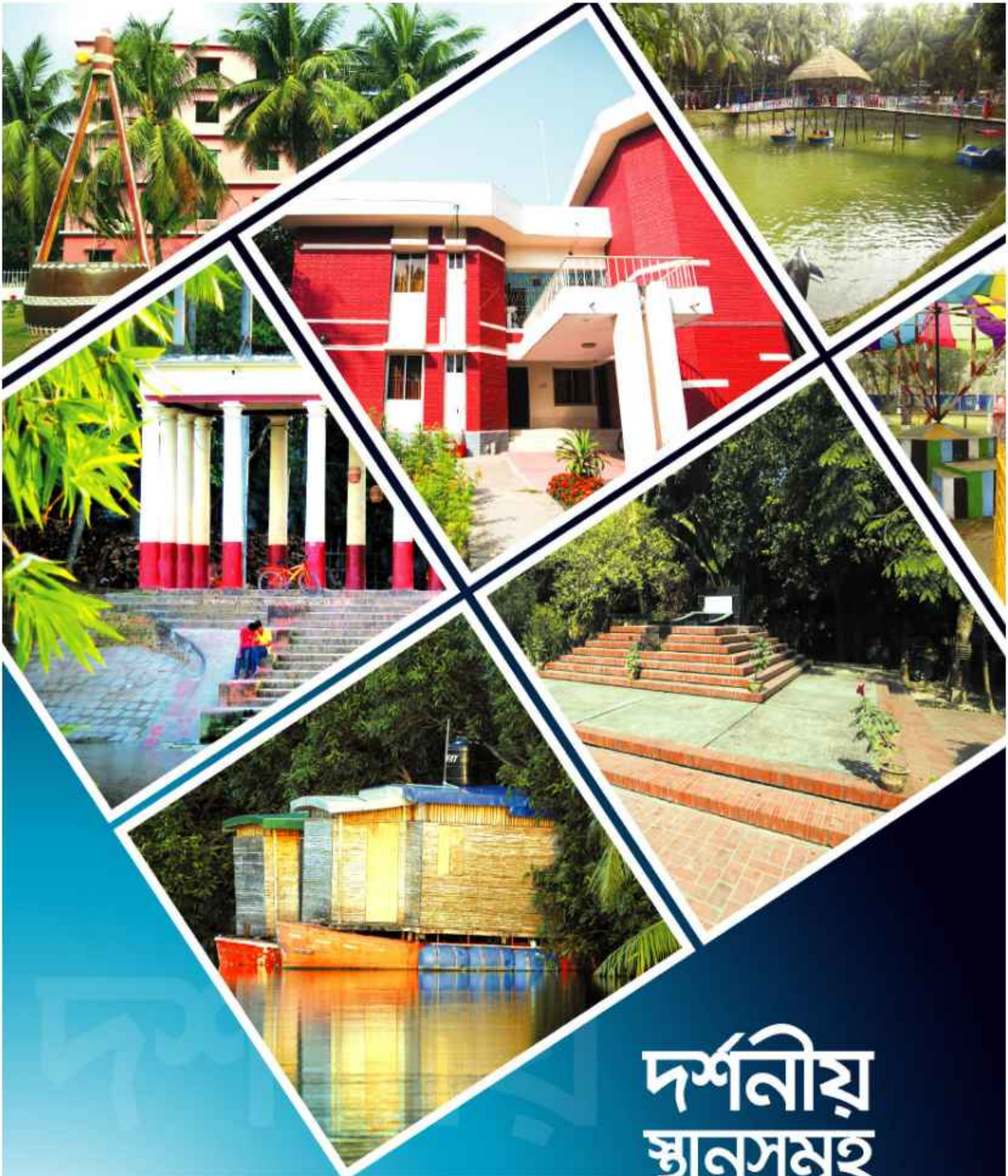

দর্শনীয় স্থানসমূহ

Tourist Attrictions

জমিদারবাড়ির বাধাঘাট

নড়াইল জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা কালিশংকর রায় ১৮৩৪ সালে মৃত্যুবরণ করার পর জমিদারির দায়িত্ব নেন রাম রতন রায় এবং জনকল্যাণকর সব প্রতিষ্ঠানসমূহ তাঁর ইচ্ছা ও আনুকূল্যে তৈরি হয়। চিত্রার পাড় ঘেষে বাধাঘাট তাঁর অবদান। শহরের এক প্রান্তে চিত্রা নদীর তীরে রূপগঞ্জ বাজারের অদূরে তৈরি বাধাঘাট। প্রাচীন নির্মাণ শিল্পকর্মের নিদর্শন যা সার্বক্ষণিক পথচারীদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। জনশ্রুতি আছে জমিদার বাড়ির রমনীগণ জলকেলী করতে চিত্রার স্বচ্ছ জলে অবগাহন করতেন এবং অবসরে নদীর তীরে এই বাধাঘাটে বসে আড্ডায় মশগুল হতেন। বিশিষ্ট উপন্যাসিক বেদুইন সামাদ চাকরির সুবাদে নড়াইল আসেন এবং এই বাধাঘাটে বসে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'বেলা শেষের গান' রচনা করেন।

Badhaghat of ZamindarBari

Kalishankar Roy was the founder of Zamindari in Narail. After his death in 1834, Ram Ratan Roy became his successor and established many public-oriented institutions. Badha Ghat on the banks of the Chitra was built by him. Badha Ghat lies on the outskirts of the town not far from the Rupganj Bazar. It bears old architectural and stylistic features which catches the attention of every visitor. Rumors have it that the ladies of the Zamindar Bari used to bathe in the clean water of the Chitra on this ghat (Landing place in a river) and spend their leisure hours in light conversations. Famous novelist Beduin Samad came to Narail after he had got a posting here and composed his famous novel 'Bela Shesher Gan' sitting on the steps of the ghat.

সুলতান কমপ্লেক্স

সুলতান কমপ্লেক্সে বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস. এম. সুলতানের স্মৃতি বিজড়িত সংগ্রহশালা নতুন করে গড়ে উঠেছে। চিত্রা নদীর পাড়ে নড়াইল শহরের মাছিমদিয়া এলাকায় মনোরম পরিবেশে এ কমপ্লেক্সের অবস্থান। পাখিডাকা নদী আর সবুজের মাঝে চিত্রশিল্পী এস. এম. সুলতানকে সমাহিত করা হয়েছে। সমাধিসৌধের সামনেই রয়েছে সুলতানের আদি বাসস্থানের খানিক অংশ। এর পিছনে দ্বিতল আধুনিক ফটোগ্যালারিতে এস. এম. সুলতানের চিত্রকর্ম ও ব্যবহার্য জিনিসপত্রগুলি সংরক্ষণ করে রাখা আছে। সুলতানের দুর্লভ সব চিত্রকর্মগুলি দেখার জন্য প্রতিদিনই গ্যালারি খোলা থাকে।

Sultan Complex

Sultan Complex has been rebuilt with a new structure and it serves as the depository of memorabilia of world-renowned artist S. M. Sultan. This complex is situated on the bank of the Chitra near Machimdia in Narail town. S. M. Sultan is laid to rest between the green patches and a river vibrant with the chattering of birds. Part of Sultan's original house lies just in front his tomb and behind the house is the two-storied depository which contains rare artworks of Sultan and everyday items used by the artist. The gallery is open round the year for visitors who throng to see the rare artworks of S. M. Sultan.

বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের সমাধি
Tomb of world-renowned artist S. M. Sultan

লাল সিরামিকে মোড়া এ কমপ্লেক্স শান্ত, নিরিবিলি পরিবেশ আর অপূর্ব সব চিত্রকর্ম সুলতান কমপ্লেক্সের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। সুলতান শিশুদের ছবি আঁকানো শিখানোর জন্য নদীতে তৈরি করেছিলেন 'শিশুস্বর্গ'। শিল্পীর তৈরি করা সেই শিশুস্বর্গটি কমপ্লেক্সের পাশেই চিত্রানদীর ধারে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই কমপ্লেক্সটির সংলগ্ন এলাকাতে শিল্পীর দেয়া নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে শিশুস্বর্গ যেখানে ছোট ছোট বাচ্চাদের ছবি আঁকা শেখানো হয়। নড়াইলের গৌরব বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস. এম. সুলতানের স্মৃতি গণমানুষের কাছে চিরভাস্বর এবং আগামী প্রজন্মকে উজ্জীবিত করার মানসে সুলতান কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে।

The grandeur of the complex, carpeted with red ceramic tiles, is heightened manifold by the calm and peaceful environment and rare artworks of S. M. Sultan. Sultan built a houseboat on the river named 'Shisu Sarga' in order to teach children lessons on drawing and painting and it is placed beside the complex on the bank of the Chitra. An art institution named 'Shisu Sarga', a name given by the artist himself, is established adjacent to the complex where children are taught lessons on drawing and painting. S. M. Sultan Complex was built with the express purpose of preserving the memory of world-renowned artist S. M. Sultan and familiarizing the future generations with the spirit of the artist.

বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ নূর মোহাম্মদ শেখ কমপ্লেক্স

জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ ল্যান্সনায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ এর স্মৃতি গণমানুষের কাছে চিরভাস্বর করে রাখার মানসে এবং মহান এই বীরসৈনিকের দেশপ্রেম, বীরত্বগাথা, অজানা কাহিনী গবেষণার মাধ্যমে জানা ও পরবর্তী প্রজন্মকে উজ্জীবিত করার প্রয়াসে বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ নূর মোহাম্মদ শেখ কমপ্লেক্স করা হয়েছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধে অপরিসীম বীরত্ব, সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের জন্য বাংলাদেশ সরকার শহিদ নূর মোহাম্মদ শেখকে রাষ্ট্রীয়ভাবে 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাবে ভূষিত করে। এখানে তাঁর সুমহান স্মৃতি রক্ষায় বাংলাদেশ সরকার একটি ট্রাস্ট, গ্রন্থাগার ও স্মৃতি যাদুঘর করেছে। এছাড়াও তাঁর নামে এখানে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একটি মহাবিদ্যালয় রয়েছে। সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী বীরশ্রেষ্ঠের নামে তাঁর গ্রামটি নূর মোহাম্মদনগর নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ স্টেডিয়ামটি নড়াইল জেলার সর্ববৃহৎ স্টেডিয়াম।

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
Birsheshthra Nur Muhammad High School

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ স্টেডিয়াম
Birsheshthra Nur Muhammad Sheikh Stadium

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
Birsheshthra Nur Muhammad High School

Birsheshthra Nur Muhammad Sheikh Complex

Bir Sreshtho Nur Mohammad Sheikh Complex was built in order to present the memory of the valiant son of the nation Bir Sreshtho Lance Nayek Nur Mohammad Sheikh to the mass people and to energize the future generations with the valor and patriotism of the hero.

The Government of Bangladesh has awarded Bir Sreshtho Lance Nayek Nur Mohammad Sheikh with the highest gallantry award 'Bir Sreshtho' for his immense sacrifice, valor and patriotism in the War of Liberation. The Government of Bangladesh has built a library and a museum in the complex and formed a trust. In addition, there is a secondary and a higher secondary school after his name in the area. Following the government instructions, the name of his village was rechristened 'Muhammad Nagar' after his name. Birsahrestho Nur Mohammad Sheikh Stadium is the largest stadium of Narail District.

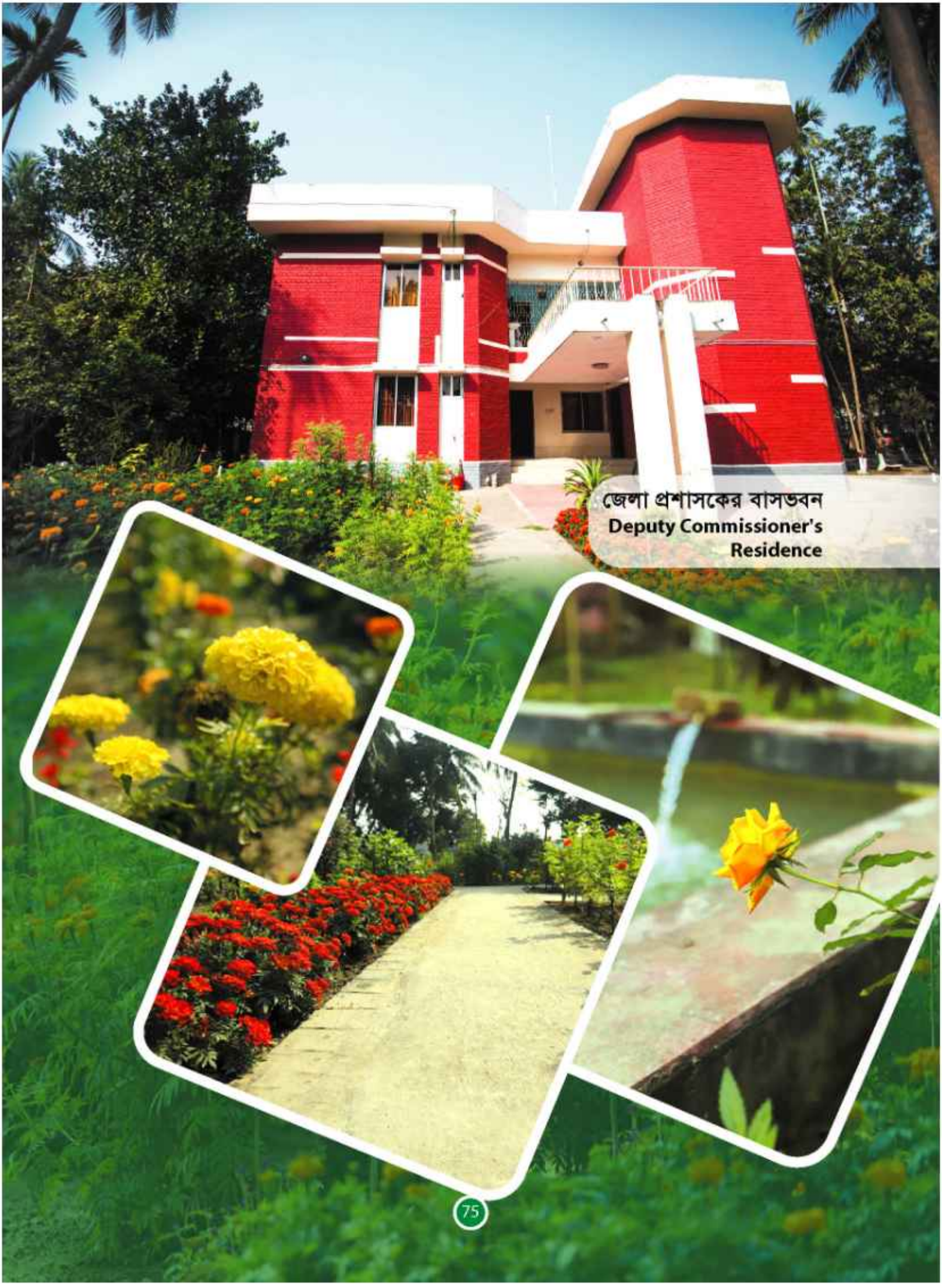

জেলা প্রশাসকের বাসভবন
Deputy Commissioner's Residence

অপরূপা চিত্রা নদী

চিত্রা মাথাভাঙ্গা নদীর একটি শাখা। নড়াইল শহর চিত্রা নদীর পাশে অবস্থিত। বাংলাদেশে সামগ্রিক বিবেচনায় ছোট বড় যতগুলি নদী আছে এগুলির মাঝে চিত্রা নদীর মতো সৌন্দর্যমন্ডিত নদী দ্বিতীয়টি নেই। প্রগাঢ় সবুজের আল্পনায় শ্যামল বেষ্টনীতে ঘেরা কুঞ্জনমুখর ছায়াঘেরা আঁকাবাঁকা বয়ে চলা শান্ত নদী চিত্রা। নদীর পাশে সাজানো গোছানো বৃক্ষরাজি নয়নাভিরাম; তাকালেই চোখ জুড়িয়ে যায়। ছবির মতো দেখতে যেন পটে আঁকা চিত্রকরের কালজয়ী চিত্র। শান্ত স্বভাবের কাকচক্ষু স্বচ্ছ জলরাশিতে ভাঙ্গাগড়া নেই বললেই চলে। চিত্রার অসামান্য আকর্ষণেই মূলত চিত্রা নদীর তীরঘেষে নড়াইল শহর গড়ে উঠেছে। নড়াইলের সমাজ গঠনে, জীবন-জীবিকার উন্নয়নে সংস্কৃতি বিনির্মাণে চিত্রানদীর অবদান অনস্বীকার্য। প্রখ্যাত সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তর' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' গ্রন্থ চিত্রার তীরে বসে রচনা করতে গিয়ে চিত্রার আকর্ষণে চিত্রা নদীর নাম উল্লেখ করেছেন। চিত্রা নদীকে ঘিরে নড়াইলের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য আবর্তিত। শ্যামল স্বচ্ছছায়ায় ঘেরা চিত্রানদীর পলল ভূমিতে বেড়ে উঠেছেন বিশ্ব নন্দিত চিত্রশিল্পী এস. এম. সুলতান, ভাটিয়ালীর সুরস্রষ্টা চারণ কবি বিজয় সরকার, জারিসম্রাট চারণকবি মোসলেম উদ্দীন, উপমহাদেশের গৌরবান্বিত চিত্রনায়িকা সন্ধ্যা রায়, সমাজসেবক ফাজেল মোল্লা, অবিভক্ত বাংলার স্পিকার সৈয়দ নওশের আলীসহ অসংখ্য গুণী সন্তান।

Beautiful Chitra

The Chitra is a branch of the Mathabhanga. Narail is situated on the banks of the Chitra. Among the small rivers of Bangladesh, the Chitra stands unequalled and unparalleled in its beauty and majesty. There are hundreds of bends with green trees lining up densely on both sides of the river and tides and ebbs occurring regularly in the river. The trees on both sides make a very pleasant sight to the eyes. It is a picturesque river with a very peaceful nature causing little or no erosion throughout its course.

Narail town developed on the banks of the Chitra mainly by the irresistible attraction of the river. The role of the Chitra is undeniable in the creation of the building blocks of life, livelihood and culture of Narail. Famous novelist Bankim Chandra was amazed with the beauty of the Chitra while writing his novels 'Kamalakanter Daptar' and 'Krishna Kanter Will' sitting on the bank of the river and pointed to the river by name in these books. The social, political, cultural and natural heritage of Narail revolves round the Chitra. Many famous people including world renowned artist S. M. Sultan, composer of Bhatiali songs Balladist Bijoy Sarkar, Jari Samrat Balladist Muslem Uddin, Famous actress of the Sub-continent Sandha Roy, Philanthropist Fazle Mullah, Speaker of the unified Bengal Legislative Assembly Said Nawsher Ali was born and raised in the fecund land washed by the Chitra with deep shadows of trees stretching along its banks.

বিল ইছামতি
Beel Ichamati

চিত্রা রিসোর্ট, নড়াইল
Chitra Resort, Narail

শহরের কোলাহল ছেড়ে নদীর তীরে বসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের জন্য প্রতিদিনই শত শত লোকের সমাগম ঘটে এখানে। বনভোজন, অবকাশযাপন কিংবা পারিবারিক ভ্রমণের জন্য চিত্রা রিসোর্ট একটি উপযুক্ত জায়গা। প্রায় সাত বিঘা জায়গাজুড়ে এ রিসোর্টে রয়েছে কটেজ, শিশুপার্ক এবং চিত্রা নদীতে নৌ-ভ্রমণের ব্যবস্থা। পৃথিবীর বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবি নিয়ে গঠিত একটি আর্ট গ্যালারি। নদীর তীরে বসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ, বাচ্চাদের খেলার জন্য শিশুপার্ক ও চিত্রা নদীতে ভ্রমণের জন্য এমন আদর্শ স্থান খুব কমই আছে।

Hundreds of people assemble here every day to enjoy the natural beauty on the banks of the Chitra, away from the bustling city life. This resort is an ideal place for picnic, vacation and family tour. Inside the 7 bigha land are cottages, children's park and facilities for river cruise on the Chitra. There is an art gallery with the artworks of famous artists of the world. Visitors can enjoy the scenic beauty of the Chitra sitting on the bank of the river and children can play in the park.

Chitra Resort

Hotline : **01973063610**
chitraresort@gmail.com

Niribili Picnic Spot

Hotline : **01711074085**
Lohagara, Narail

নিরিবিলি পিকনিক স্পট, নড়াইল
Niribili Picnic Spot, Narail

Niribili Picnic Spot brings back the near-extinct folk heritage of Bangladesh in an area surrounded by numerous trees, a colorful fountain, ponds, and flower gardens resonated by the chattering of thousands of birds. There are such diverse species of trees like mango, coconut, citrus, meheguni, rubber, christmas etc. and flowers like lily, sunflower, dalia, chandramallika etc.

There are facilities for entertainment in addition to picnic and parking in Niribili. It is established on an area of 14 acres of land and has a mini zoo, a mini museum, a rest house, S. M. Sultan Art Gallery and stalls of cottage industries.

সবুজ গাছপালায় ঘেরা হাজারো পাখির কলকাকলি, আকর্ষণীয় ফুলের বাগান, দৃষ্টিনন্দন পুকুর, বাহারি ফোয়ারা, আর গ্রাম-বাংলার বিলুপ্ত প্রায় লোকজ ঐতিহ্যের সমারোহে গড়ে উঠা নড়াইলের নিরিবিলি পিকনিক স্পট। আম, কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারী, লেবু, মেহগনি, রাবার, পান্থমাধব, ক্রিসমাস ট্রি আর ঝাউ গাছে সমৃদ্ধ। উইপেন গাছের বেড়ায় ঘেরা ফুলের বাগানগুলোতে গোলাপ ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, কসমস, লিলি, গ্লোবল, রজনীগন্ধা, সূর্যমুখি ফুলের সমারোহে মনোরম এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

প্রায় ১৪ একর জমির উপর অবস্থিত নিরিবিলি পিকনিক স্পটটিতে পিকনিক আর পার্কিং এর ব্যবস্থা ছাড়াও বিনোদনের জন্য রয়েছে অনেকগুলো দৃষ্টিনন্দন বাড়তি আয়োজন। এগুলোর মধ্যে মিনি চিড়িয়াখানা, মিনি মিউজিয়াম, রেস্টহাউজ, এস. এম. সুলতান আর্ট গ্যালারি, কুটিরশিল্প সামগ্রীর স্টলসহ নানা ধরনের আয়োজন বিদ্যমান।

অরুণিমা রিসোর্ট গলফ ক্লাব, নড়াইল
Arunima Resort Golf Club, Narail

বোট হাউজ
Boat House

নড়াইলের কালিয়া উপজেলার পানিপাড়া গ্রামে গড়ে উঠেছে অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় একটি ইকোপার্ক। অরুণিমা রিসোর্ট গলফ ক্লাব তার নাম। এখানে গাছের ছায়ায়, পাখির গান শুনতে শুনতে, জলের ধারে অনায়াসে কাটিয়ে দেয়া যায় অনেকটা সময়। আবহমান গ্রামবাংলার চিরচেনা রূপ আর আধুনিকতার সুপরিকল্পিত সমন্বয় ঘটানো হয়েছে এখানে। ব্যস্ত শহুরে জীবনের বাইরে এসে বুক ভরে একটু নিঃশ্বাস নেয়ার এমন সুযোগ এদেশে খুব বেশি নেই। ইচ্ছা থাকলে এদেশের অবহেলিত পাড়া-গাঁয়েও সৃষ্টি করা যায় মনের মাধুরী মেশানো কোনো স্বপ্নপুরী।

উত্তরা কুটির
Uttara Cottage

Arunima Resort Golf Club

This immensely beautiful eco-park was established at Panipara village of Kalia upazila in Narail. It is an ideal place for spending some time under the shadows of trees beside lake water while listening to the songs of birds. There is a well-planned integration of modernism and features of traditional Bengali life. Few places offer a better opportunity for one to take a fresher breath outside the busy schedules of city life. Arunima proves that paradises can be built even at neglected villages in the remotest corners of the country if one has the determination.

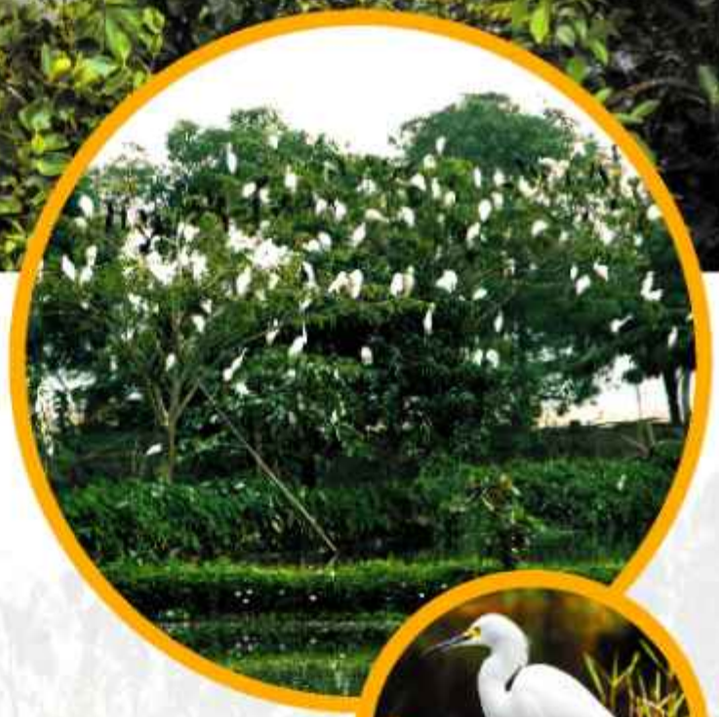

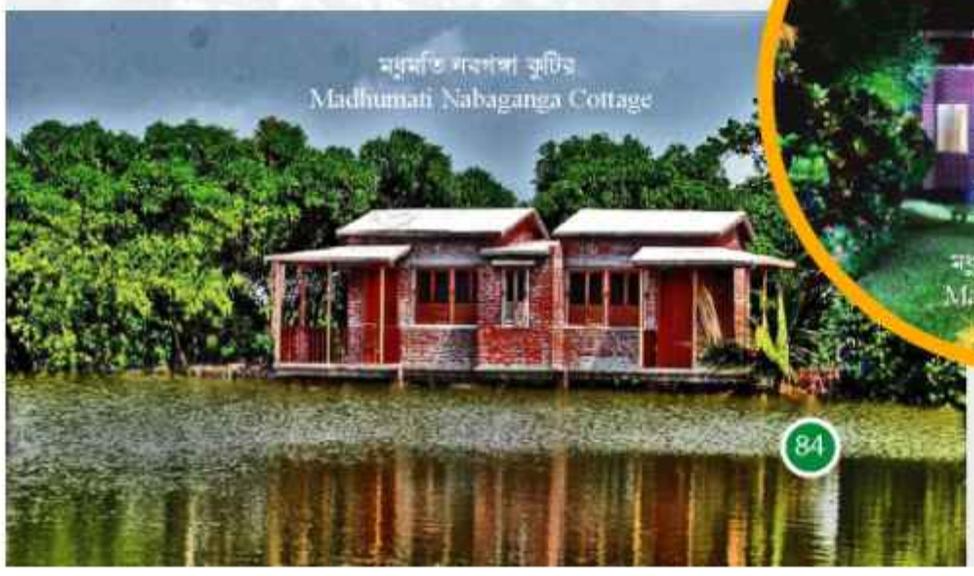

Visit ARUNIMA RESORT GOLF CLUB

Relax & Reboot

Spa Center
Bird Sanctuary
Golf
Sight Seeing
Fishing

Our Service

Delicious Breakfast
24 Hour Parking
Bar
Room Service
Day Tours

With Only

US $32/ BDT 2500

per day trip

You Can Have

the Boathouse

Enjoy

Modhukobi Suite

starting from
US $70/ BDT 6000
Per day

Enjoy

Modhumoti & Noboganga

starting from
US $32/ BDT 2800
Per day

Book Now

+88 01711422203

www.arunimaresort.com

Resort Address: Panipara, Naragati, Narail, Bangladesh
Dhaka Office: Bashati Rainbow, House # 53 (flat: D1), Road: 01, Block: I, Banani, Dhaka-1213
Email: arunimaresortgolfclub@gmail.com

জেলার ঐতিহাসিক স্থাপনাসমূহ
Historical Sites

নড়াইল জমিদারবাড়ি, এর সামনে শিশুদের সাথে বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস.এম. সুলতান
Narail ZaminderBari, World famous artist S.M. Sultan with children before it

নড়াইল জমিদারবাড়ি
Narail ZaminderBari

ভিক্টোরিয়া কলেজ

নড়াইল সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ ১৮৫৬ সালে ভিক্টোরিয়া কলেজিয়েট স্কুল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তারপর ১৮৮৬ সালে তা পৃথকভাবে কলেজে রূপান্তরিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটির পুরো কাঠামোটিই জমিদারদের সম্পত্তি এবং জমিদার রূপ রাম দত্ত সর্বপ্রথম এটি প্রতিষ্ঠা করেন।

Victoria College

Narail Government Victoria College started its journey as Victoria Collegiate School in 1856 and was subsequently transformed into a college in 1886. All the structures of the institution were the properties of the Zamindars and Zamindar Rup Ram Datta established it.

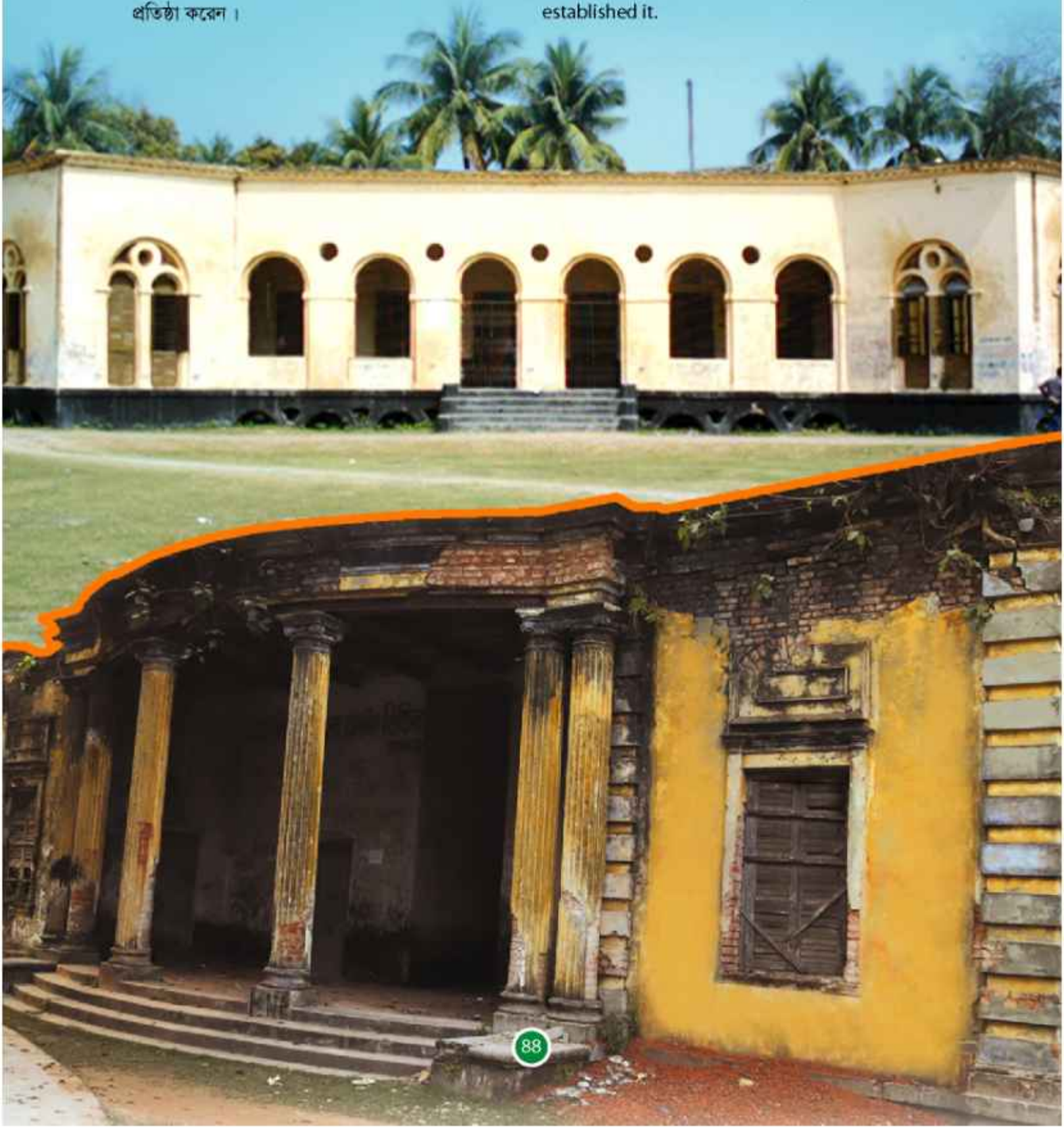

হাটবাড়িয়া জমিদারবাড়ি ইকো পার্ক

১৮৩৪ সালের পর জমিদার রাম রতন একান্তভাবে সময় পার করা এবং বিনোদন ও নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগের জন্য পৌরসভার হাটবাড়িয়ায় প্রায় ২৭ একর জমির উপর বাগান বাড়িটি তৈরি করেন। অতঃপর এখানে একটি সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের দাবি ওঠে এবং অবশেষে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের শেষপ্রান্তে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং স্থানীয় জনতার সহযোগিতায় জমিদারবাড়িতে নির্মাণ শুরু হয় ইকোপার্ক, যার উদ্বোধন করেন গত ৪ মার্চ, ২০১৭ তারিখে জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ হেলাল মাহমুদ শরিফ। নড়াইল জেলায় পর্যটন শিল্প উন্নয়নে বর্তমান জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরী স্থপতি দ্বারা মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করান এবং ৫ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে মাস্টারপ্লান লেআউট এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন, এমপি।

Hatbaria Zamindar Bari Ecopark

Zamindar Ram Ratan built the garden house in 1834 on 27 acres of land at Hatbaria within the municipal area in order to spend leisure time and enjoy the beautiful scenes of the Chitra. Demands were raised to establish a cultural university in this spot and subsequently construction of an eco-park began at the end of 2016 on the initiative of the local administration with the help of local people. It was inaugurated by the then Deputy Commissioner Helal Mahmud Sharif on March 4, 2017. The current Deputy Commissioner of Narail Md. Emdadul Hoq Chowdhury has drawn up a master plan with an architect and honorable minister of the Ministry of Civil Aviation and Tourism Rashed Khan Menon, MP has inaugurated layout of the master plan on November 05, 2017.

হাটবাড়িয়া জমিদারবাড়ির অভ্যন্তরে এ মন্দিরটি অবস্থিত। এখানে নিয়মিত পূজা অর্চনা হয়ে থাকে।
The temple is situated inside the Hatbaria ZamindarBari and regular offerings take place in the temple.

চিত্রা নদী হতে হাটবাড়িয়া জমিদারবাড়ি ইকোপার্কের মনোরম দৃশ্য
Beautiful scenario of the Hatbaria ZamindarBari Ecopark as seen from the Chitra

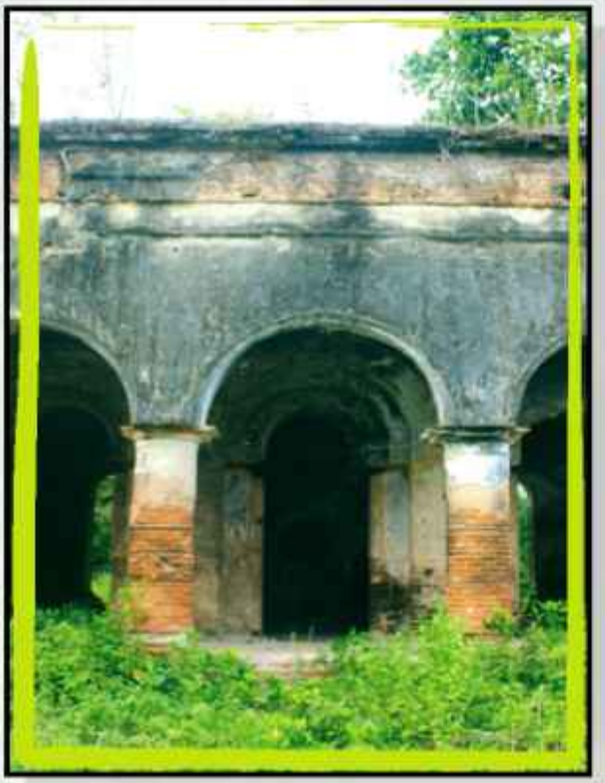

হাটবাড়িয়া জমিদারবাড়ির রাধাগোবিন্দ মন্দির
Radhagovinda Temple of Hatbaria ZamindarBari

জমিদারবাড়ির পুকুরঘাটের মনোরম দৃশ্য
A beautiful scene of the ZamindarBari pukurghat

রূপগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন

রামকৃষ্ণ পরমাহংস দেবের এদেশীয় ভক্তদের সহযোগিতায় নড়াইল জমিদারদের আনুকুল্যে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

Rupganj Ramkrishna Mission

Ramkrishna Mission was established by the Zamindars with the help of local devotees of Ramakrishna Paramhansa Dev.

সর্বমঙ্গলা কালীবাড়ি মন্দির

নড়াইল সদর মৌজার জমিদারবাড়ির সম্মুখে সর্বমঙ্গলা কালীবাড়ির এই মন্দিরটি অবস্থিত। এখানে নিয়মিত পূজা অর্চনা হয়ে থাকে।

Sarbamongola Kalibari Temple

This Kalibari temple is situated in front of Zamindarbari in Narail Sadar. Regular offerings take place here.

ঐতিহাসিক গোয়াল বাথান মসজিদ

নড়াইল সদর উপজেলার চন্ডিবরপুর ইউনিয়নের গোয়ালবাথান গ্রামে এ মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদটি জেলার সর্বপ্রাচীন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। গোয়াল বাথান মসজিদটি ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত হয় বলে ধারণা করা হয়। মুন্সী হযরাতুল্লাহ নামক এক ব্যক্তি এই মসজিদটি নির্মাণ করেন।

Historical Gual Bathan Mosque

This mosque is situated at Gual Bathan village of Chandibarpur Union in Narail Sadar. This is the oldest religious institution of the district. It is thought to be built in the sixteenth century. A person named Munsi Hazratullah built the mosque.

শিল্পকলা একাডেমি

জনৈক দানবীর ও শিক্ষানুরাগী ফাজেল আহমেদ মোল্লা মুসলিম ছাত্রদের আবাসিক হোস্টেল হিসেবে ব্যবহারের জন্য জমিদান করেছিলেন। এটি প্রাথমিক অবস্থায় মুসলিম হোস্টেল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে সরকার আত্তীকরণ করে জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত করে।

Silpakola Academy

A donor named Fazel Molla established this institution. Initially it was used as the Muslim Hostel and subsequently the government took possession of it and set up the Zila Shilpakala Academy.

রতনগঞ্জ পোস্ট অফিস

তৎকালিন নড়াইল এর জমিদার কর্তৃক দানকৃত জমির উপর ১৮৫৮ সালে রতনগঞ্জ সাবপোস্ট অফিসটি স্থাপিত হয়। ঐ সময়কার জমিদার বাবু রতন কুমার রায় এর নামানুসারে পোস্ট অফিস এর নাম রতনগঞ্জ সাবপোস্ট অফিস করা হয়।

Ratanganj Post Office

Ratanganj Sub-post Office was set up in 1858 on the land donated by the then Zamindars of Narail. It was named after the then Zamindar Babu Ratan Kumar Roy.

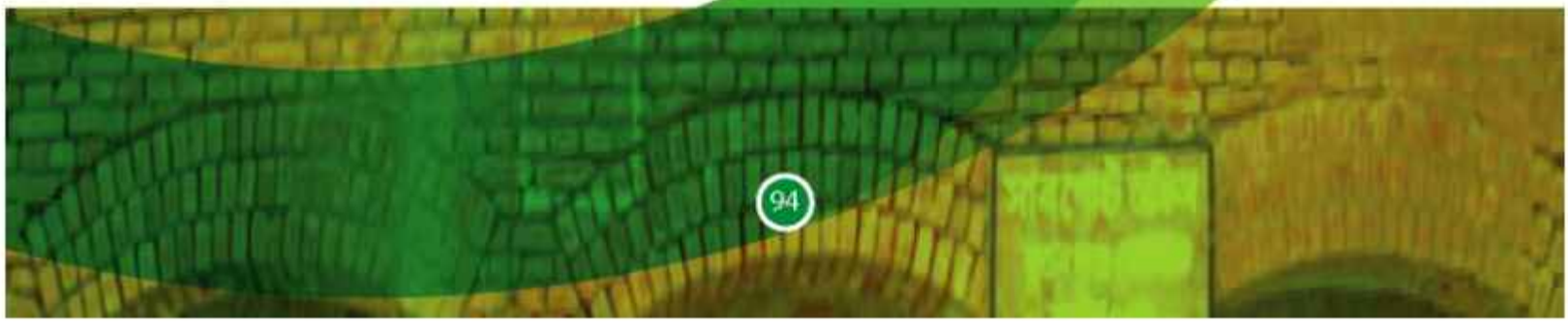

ডা: নিহার রঞ্জন গুপ্তের পৈত্রিক নিবাস

এটি ইতনার বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক ডা: নিহার রঞ্জন গুপ্তের পৈত্রিক নিবাস, এখানে আছে তাঁর গড়া বাসভবন এবং ব্যবহারের বিভিন্ন জিনিসপত্র। তাছাড়া তাঁর উদ্বোধনকৃত বিভিন্ন ফলক। বাড়িটি পরিত্যাক্ত অবস্থায় রয়েছে। এর দুই দিক দিয়ে দু'টি গেট রয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে এটি একটি দেখার মত জায়গা।

অবস্থান: নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার ইতনা ইউনিয়নের ইতনা গ্রামে অবস্থিত।

Ancestral house of famous novelist Dr. Nihar Ranjan Gupta

It is the ancestral house of the celebrated novelist Dr. Nihar Ranjan Gupta. The items used by him and different plaques inaugurated by him are preserved in the house. There are two gates on two sides and the house remains unoccupied. It is an attractive place for tourists.

Location: It is situated at the village of Itna under Itna union in Lohagara upazila.

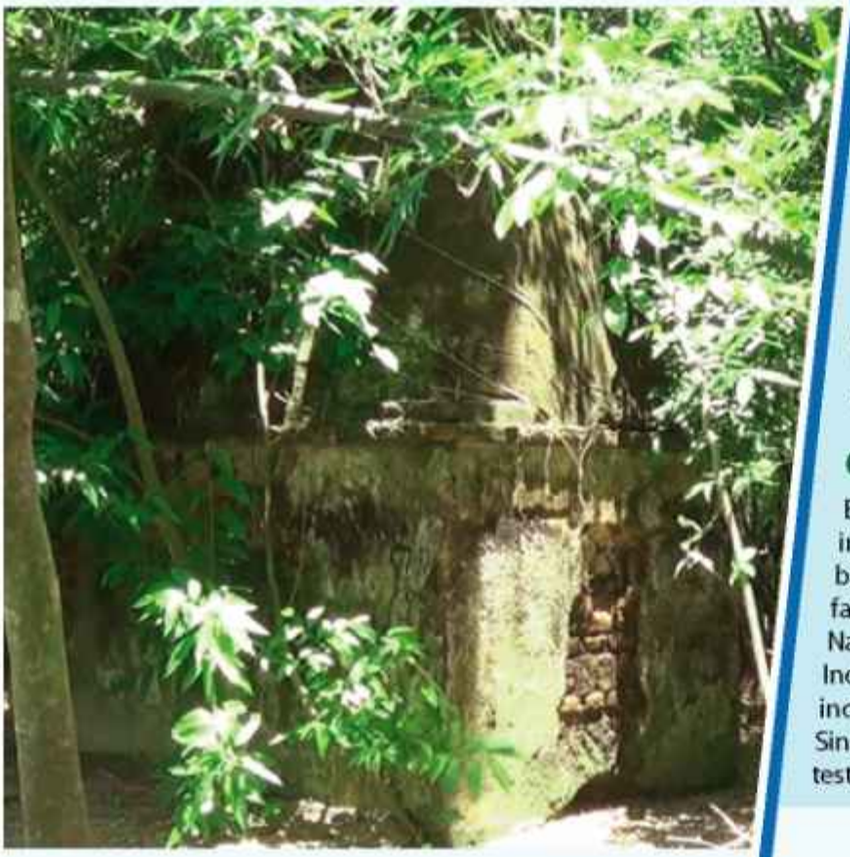

নীলকরদের কবর

ভারত উপমহাদেশের মাটি নীলচাষের বিশেষ উপযোগী হওয়ায় ব্রিটিশ নীলকরেরা ব্যাপক বিনিয়োগ করে। নড়াইলেও নীলকরদের বসবাস ছিল, নীলচাষ ছিল। পরবর্তীতে নীলকর বিদ্রোহ হয়েছিল। নড়াইল সদর উপজেলার সিঙ্গাশোলপুর ইউনিয়নের বড়গাতি গ্রামে অবস্থিত নীলকরদের সমাধিস্থলই কালের স্বাক্ষী হয়ে দাড়িয়ে আছে।

Graves of indigo farmers

British indigo farmers came in huge numbers to invest on indigo farming in the Sub-continent because the soil here is very suitable for the farming of indigo. Indigo farmers also came to Narail to farm extensively and Narail witnessed the Indigo Revolt in subsequent years. The grave of an indigo farmer situated at Baragati village of Singasholpur union under Narail Sadar upazila are a testimony to the events of the time.

নীলকরদের উপসনালয়

নড়াইল সদর উপজেলার সিঙ্গাশোলপুর ইউনিয়নের বড়গাতি গ্রামে নীলকর সাহেবগণ তাদের উপাসনার জন্যে এ উপসনালয়টি ব্যবহার করতেন।

Church of Indigo Farmers

Indio farmers built the church at Baragati village of Shingasholpur union under Narail Sadar upazila.

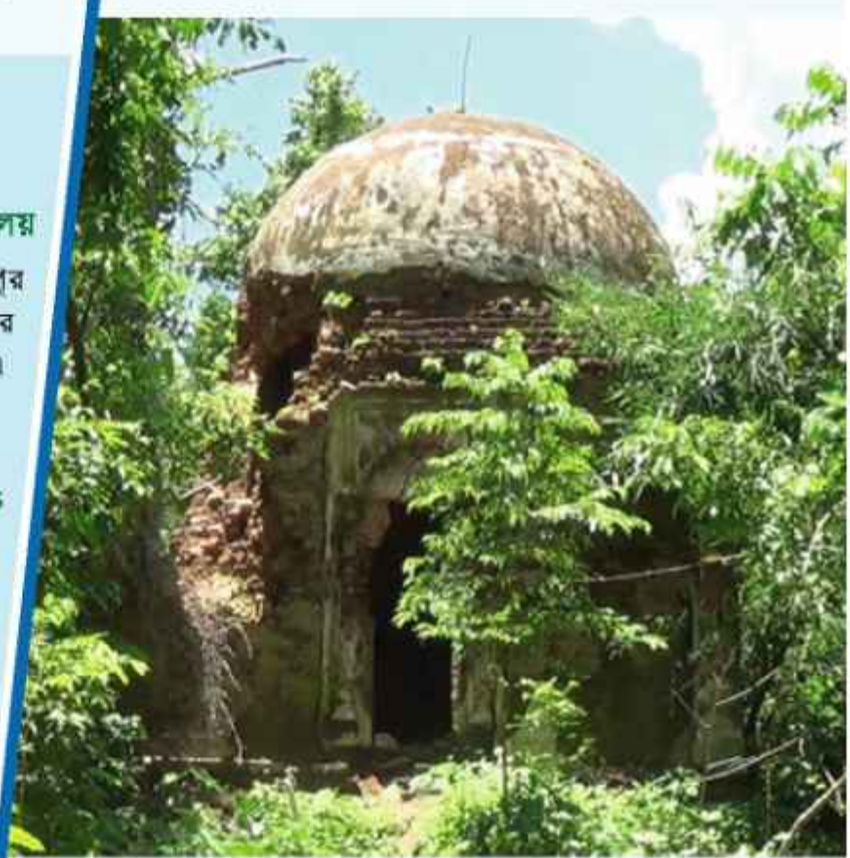

বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস. এম. সুলতানের নৌকা/শিশুস্বর্গ

চিত্রা নদীর কোল ঘেঁষে কুড়িগ্রাম এ ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে চিত্রশিল্পী এস. এম. সুলতান সংগ্রহশালার অদূরে শিশুস্বর্গ স্থাপন করেন এবং সেখানেই তিনি নিজে শিশুদেরকে ছবি আঁকা শেখাতেন এবং তাদের সাথে খেলায় মত্ত হতেন। শিশুদের নির্মল বিনোদনে সুলতানের হাতে গড়া শিশুস্বর্গ সবুজে বেষ্টিত হয়ে সুলতানের স্মৃতিকে অবিরত ইঙ্গিত করছে। সুলতানের সময়ে নির্মিত একটি নৌকা যা সুলতান শিশুদের পাঠদান ও অংকন প্রশিক্ষণ এর কাজে ব্যবহার করতেন, সেটি এখন সুলতান কমপ্লেক্স এর সুলতান ঘাটের পাশেই শোভা পাচ্ছে।

Boat/Shisu Sarga of world renowned artist S. M. Sultan

S. M. Sultan set up Shisu Sarga in 1990 near the S. M. Sultan Complex on the bank of the Chitra and there he engaged himself in teaching drawing and painting to the children and playing games with them. This institution was built with the aim of providing children with natural and uncorrupted entertainment and reminding everyone about the legacy and memory of S. M. Sultan. A boat built during S. M. Sultan's lifetime and used for the purpose of teaching children has been put on display on the Sultan Ghat beside S. M. Sultan Complex.

পিতলের রথ

বর্তমানে কালিয়া উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে শহিদ আব্দুস সালাম মহাবিদ্যালয়ে অবস্থিত মন্দিরে প্রাচীন আমলে নির্মিত ভাস্কর্য মন্ডিত পিতলের রথটি ভামিনি রঞ্জন সেন তৈরি করেন ।

Brass Chariot

The brass chariot adorned with sculptures is built by Vamini Ranjan Sen and kept inside the temple situated at Shahid Abdus Salam College at the heart of Kalia upazilla.

১৯ শতকে নির্মিত কালিয়ার ভামিনি রঞ্জন সেন এর ৮০ মণ ওজনের রথ

A chariot weighing 80 maunds built by Vamini Ranjan Sen of Kalia in the 19th century

গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ

Important Persons

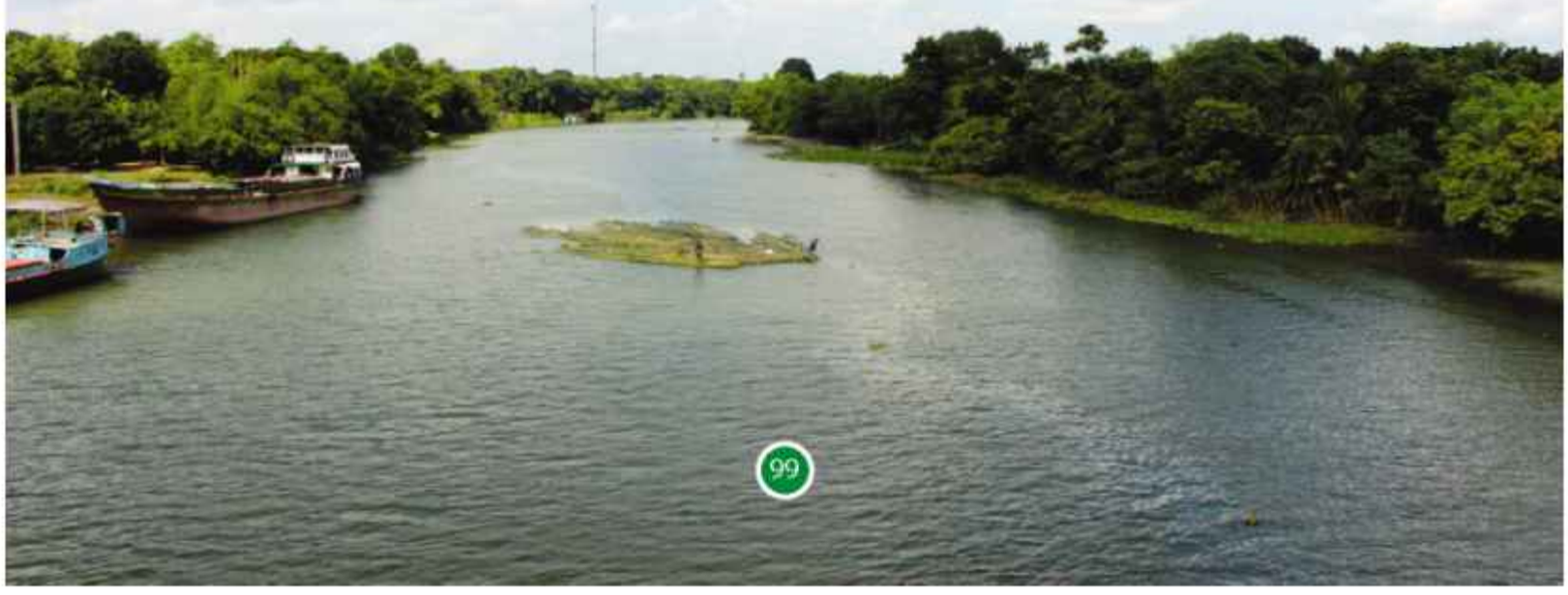

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ

বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ ল্যান্সনায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ ১৯৩৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি নড়াইল সদর উপজেলার মহিষখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালের ১৪ মার্চ ২৩ বছর বয়সে তিনি তৎকালিন ইপিআর এ যোগদান করেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার প্রেক্ষিতে তিনি সর্বাত্মক যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন। ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সালে ৮ নং সেক্টরের অধীন যশোর জেলার শার্শা সীমান্তে যুদ্ধরত অবস্থায় প্রথমে আহত হন, পরে পাকসেনাদের অত্যাচারে নিহত হন। ১৯৭৪ সালে এই মুক্তিযোদ্ধাকে স্বাধীনতার যুদ্ধের স্বীকৃতি স্বরূপ বীরশ্রেষ্ঠ পদবিতে ভূষিত করা হয়।

Bir Sreshtho Nur Mohammad Sheikh

Bir Sreshtho Lance Nayek Nur Mohammad Sheikh was born at Mahiskhola village under Narail Sadar upazila on February 26, 1936. He joined the then EPR on March 14, 1959 at the age of 23. He decided to join the all-out war in the aftermath of the Declaration of Independence by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on March 25, 1971. He was wounded in a fight against the Pakistani Army at the border post of Sharsha in Jessore. He was later tortured to death by the Pakistani Army. He got the title of 'Bir Sreshtho' in 1974, the highest gallantry award for heroism in the War of Liberation, as recognition to his valor in the war.

বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস. এম. সুলতান

বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস. এম. সুলতান (লাল মিয়া) ১৯২৩ সালের ১০ আগস্ট নড়াইল সদর উপজেলার মাছিমদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মেহের আলী। জন্মের দিন্তু দিনের মধ্যেই তাঁর মা মারা যান। ১৯২৮ সালে তিনি নড়াইল কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৪১ সাল হতে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউটে চিত্রকলায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানে, ১৯৫০ সালে আমেরিকায়, ১৯৫৩ সালে ইউরোপে তাঁর চিত্র প্রদর্শনী হয়। ১৯৫৩ সালে তিনি নড়াইলে ফিরে আসেন। বিশ্ববরেণ্য এই শিল্পী ১৯৮২ সালে একুশে পদক, ১৯৮৪ সালে "বাংলাদেশ চারুশিল্পী সংসদ" সম্মাননা ও ১৯৯৩ সালে "স্বাধীনতা পদক" লাভ করেন। ১৯৮২ সালে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে "ম্যান অব এশিয়া" ও ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ সরকার " আর্টিস্ট ইন রেসিডেন্ট" সম্মানে ভূষিত করে। ১৯৯৪ সালের ১০ অক্টোবর এ মহান শিল্পী ইহলোক ত্যাগ করেন।

World renowned artist S. M. Sultan

World renowned artist S. M. Sultan (Lal Mia) was born at Machimdia village in Narail Sadar Upazila on August 10, 1923. The name of his father is Mecher Ali and his mother died within a few days after his birth. He got admitted in Narail Collegiate School in 1928 and got lessons in fine arts at the Kolkata Government Art Institute from 1941 to 1944. His artworks were displayed in Pakistan in 1948, in America in 1950 and in Europe in 1953. He came back to Narail in 1953. The artist got Ekushey Padak in 1982, Bangladesh Charu Shilpi Sangsad accolade in 1984, and Sadhinata Padak in 1993. The University of Cambridge declared him the Man of Asia in 1982 and the Government of Bangladesh honored him with the title 'the Artist in Resident' in 1987. The artist breathed his last on October 10, 1994.

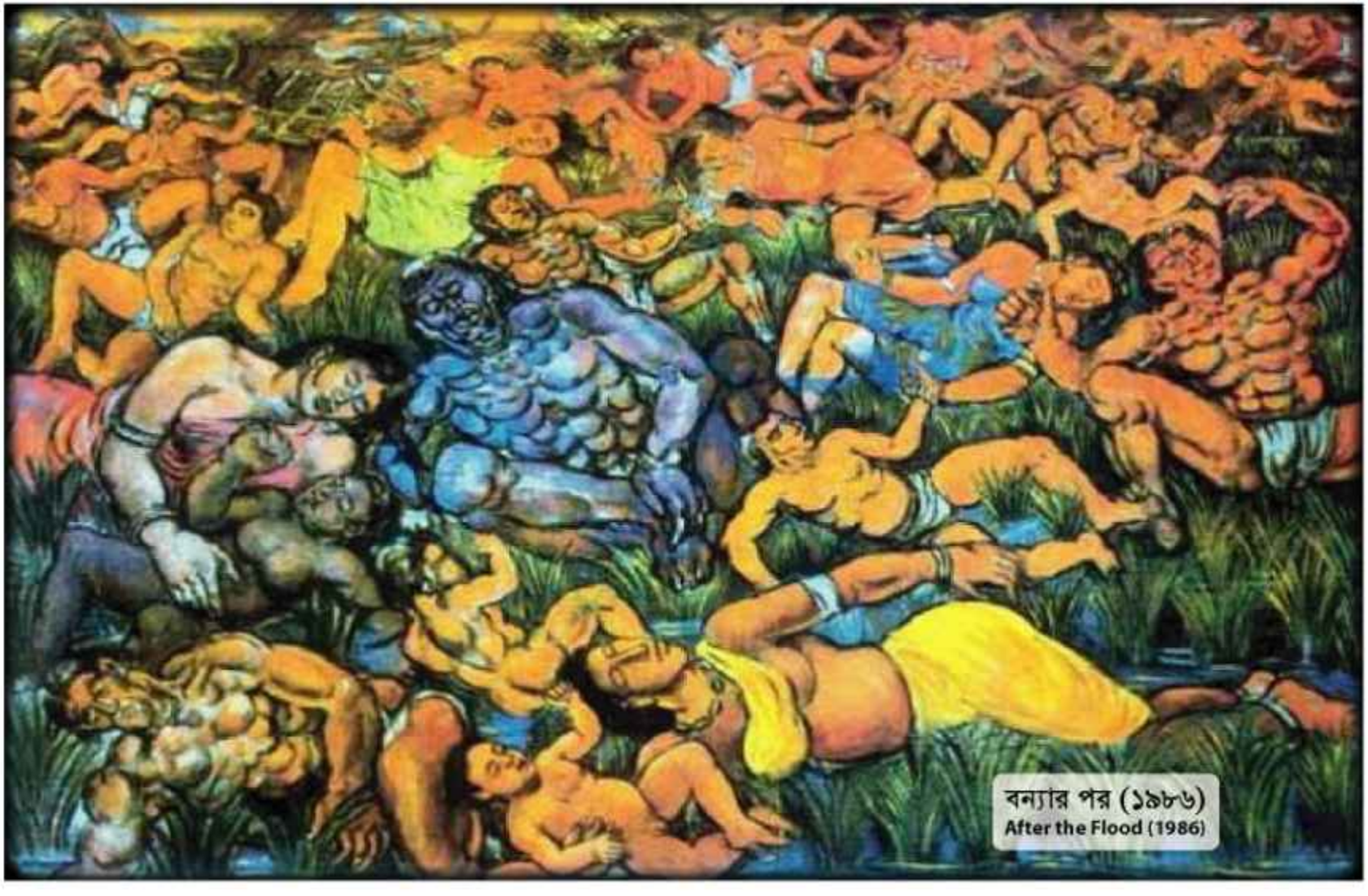

বন্যার পর (১৯৮৬)
After the Flood (1986)

Paintings by S.M. Sultan

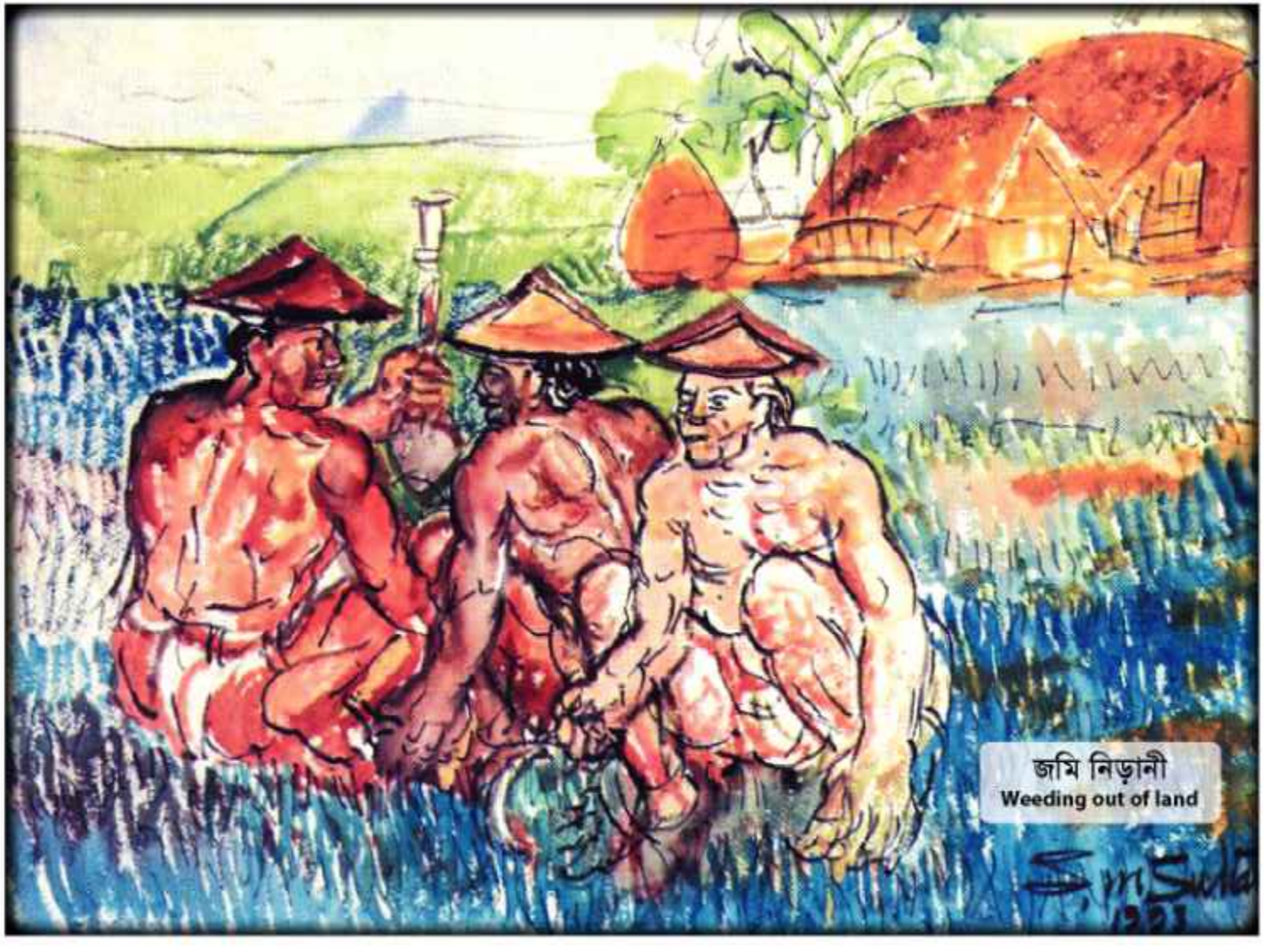

Paintings by S.M. Sultan

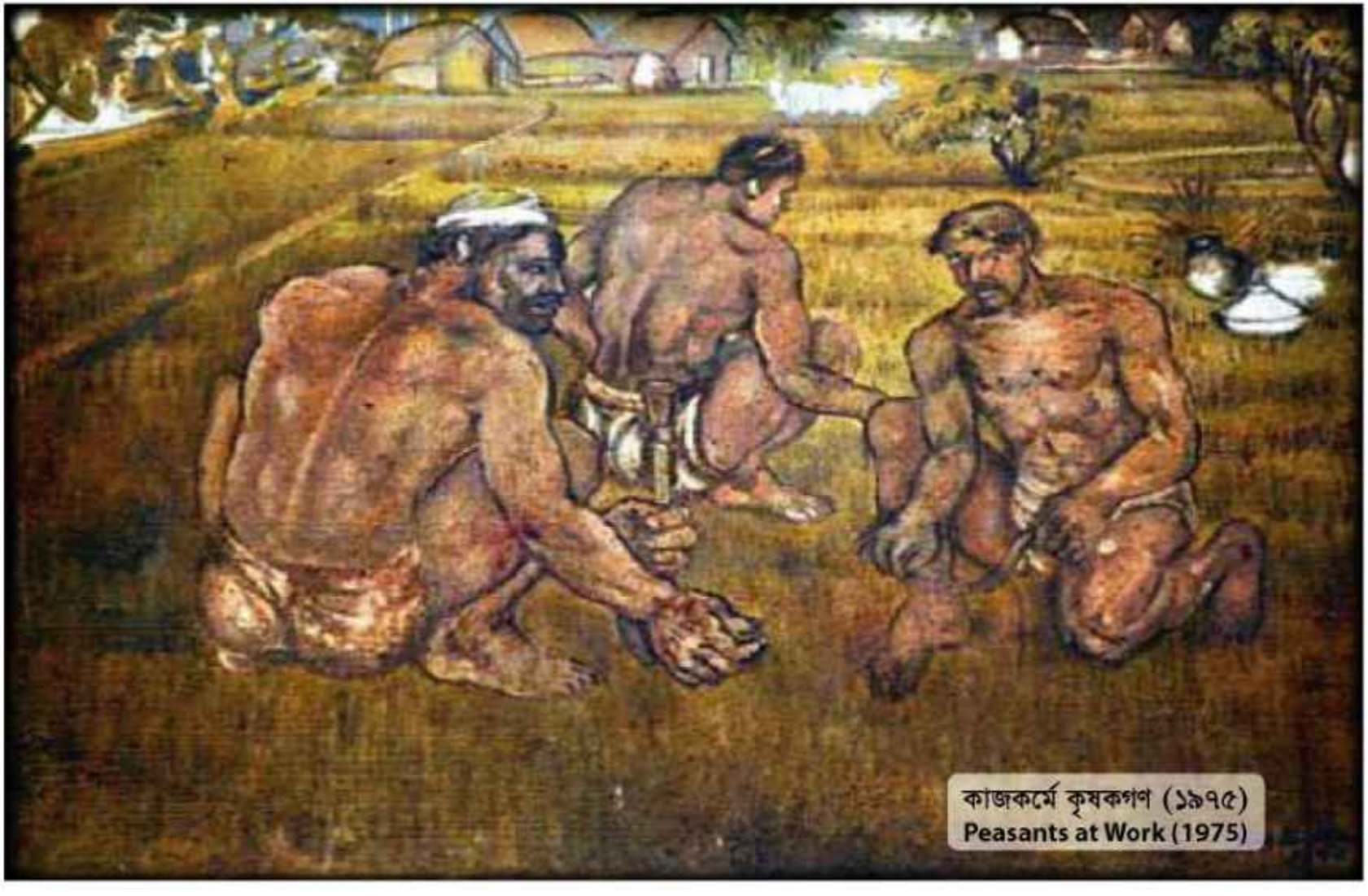

কাজকর্মে কৃষকগণ (১৯৭৫)
Peasants at Work (1975)

Paintings by S.M. Sultan

শিরোনামহীন ভূদৃশ্য (১৯৫২)
Untitled Landscape (1952)

Paintings by S.M. Sultan

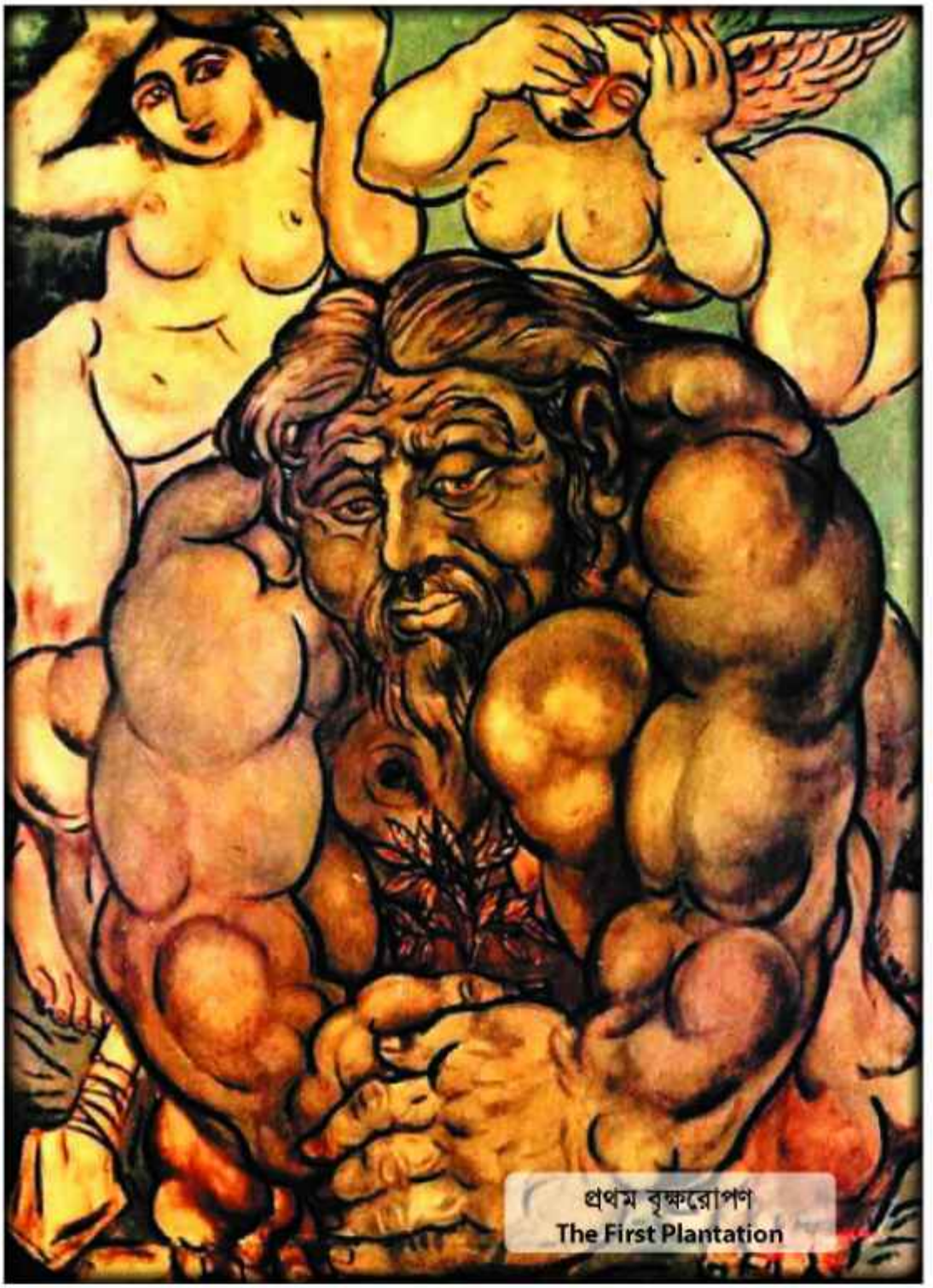

প্রথম বৃক্ষরোপণ
The First Plantation

Paintings by S.M. Sultan

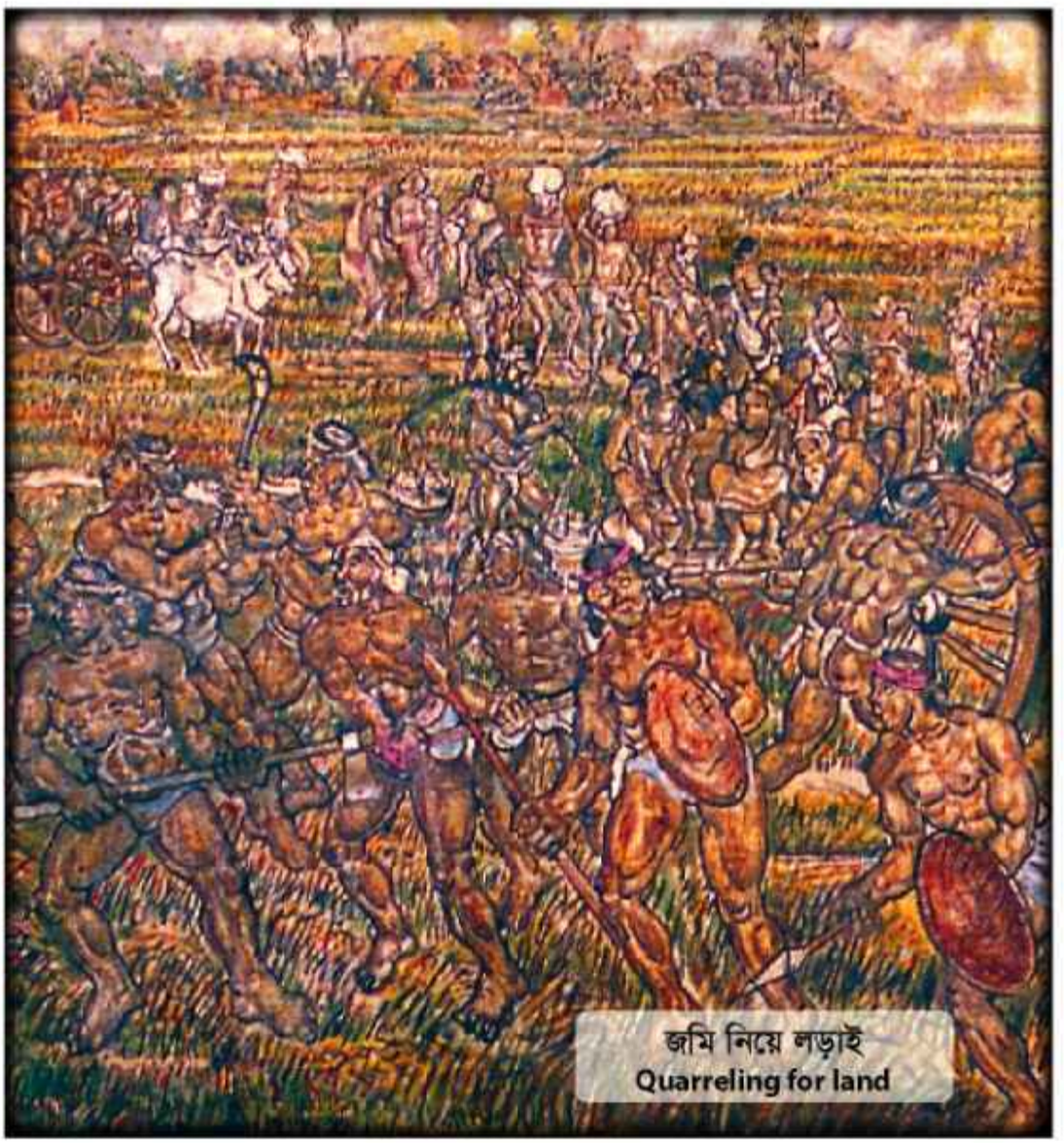

জমি নিয়ে লড়াই
Quarreling for land

Paintings by S.M. Sultan

Paintings by S.M. Sultan

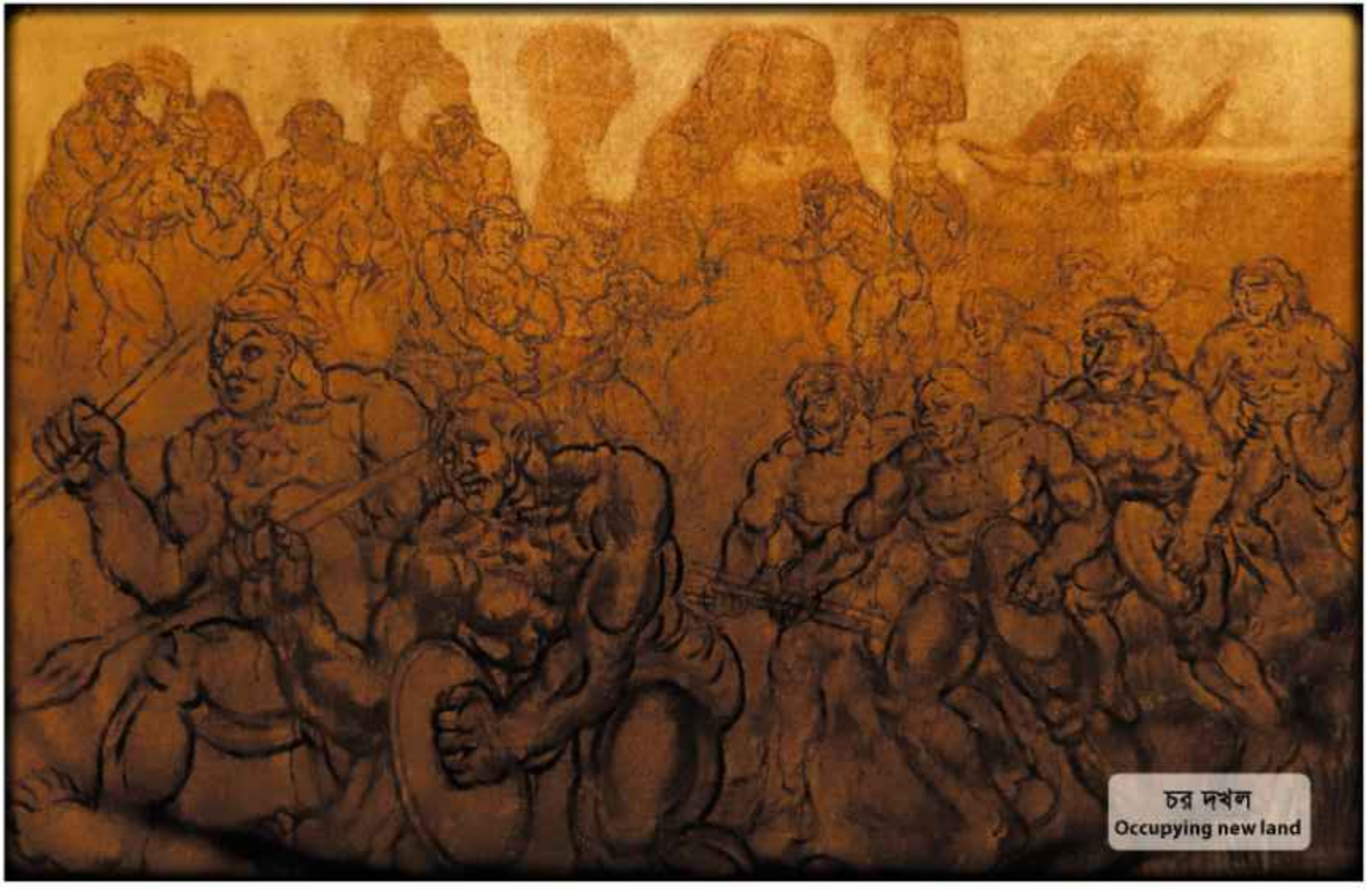

Paintings by S.M. Sultan

ফসল সংগ্রহ
Gathering of harvest

Paintings by S.M. Sultan

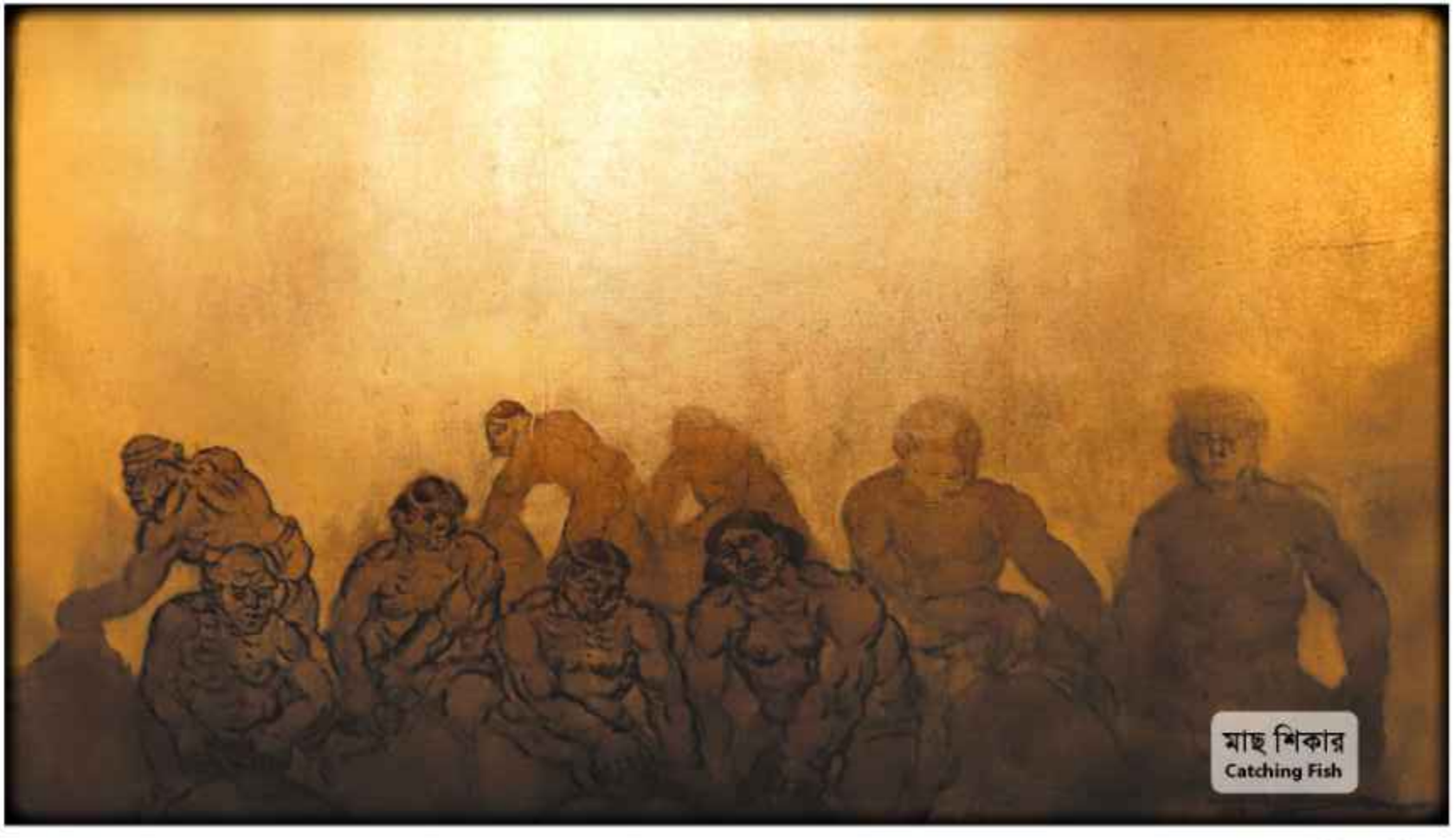

Paintings by S.M. Sultan

ধান মাড়াই
Threshing of paddy

Paintings by S.M. Sultan

Paintings by S.M. Sultan

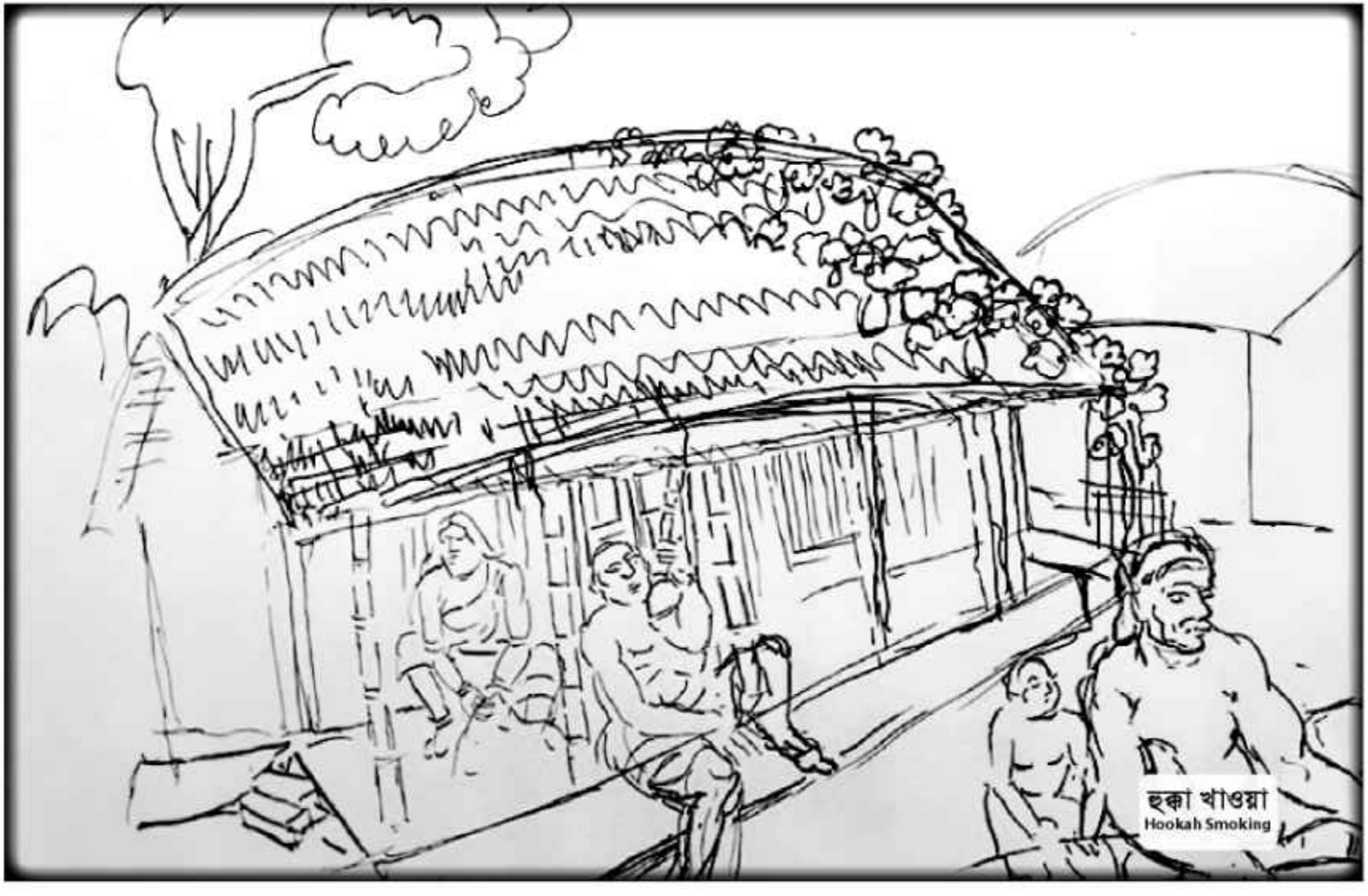

Paintings by S.M. Sultan

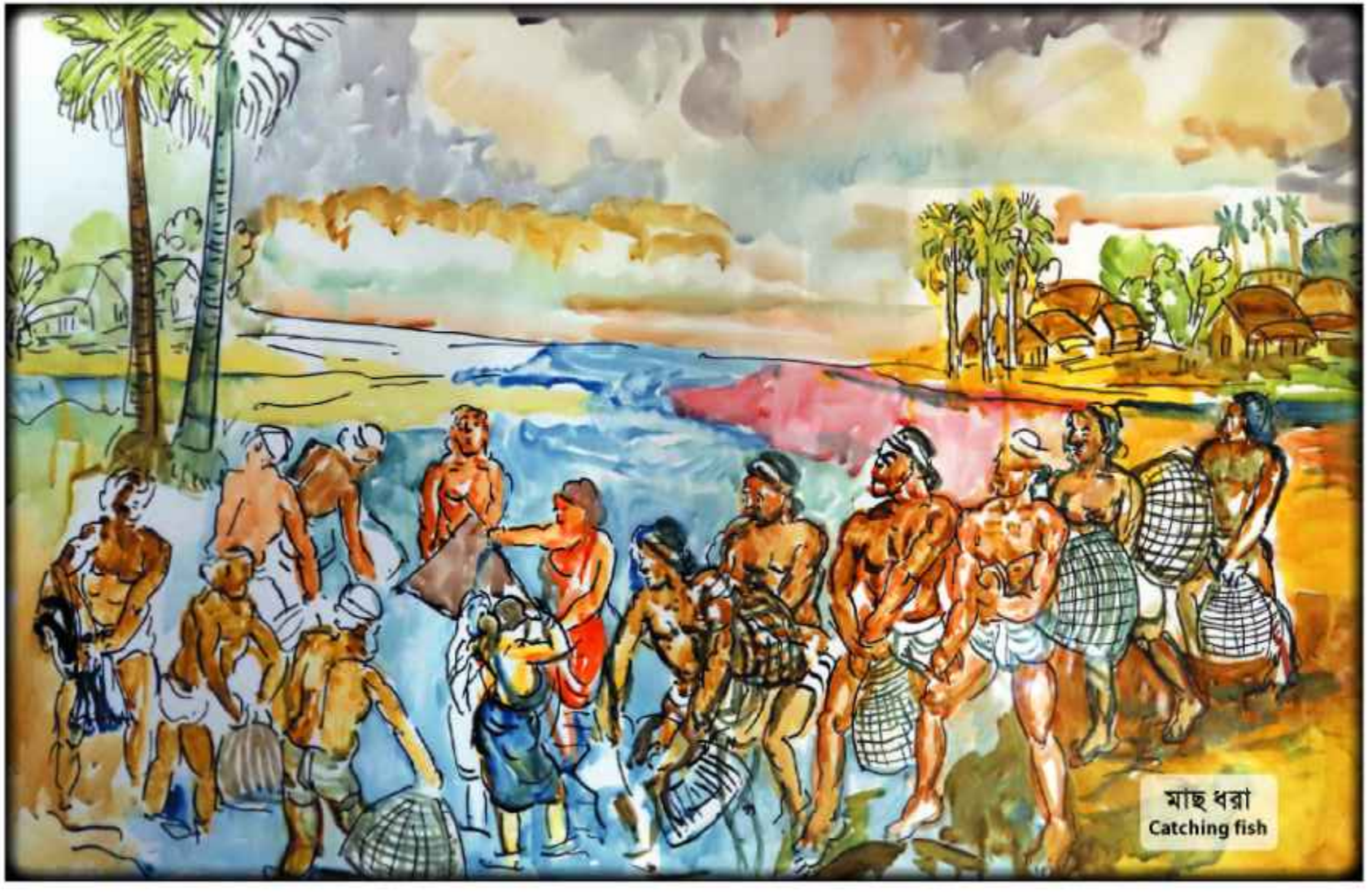

Paintings by S.M. Sultan

রবি শংকর

আধুনিক বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী সংগীতজ্ঞ রবি শংকর ১৯২০ সালের ৭ এপ্রিল উত্তর ভারতের কাশিতে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার বড়কালিয়া গ্রামে। তার পিতার নাম শ্রী শ্যাম শংকর চৌধুরী ও মাতার নাম হেমাঙ্গীনি। মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি তার ভ্রাতা উদয় শংকরের দলে যোগ দিয়ে প্যারিসে যাত্রা করেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার সংগ্রামে আর্থিক সহায়তার জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে বিশ্ববিখ্যাত পঁচাত্তরজন শিল্পীর সাথে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেতারের সুরের ঝংকারে তিনি আজও বিশ্ববাসীকে মোহিত করে রেখেছেন।

Ravi Shankar

Ravi Shankar, one of the best masters of classical music, was born at Kashi in North India on April 7, 1920 but his ancestral home is at Barakalia village under Kalia upazila in Narail. The name of his father is Sree Sham Shankar Chowdhury and that of mother is Hemangini. He left home for Paris while he was just 10 years old with his brother Udoy Shankar. He joined the 'Concert for Bangladesh' at Maddison Square in the United States with 75 other world renowned musicians in 1971 in order to raise funds for the War of Liberation in Bangladesh. He still keeps the audience enthralled with the strings of the Sitar.

রবিশংকর এর পৈত্রিক নিবাস
Paternal house of Ravi Shankar

কনসার্ট ফর বাংলাদেশ ১৯৭১

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের শরণার্থীদের উৎসর্গে আমেরিকার নিউইয়র্কে জর্জ হ্যারিসন ও রবি শংকর এক কনসার্টের আয়োজন করেন। সেই কনসার্টের প্রেস কনফারেন্সে দুই গুণী ব্যক্তি।

Concert for Bangladesh 1971

George Harrison and Ravi Shankar at a press conference in New York, 1971 where they organized a charity concert for the Bangladeshi refugees

উদয় শংকর

প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয় শংকর এর পৈত্রিক নিবাস ছিল নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার বড়কালিয়া গ্রামে ।

Udoy Shankar

The ancestral home of Famous nirtyshilpii (dance performer) Udoy Shankar is at Barakalia village under Kalia upazila in Narail.

কমল দাস গুপ্ত

বিশ্বখ্যাত সংগীত শিল্পী কমল দাস গুপ্ত এঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার বেন্দা গ্রামে । ১৯৩২-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি চার হাজারেরও অধিক গানে সুরারোপ করেন। ১৯৩৬-১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলা, ইংরেজি, তামিল, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার ছবিতে সংগীত পরিচালনা করেন। তিনি নজরুল সংগীতের বিশেষজ্ঞ ও সুরকার ।

Kamal Das Gupta

The ancestral home of World renowned composer Kamal Das Gupta is at the village of Benda under Kalia Upazila in Narail. He composed the tunes of more than 4 thousand songs between the periods 1932-1947 and worked as a music director in innumerable films in many languages including Bengali, English, Tamil and Hindi. He is an expert in and composer of Nazrul Geeti.

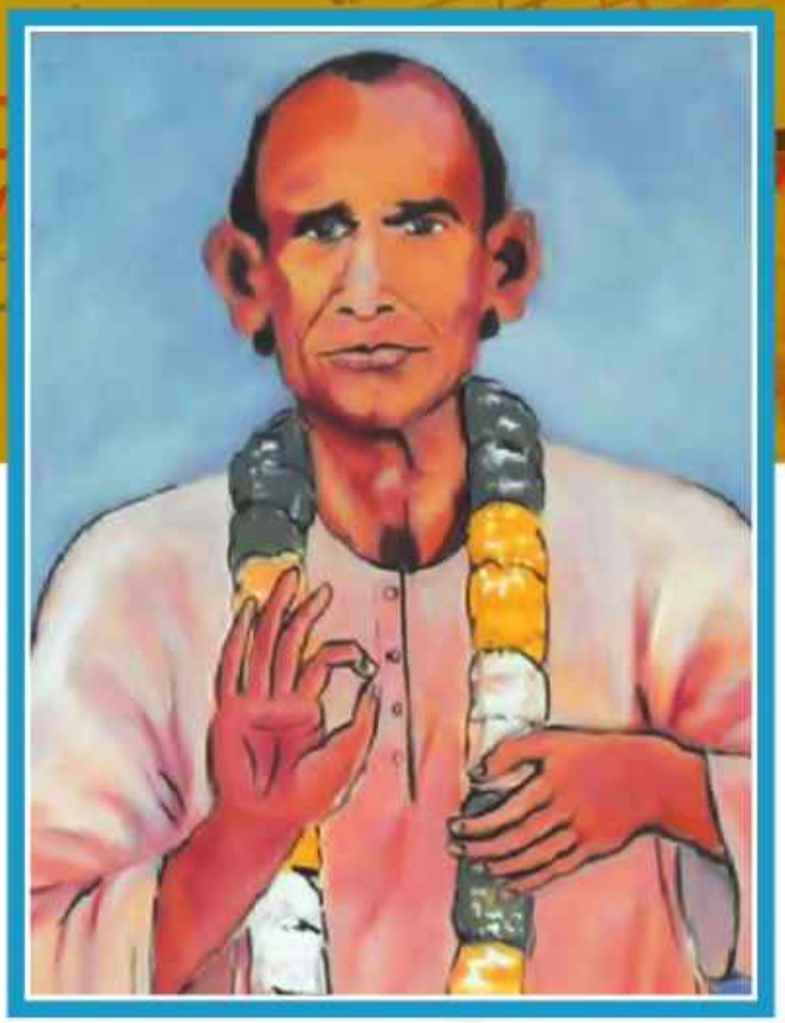

কবিয়াল বিজয় সরকার

চারণ কবিয়াল বিজয় সরকার ১৯০৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি নড়াইল সদর উপজেলার ডুমদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কিশোর বয়সেই তিনি গ্রামাকবি পুলিন বিহারী ও পঞ্চানন মাজুমদার এর সাথে পাচালী গান গেয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি কলিকাতায় গান করতে গেলে সেখানে কবি গোলাম মোস্তফা, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, পল্লীকবি জসীমউদ্দিন, আববাস উদ্দিন, সাহিত্যিক হাবিবুল্লাহ বাহার, ধীরেন সেন প্রমুখের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। তিনি প্রায় চার শতাধিক গান রচনা করেন।

Kabiyal Bijoy Sarkar

Balladist Bijoy Sarkar was born at Dumri village under Sadar upazila in Narail on February 20, 1903. He achieved fame with his pachali songs which he had sung with village poet Pulin Bihari and Panchanan Mazumdar while he was still an adolescent. He went to Kolkata in 1936 to perform singing and there he got introduced with several poets of the time including Golam Mustafa, rebel poet Kazi Nazrul Islam, Jashim Uddin, Abbas Uddin, Habibul Bahar and Dhiren Sen. He composed around 4 hundred songs.

জারীসম্রাট মোসলেম উদ্দিন বয়াতী

চারণকবি জারীসম্রাট মোসলেম উদ্দিন বয়াতী ১৯০৪ সালে নড়াইল সদর উপজেলার তারাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল ওয়াহেদ ও মাতার নাম মুসলিমা বেগম। বাল্যকাল হতেই তিনি সংগীতানুরাগী ছিলেন এবং জারী, ভাব, মুর্শিদী ও পয়ার ইত্যাদি গান গাইতেন। তৎকালের বিখ্যাত সব গায়কের সাথে তিনি গানের পাল্লা দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর গান শুনে প্রায় সকল দর্শকই কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন।

Jari Samrat Muslem Uddin Boati

Balladist Muslem Uddin Boati, known as the Jari Samrat, was born at Tarapur village under Narail Sadar upazila in 1904. The name of his father is Abdul Wahed and that of mother is Muslima Begum. He was a lover of music from an early age and used to sing jari, vab, murshidi and payar songs. He had to compete with all the famous singers of the age to achieve fame. Almost the whole audience could not help crying after listening to his songs.

ডা. নিহার রঞ্জন গুপ্ত

সাহিত্যিক ডা. নিহার রঞ্জন গুপ্ত ১৯১১ সালের ৬ জুন নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার ইতনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সরকারি চাকুরিজীবী হওয়ায় ডাক্তারী পাস করার পর সেনাবাহিনীতে ডাক্তার হিসেবে যোগদান করেন। ডা. নিহার রঞ্জন গুপ্ত অসংখ্য উপন্যাস রচনা করেছেন। মাত্র ষোল বছর বয়সে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'রাজকুমারী' ছাপা হয়। তাঁর লিখিত প্রায় দুইশতাধিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে চল্লিশটিরও বেশি উপন্যাসের চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। ১৯৮৬ সালের ২০ জানুয়ারি এই মহান সাহিত্যিক কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

Dr. Nihar Ranjan Gupta

Novellist Nihar Ranjan Gupta was born on June 6, 1911 at the village of Itna under Lohagara upazila in Narail. His father was a government employee and he joined the military as a doctor after graduating from medical school. He wrote many novels and his first novel 'Raj Kumari' came out when he was just sixteen. Almost 200 novels were written and published by him and more than 40 of them have been adapted into films. The writer died in Kolkata on January 20, 1986.

ইতনা গ্রামে ডা: নিহার রঞ্জন গুপ্তের পৈত্রিক নিবাস
Ancestral house of Dr. Nihar Ranjan Gupta at Itna village

কমরেড অমল সেন

বাংলাদেশের মেহেনতি মানুষের মুক্তির সংগ্রামের অগ্রনায়ক কমিউনিস্ট নেতা নড়াইলের তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ কমরেড অমল সেন ১৯১৪ সালে নড়াইলের আউরিয়া গ্রামে জমিদার অমৃত লাল এর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। জমিদারবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেও তিনি শ্রেণী সংগ্রামে নিজেকে যুক্ত করেন। এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক কিংবদন্তী ছিলেন। মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য তিনি ১৯ বছর জেলে ছিলেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনের সম্মুখভাগ এর নেতা ছিলেন তিনি।

Comrade Amol Sen

Comrade Amol Sen, a communist leader, pioneer of the struggle for freedom of the people of Bangladesh and a leader of the Tebhaga Movement in Narail, was born at the home of Zamindar Amrit Lal at Awria village in Narail. He engaged himself in class struggle despite being born in a Zamindar Bari. He is a political legend of the sub-continent. He spent 19 years of his life in jail in order to establish people's rights. He was a top leader of the communist movement.

দানবীর ফাজেল আহমেদ মোল্যা
Philanthropist Fazel Ahmed Mulla

দানবীর ফাজেল আহমেদ মোল্যা ১৮৭৯ সালে নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার ১১ নং পেড়ুলী ইউনিয়নের পেড়ুলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কৈশরেই বিভিন্ন পণ্যের ব্যবসা শুরু করেন। অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর জমি ক্রয় করে হাজী নৈমুদ্দিন ট্রাস্ট গঠন করেন। মুসলমানদের শিক্ষার জন্য তিনি অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় অনেক রাস্তাঘাট তৈরি হয়। দানশীল ও সমাজসেবক ফাজেল আহমেদ মোল্যা ১৯৩৪ সালের ২৫ জুলাই মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

Philanthropist Fazel Ahmed Mulla was born at Peruli village under Peruli union in Kalia upazila in 1879. He started business in different commodities during his early years. He formed the Haji Naimuddin Trust after buying up huge amount of land within a very short time. He set up many educational institutions for the Muslims and built roads for the people. Fazel Ahmed Mulla died on July 25, 1934 at the age of 55.

সাধককবি তারক চাঁদ গোসাই

লোহাগড়া উপজেলায় জয়পুরে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার লোকঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতির জনপ্রিয় কবিগানের স্রষ্টা তারক চাঁদ। এখনো তাঁর নিজ বাড়ি 'গোসাইবাড়িতে' প্রতিবছর কবির জন্ম ও মৃত্যু দিবসে তার স্মরণে জমজমাট উৎসব হয়।

Poet Tarak Chad Gushai

The poet was born at Joypur in Lohagara upazila. Tarak Chad is the father of kabigans which represent folk culture and heritage of Bangladesh. Huge celebrations take place in his own house 'House of Goshai' on the birth and death anniversaries of the poet.

আব্দুল হাকীম

কালিয়া থানার টোনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অবিভক্ত বাংলার আইনসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৫৪ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে লড়াইল কালিয়া নির্বাচনী এলাকা হতে নির্বাচিত হন এবং প্রাদেশিক আইনসভার স্পিকার নির্বাচিত হন।

Abdul Hakim

Abdul Hakim was born at Tona village under Kalia upazila. He was a member of the unified Bengal Legislative Assembly. He was elected a member of the then East Pakistan Provincial Assembly as a candidate of the United Front from Kalia constituency and elected the Speaker of the Provincial Assembly.

ঐতিহ্যবাহী খাবার
Famous food

প্যাঁড়া সন্দেশ
Para Sandesh

ক্ষীর সন্দেশ
Khir Sandesh

কালোজাম
Kalojam

পিঠা মেলা
Pitta Mela

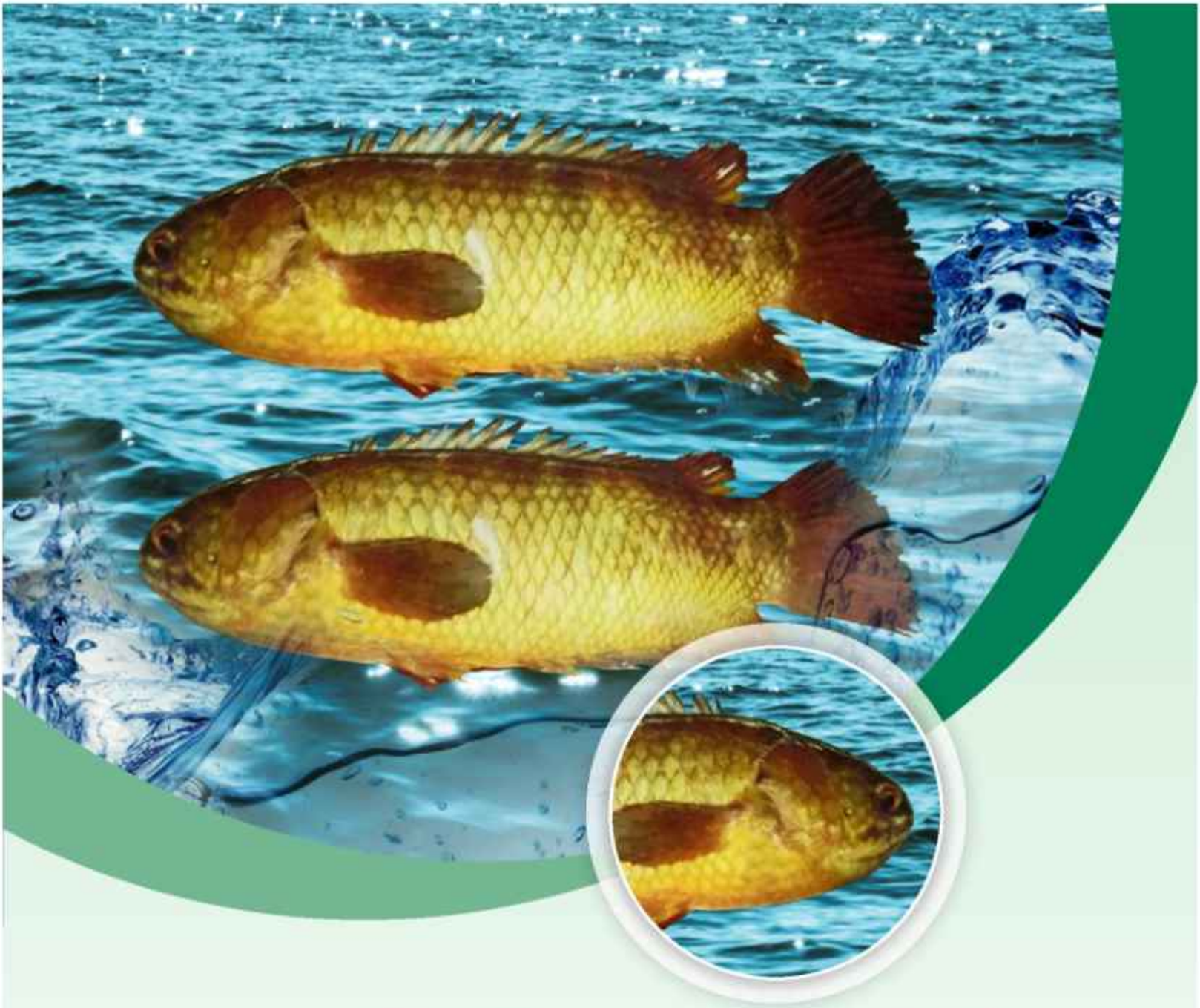

চাচুড়ী বিলের কৈ

এই কৈ মাছ নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার চাচুড়ী ইউনিয়নের চাচুড়ী বিলে প্রাকৃতিকভাবে সবচেয়ে বেশি জন্মে থাকে। মাছটির বুকের দিকে হলদে দাগ আছে যা অন্যান্য অঞ্চলের দেশীয় কই মাছ বা হাইব্রিড মাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করা যায়। এই মাছের লেজের কাছাকাছি হালকা কালো রঙের ফোটা আছে যা দেখলেই বোঝা যায় এটি দেশীয় কই মাছ।

চাচুড়ী বিলের কৈ মাছটিকে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (GI) হিসেবে নির্বাচনের নিমিত্তে পেটেন্ট অধিদপ্তর, ঢাকাতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে।

Chachuri Beeler Koi

This koi fish is found in abundance in its natural environment in Chachuri Beel situated at Chachuri union in Kalia upazila. This fish can be distinctly identified from other indigenous species of koi fish by the yellowish marks under its chest and black spots near the tail.

The district administration has already sent required papers to the Directorate of Patent in Dhaka to register the fish, currently known as 'Chachuri Beeler Koi', as a patented product under Geographical Indication (GI).

উন্নয়ন ও অর্জনসমূহ

Devlopments and Gains

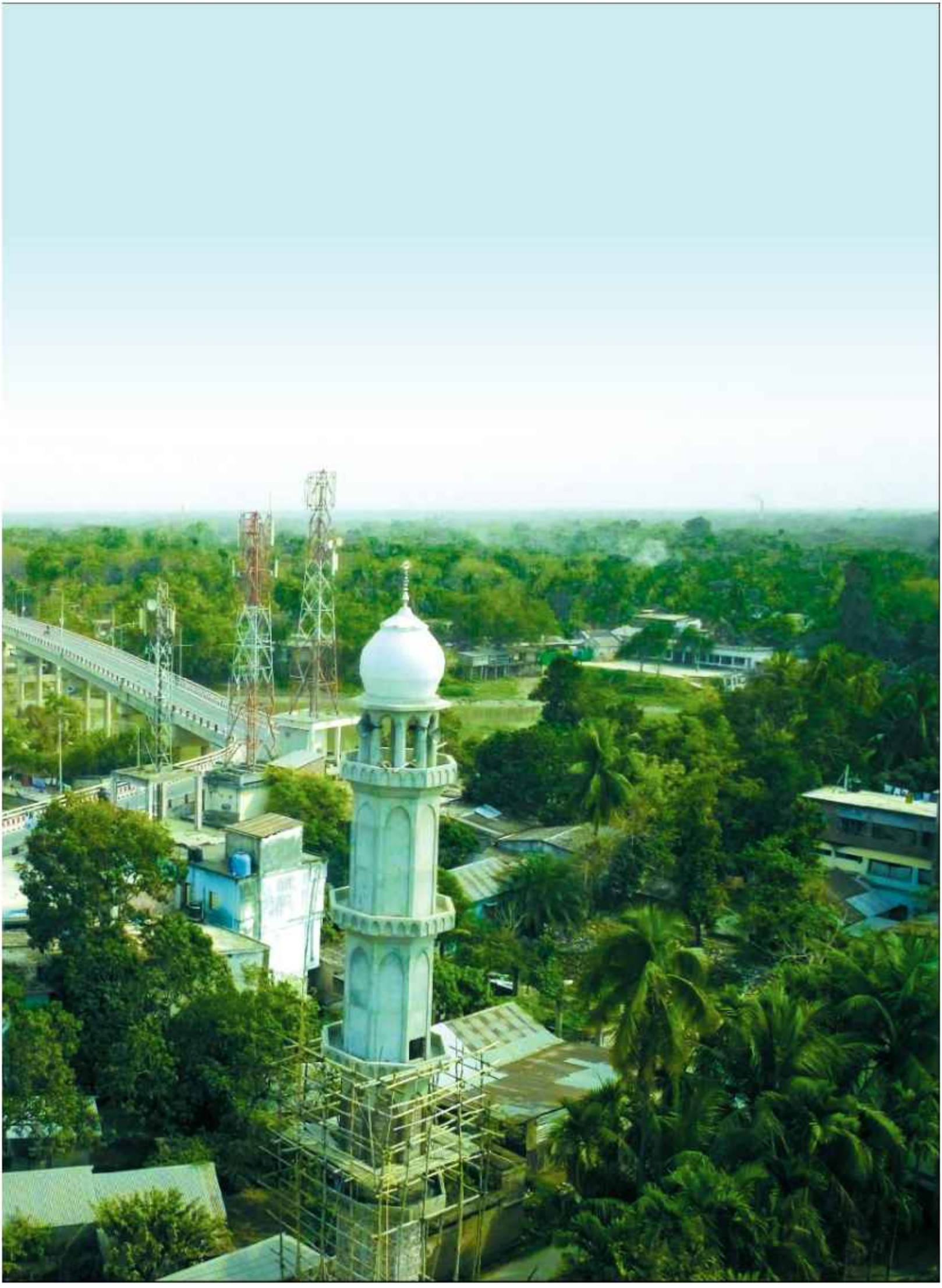

নবনির্মিত নড়াইলবাসীর
স্বপ্নের শেখ রাসেল সেতু

Sheikh Russel Bridge, The
dream of the people of Narail

পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এর অধীনস্ত পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) লিমিটেড কর্তৃক নির্মাণাধীন নড়াইল ১৩২/১৩৩ কেভি গ্রিড সাবস্টেশন।

Narail 132/133 KV grid sub-station which is being constructed by Power Grid Company of Bangladesh (PGCB), a subsidiary of the Power Development Board.

নড়াইল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

Narail Technical Training Center

জেলার উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ
Innovative Initiatives

ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত ব্যক্তিবর্গের মাঝে উপকরণ বিতরণ
Distribution of materials among people restrained from begging

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন এমপির নেতৃত্বে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত ব্যক্তিবর্গের মাঝে উপকরণ বিতরণ
Distribution of materials among the rehabilitated beggars by the Home Minister Asaduzzaman Khan, MP

বাংলাদেশের

ভিক্ষুকমুক্ত জেলা

The First Begger-Free District of Bangladesh

ভিক্ষুকমুক্ত নড়াইলের স্বীকৃতি স্বরূপ মন্ত্রিপরিষদ সচিবের ডিও লেটার প্রদান

A DO letter sent from the cabinet secretary in recognition of making Narail begger-free

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ডি ও নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১২.৮২.০০৪.১৪-২৬৪

১৩ বৈশাখ ১৪২৪
তারিখ: ....
২৬এপ্রিল ২০১৭

প্রিয়.......সহকর্মী,

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে আপনার নেতৃত্বে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি ও সুধীসমাজের অনন্য প্রচেষ্টায় নড়াইল জেলাকে ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষণার উপযোগী করে তোলা হয়েছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ব্যাপকভিত্তিক জরিপের মাধ্যমে নড়াইল জেলার ৭৯৮ জন প্রকৃত ভিক্ষুককে চিহ্নিত করে তাঁদের পুনর্বাসন করা হয়। এ জাতীয় একটি চ্যালেঞ্জিং উদ্যোগকে সাফল্যমণ্ডিত করতে স্থানীয় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, স্থানীয় সুধিবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সমন্বিত প্রয়াস একান্ত আবশ্যক। আপনার সামগ্রিক নেতৃত্ব উক্ত কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে জানতে পেরেছি যে আপনার নেতৃত্বে ও পৃষ্ঠপোষকতায় নড়াইলের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান উক্ত কার্যক্রমে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলাকে ভিক্ষুকমুক্তকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করে সফল হন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসাবে বর্ধিত কলেবরের দায়িত্বেও উক্ত কার্যক্রম সফল করার প্রয়াসে ব্রতী হন। তাঁর এ কর্মস্পৃহা সত্যিই প্রশংসনীয়। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত জেলা প্রশাসক সম্মেলনে বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে জেলা প্রশাসক, নীলফামারীর মাধ্যমে উপস্থাপিত হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে উক্ত কার্যক্রম সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার এবং ভিক্ষুকদের উন্নয়নের মূল স্রোতে আনার কার্যক্রম গ্রহণ করতে সানুগ্রহ নির্দেশনা প্রদান করেন।

নড়াইল জেলার এ সাফল্য সরকারের রূপকল্প, ২০২১ ও ২০৪১ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্তির লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশকে একধাপ এগিয়ে নেবে বলে আমি মনে করি। সর্বস্তরের জনগণের সম্মিলিত প্রয়াসে সীমিত সামর্থ্যের মাধ্যমেও অনেক বড় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। আপনাদের নিষ্ঠা, একাগ্রতা, দেশপ্রেমের মাধ্যমে অর্জিত এ সাফল্য তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নড়াইল জেলাকে ভিক্ষুকমুক্তকরণের জন্য আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে এ কর্মযজ্ঞের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, সুধিবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, এনজিও কর্মী ও অন্যান্য সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ কার্যক্রমকে টেকসই করতে আপনাদের যথাযথ পরিকল্পনা রয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি। আপনার গৃহীত কার্যক্রমের অনুসরণে অন্যান্য জেলা প্রশাসকগণ জাতিকে ভিক্ষুকমুক্ত করতে এগিয়ে আসবেন এ প্রত্যাশাও করছি।

শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছান্তে,

আন্তরিকভাবে আপনার,
২৩.০৪.১৭
(মোহাম্মদ শফিউল আলম)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

জনাব মোঃ হেলাল মাহমুদ শরীফ
জেলা প্রশাসক
নড়াইল।

ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত ব্যক্তিবর্গের মাঝে গবাদি পশু বিতরণ
Distribution of livestocks among people restrained from begging

গৃহহীনমুক্ত নড়াইল
Homeless-Free Narail

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ভিক্ষাবৃত্তি থেকে পুনর্বাসিতদের জন্য নির্মিত ঘর
Houses built for rehabilitated beggers under Asrayan-2 project

"ক্লিন নড়াইল"
"Clean Narail"

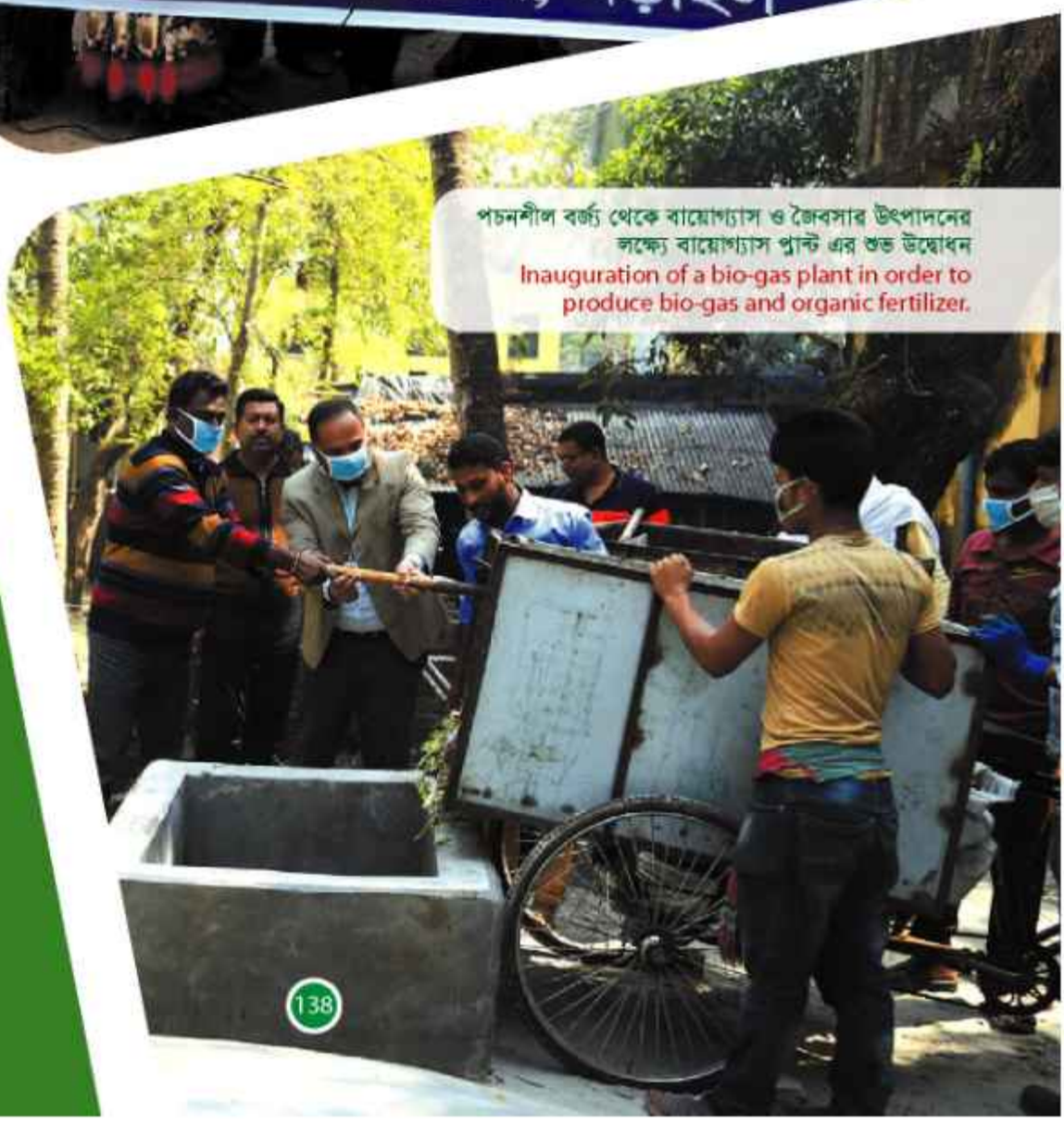

পচনশীল বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস ও জৈবসার উৎপাদনের লক্ষ্যে বায়োগ্যাস প্লান্ট এর শুভ উদ্বোধন

Inauguration of a bio-gas plant in order to produce bio-gas and organic fertilizer.

ক্লিন নড়াইল নিশ্চিত করতে মাসের প্রথম কর্মদিবসে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসক মহোদয় জনাব মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরী

Deputy Commissioner **Md. Emdadul Hoq Chowdhury** is leading a cleanliness program on the premises of the Office of the Deputy Commissioner which is held on the first day of each month in order to ensure the implementation of Clean Narail Program.

ক্লিন নড়াইল নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানে বিতরণকৃত লিফলেট
Distribution of leaflets on a cleanliness program conducted by the Office of the Deputy Commissioner to ensure the implementation of Clean Narail Program.

আমাদের নড়াইল আমরাই রাখবো পরিচ্ছন্ন

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সুস্থ্যভাবে বেঁচে থাকার জন্য যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি কোন এলাকার মর্যাদাকে বাড়িয়ে তুলতে। এটি সভ্যতার উন্নয়নেরও একটি মাপকাঠি। শুধু নোংরা পরিবেশে বসবাস করার জন্য প্রতিবছর অসংখ্য মানুষ ম্যালেরিয়া, ডেংগু, চিকুনগুনিয়া, চর্মরোগ, পরিপাকতন্ত্রের রোগসহ ইত্যাদি জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে অনেকে অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। নড়াইল শহরকে পরিচ্ছন্ন নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে জেলা প্রশাসন এবং নড়াইল পৌরসভা যৌথভাবে ১ ডিসেম্বর ২০১৭ শুক্রবার হতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করছে। এ কর্মসূচির আওতায় নড়াইল পৌরসভার সকল বসতবাড়ি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল দপ্তর ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ভবন হতে প্রতিদিন বর্জ্য সংগ্রহ করা হবে। গৃহস্থলীর বর্জ্যসহ সকল পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য সংগ্রহ করে যথাক্রমে বায়োগ্যাস ও জৈবসার তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে একদিকে পরিবেশ থাকবে সুন্দর, অন্যদিকে উৎপাদিত হবে গ্রিন এনার্জি ও পরিবেশবান্ধব সার। এর ফলে অর্জিত হবে রূপকল্প-২০২১ ও টেকসই উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। এজন্য প্রয়োজন পৌরবাসীর সার্বিক সহযোগিতা।

- বসতবাড়ী /প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিকভাবে পচনশীল ও অপচনশীল আবর্জনা রাখার জন্য দু'টি পৃথক ঝুড়ি স্থাপন;
- পচনশীল (গৃহস্থলীর বর্জ্য) ও অপচনশীল (প্লাস্টিক, পলিথিন ও অন্যান্য বর্জ্য) পৃথক পৃথক ঝুড়িতে রাখা;
- প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে আগত পরিচ্ছন্নতা কর্মীর নিকট বর্জ্য হস্তান্তর;
- পরিচ্ছন্নতা কর্মী কর্তৃক প্রতিদিন বসতবাড়ী/ প্রতিষ্ঠান থেকে বর্জ্য সংগ্রহপূর্বক নির্দিষ্ট স্থানে স্থানান্তর;
- পরিচ্ছন্নতা কর্মীকে বর্জ্য অপসারণের জন্য ৭০ (সত্তর) টাকা মাসিক সম্মানি প্রদান;
- নির্ধারিত ঝুড়ি ব্যতীত রাস্তা, ড্রেন, নদী বা অন্যত্র বর্জ্য ফেললে তাদেরকে আইনের আওতায় আনতে সহায়তা প্রদান;
- ক্লিন নড়াইল গ্রিন নড়াইল গড়তে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নির্ভর করে আমাদের/ আপনাদের সকলের সদিচ্ছার উপরে;
তাই আসুন সবাই মিলে নড়াইল শহরকে দূষণমুক্ত, পরিচ্ছন্ন ও বসবাস উপযোগী পরিবেশবান্ধব হিসেবে গড়ে তুলি।

অনুরোধক্রমে

মোঃ জাহাঙ্গীর বিশ্বাস ◆ **মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরী**
মেয়র, নড়াইল পৌরসভা জেলা প্রশাসক, নড়াইল

Appeal to the citizens from the district administration and the Citizen's Voice

Citizens' Voice started an awareness-raising campaign on February 5, 2017 on the necessity of removing illegal structures on the banks of the Chitra, halting the dumping of waste materials into the river, severing sewerage connections to the river, removing hanging and other latrines on the river and evicting illegal dwelling places built onto the river.

সিটিজেনস ভয়েস ও জেলা প্রশাসন, নড়াইল এর পক্ষ থেকে নড়াইলবাসির নিকট আবেদন

চিত্রা নদীকে দূষণ ও দখলমুক্ত করার প্রয়াসে অবৈধ স্থাপনা অপসারণ, বর্জ্য অপসারণ, পয়ঃপ্রণালী সংযোগমুক্ত, ঝুলন্ত ও পাকা পায়খানা অপসারণ, গৃহের বর্ধিত অংশকে অপসারণসহ সকল অশুভ তৎপরতা বন্ধ করতে সিটিজেন ভয়েস নড়াইল গত বছরের ৫ ফেব্রুয়ারি হতে ৩১ মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত চিত্রা নদীকে কেন্দ্র করে নাগরিক সচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম শুরু করে।

সবুজে সমৃদ্ধ নড়াইল
Green Narail

চিত্রা নদীকে দূষণমুক্ত রাখতে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য জেলা প্রশাসন ও
সিটিজেন ভয়েজ কর্তৃক সাধারণ মানুষের মাঝে লিফলেট বিতরণ
Distribution of leaflets by the district administration and Citizens Voice to raise awareness among the people on the necessity to keep the Chitra pollution-free

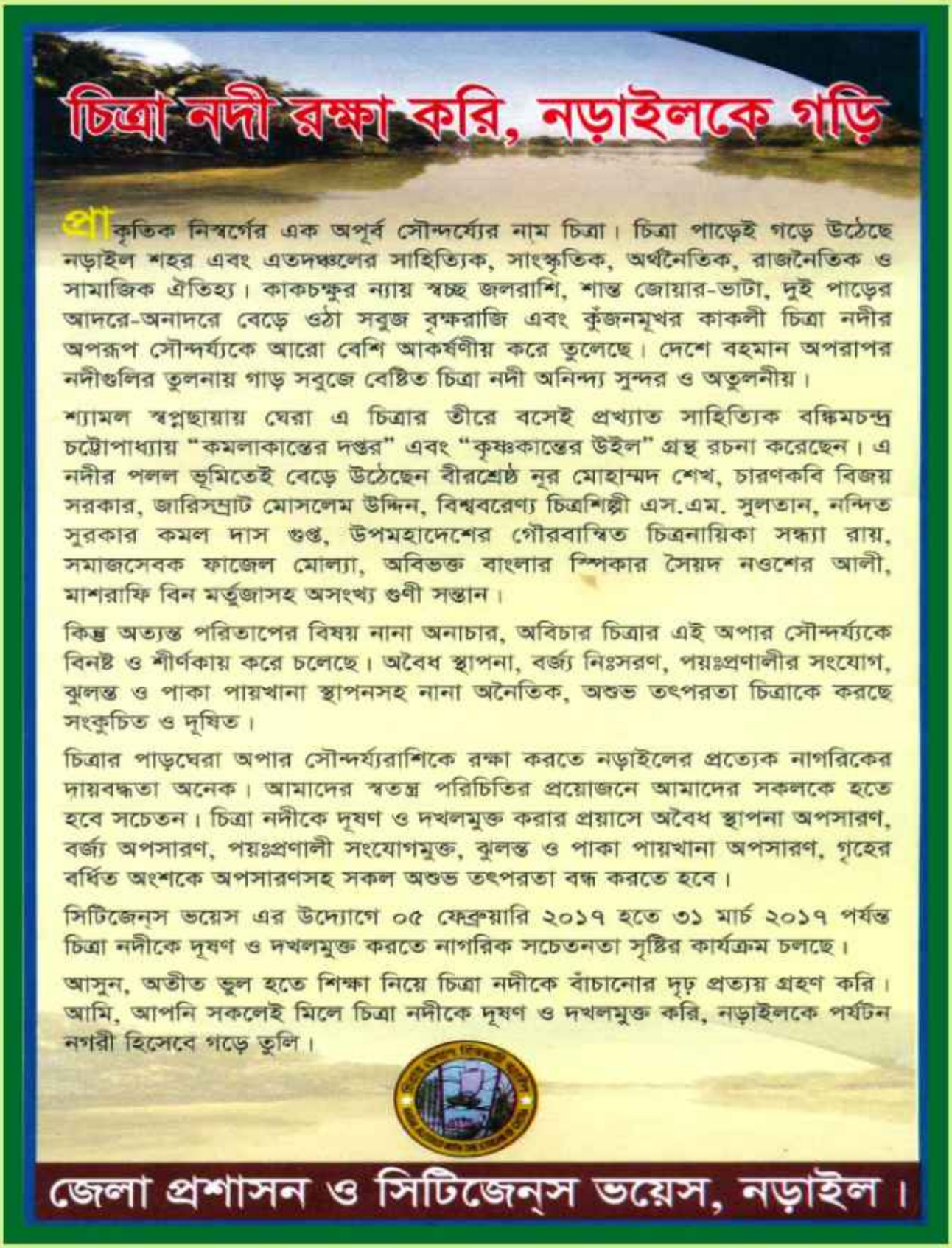

গ্রিন নড়াইল
Green Narail

জেলার সরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজ, ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ সর্বস্তরের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন।

The inauguration ceremony of the tree plantation program with government officials, members of civil society, businessmen, political leaders and people from all strata of society.

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ২০১৭-Tree Plantation 2017

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সমগ্র নড়াইলব্যাপী ৭ লক্ষাধিক বৃক্ষরোপণের এক বিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়িত হয়
A huge campaign to plant 0.7 million trees across the district was launched on September 25, 2017

ক্লিন নড়াইল গ্রিন নড়াইল গড়তে জেলা প্রশাসনের আহবান

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি:

আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সোমবার সকাল ১০.০০ ঘটিকা থেকে ১২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত মাত্র দু'ঘন্টায় নড়াইল জেলায় ৫ লক্ষ ফলদ, বনজ, ঔষধি ও শোভাবর্ধণকারী বৃক্ষের চারা রোপণ করা হবে।

কোথায় লাগানো হবে?

জেলার সকল সড়ক/মহাসড়ক, বাঁধ, নদীর উভয় তীর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন অফিস, এনজিও, বেসরকারি বিভিন্ন অফিস প্রাঙ্গণ, বসতবাড়ি এবং খোলা জায়গায় চারা রোপণ করা হবে।

কেন বৃক্ষরোপণ?

গাছ মানুষের বেঁচে থাকার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান অক্সিজেন প্রস্তুত করে এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর গ্যাস কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে পরিবেশকে সুন্দর রাখে। বৈশ্বিক তাপমাত্রা হ্রাস করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে দেশ ও জনগণকে রক্ষা করে। বনজ সম্পদ ও জীববৈচিত্রকে দুষণ, ক্ষয় এবং ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। আজকের রোপিত চারা গাছ কয়েক বছরের মধ্যেই মূল্যবান সম্পদে পরিণত হবে, নিশ্চিত হবে টেকসই উন্নয়ন।

কারা এই কর্মসূচি সফল করবে?

নড়াইলের জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারি, বীরমুক্তিযোদ্ধা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক, স্কাউট, রোভার ও গার্লসগাইডসহ সর্বস্তরের জনগণ।

কিভাবে চারা রোপণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবেন?

চারা রোপণের স্থানে ২/৩ দিন আগে ১ ঘনফুট গর্ত করে মাটির সাথে জৈবসার (১ কেজি পচা গোবর) ভালভাবে স্তুপ করে রাখতে হবে। পলিব্যাগ থাকলে সাবধানে অপসারণ করে গর্তের মাঝ বরাবর রোপণ করে সার মিশ্রিত মাটি চারপাশ থেকে এমনভাবে চাপ দিতে হবে যাতে চারার গোড়ায় পানি না জমে। রোপিত চারার ৪-৬ ইঞ্চি দূরে ৪-৬ ফুট লম্বা মজবুত খুটি পুঁতে সুতলি দ্বারা বেঁধে দিতে হবে। গরু-ছাগল থেকে রক্ষার জন্য বাঁশের খাচা/পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে।

ক্লিন নড়াইল গ্রিন নড়াইল গড়ার অংশ হিসেবে ২৫ সেপ্টেম্বরের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে সফল করতে আপনার নিজ বাড়িতে এবং আপনার আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের সকলের কর্মস্থল ও বাসস্থলে কমপক্ষে ১টি করে চারা রোপণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। একইসাথে রোপিত চারা রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও অনুরোধ জানাচ্ছি।

অনুরোধক্রমে
মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরী
জেলা প্রশাসক, নড়াইল।

পর্যটন প্রকল্পসমূহ
Tourism Projects

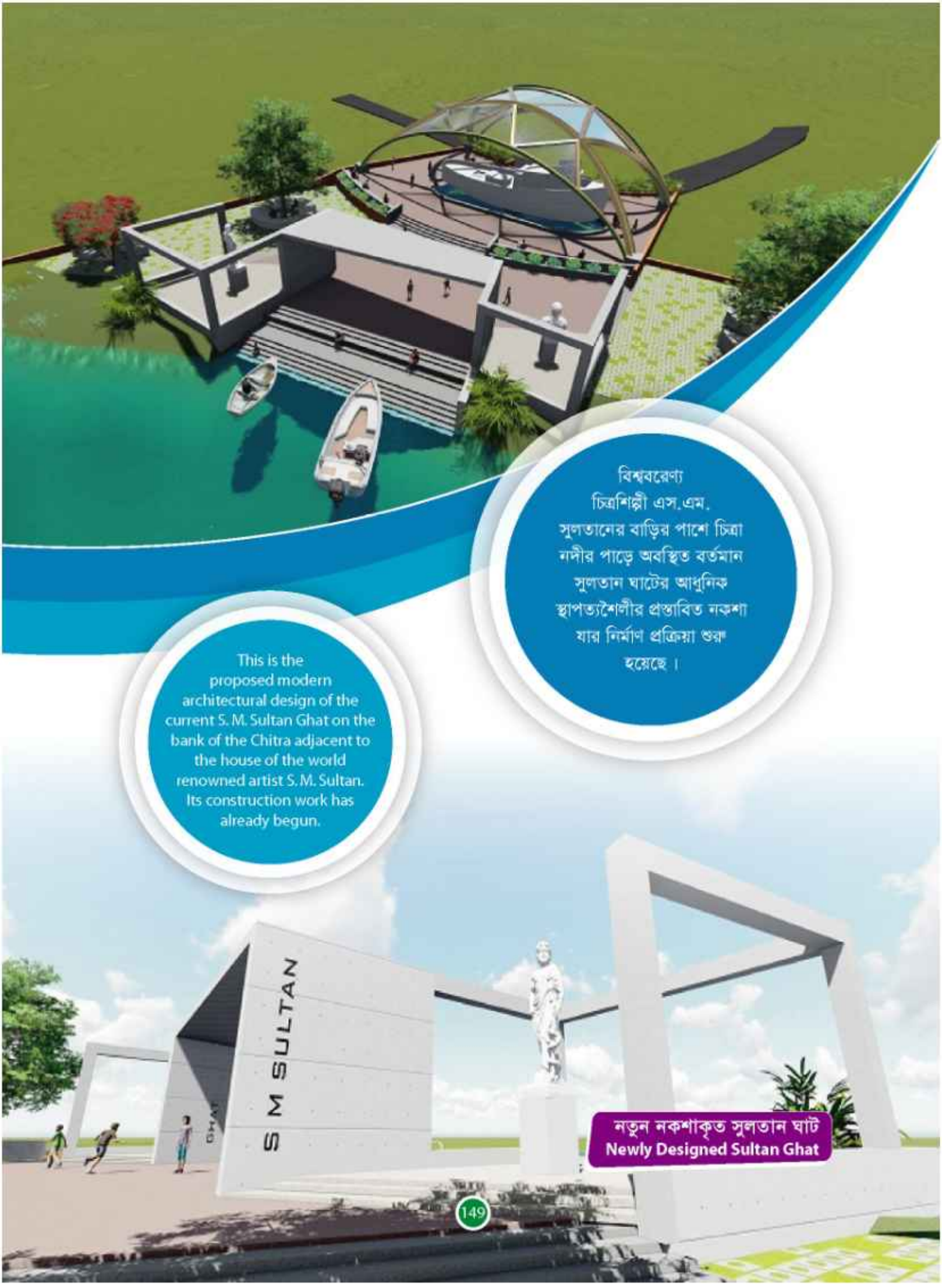

বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস.এম. সুলতানের বাড়ির পাশে চিত্রা নদীর পাড়ে অবস্থিত বর্তমান সুলতান ঘাটের আধুনিক স্থাপত্যশৈলীর প্রস্তাবিত নকশা যার নির্মাণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

This is the proposed modern architectural design of the current S. M. Sultan Ghat on the bank of the Chitra adjacent to the house of the world renowned artist S. M. Sultan. Its construction work has already begun.

নতুন নকশাকৃত সুলতান ঘাট
Newly Designed Sultan Ghat

নতুন নকশাকৃত সুলতান ঘাট
Newly Designed Sultan Ghat

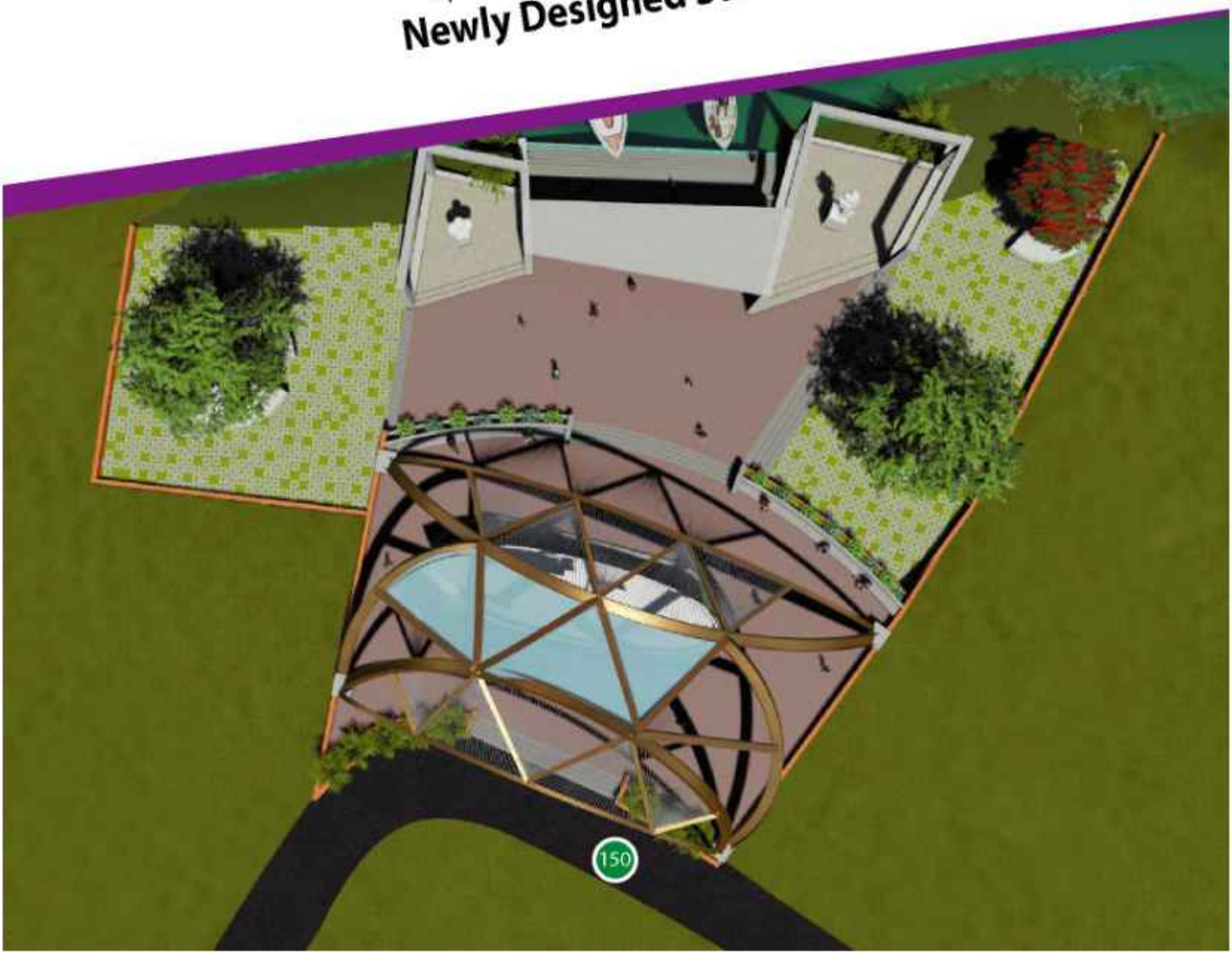

নতুন নকশাকৃত সুলতান ঘাট
Newly Designed Sultan Ghat

নতুন নকশাকৃত ফেরিঘাট
Newly Designed Ferry Ghat

ফেরিঘাট নির্মাণ

চিত্রা নদীর উপরে শেখ রাসেল সেতু নির্মিত হওয়ার পরে সেতুর উপরেই জমে উঠে তরুণ-তরুণীসহ পর্যটকদের আড্ডা। সৃষ্টি হয় যানজট, প্রায়ই ঘটে সড়ক দুর্ঘটনা। উপরোক্ত সমস্যাসমূহ দূরীকরণে পর্যটকসহ কর্মব্যস্ত মানুষের চিত্ত বিনোদনের জন্য শেখ রাসেল সেতুর পশ্চিমপাড়ে জেলা পরিষদ কতৃক নেওয়া হয় ঘাট বাধাইসহ শিশু পার্ক নির্মাণ প্রকল্প যার নির্মাণ কাজ চলছে।

Construction of Ferry Ghat

After the Sheikh Russel Bridge was built over the Chitra river people gather in large numbers on the bridge for recreational purpose, creating traffic jam and resulting in road accident. In order to solve the problem, an initiative has been taken by Zila Parishad, Narail to build a ghat and establish a children's park below the western point of the bridge of which construction work is going on.

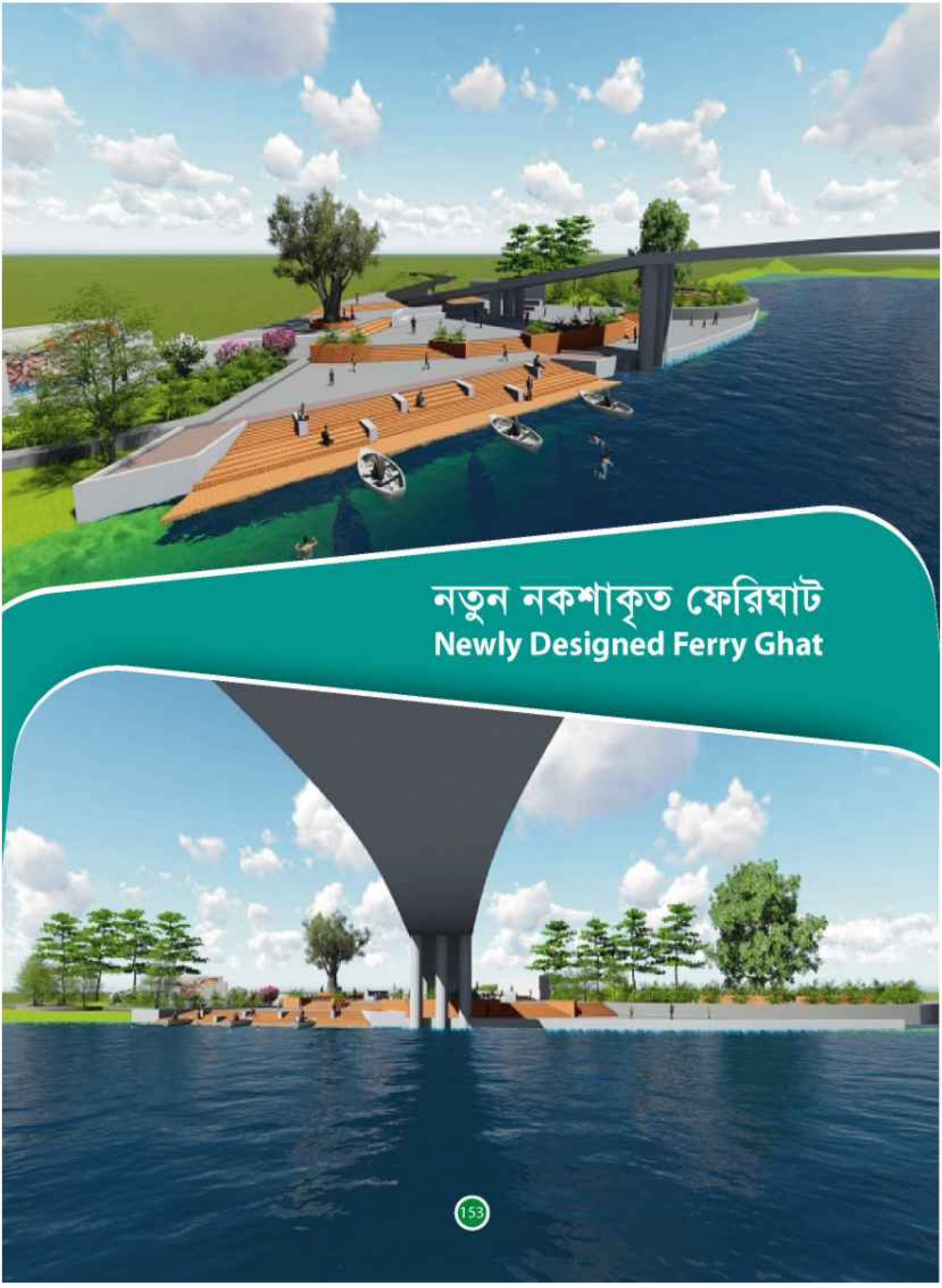

নতুন নকশাকৃত ফেরিঘাট
Newly Designed Ferry Ghat

চিত্রার পাড়ে হাটাপথ

চিত্রার পাড়ে হাটাপথ নির্মাণের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট বরাদ্দ চাওয়া হয়। আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণ করে প্রাপ্ত বরাদ্দ পেয়ে হাটাপথ নির্মাণের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

Walkway on the banks of the Chitra

The Water Development Board asked the concerned authorities to build a walkway on the banks of the Chitra. The work has already started to build the walkway after compliance with the financial rules and regulations are completed.

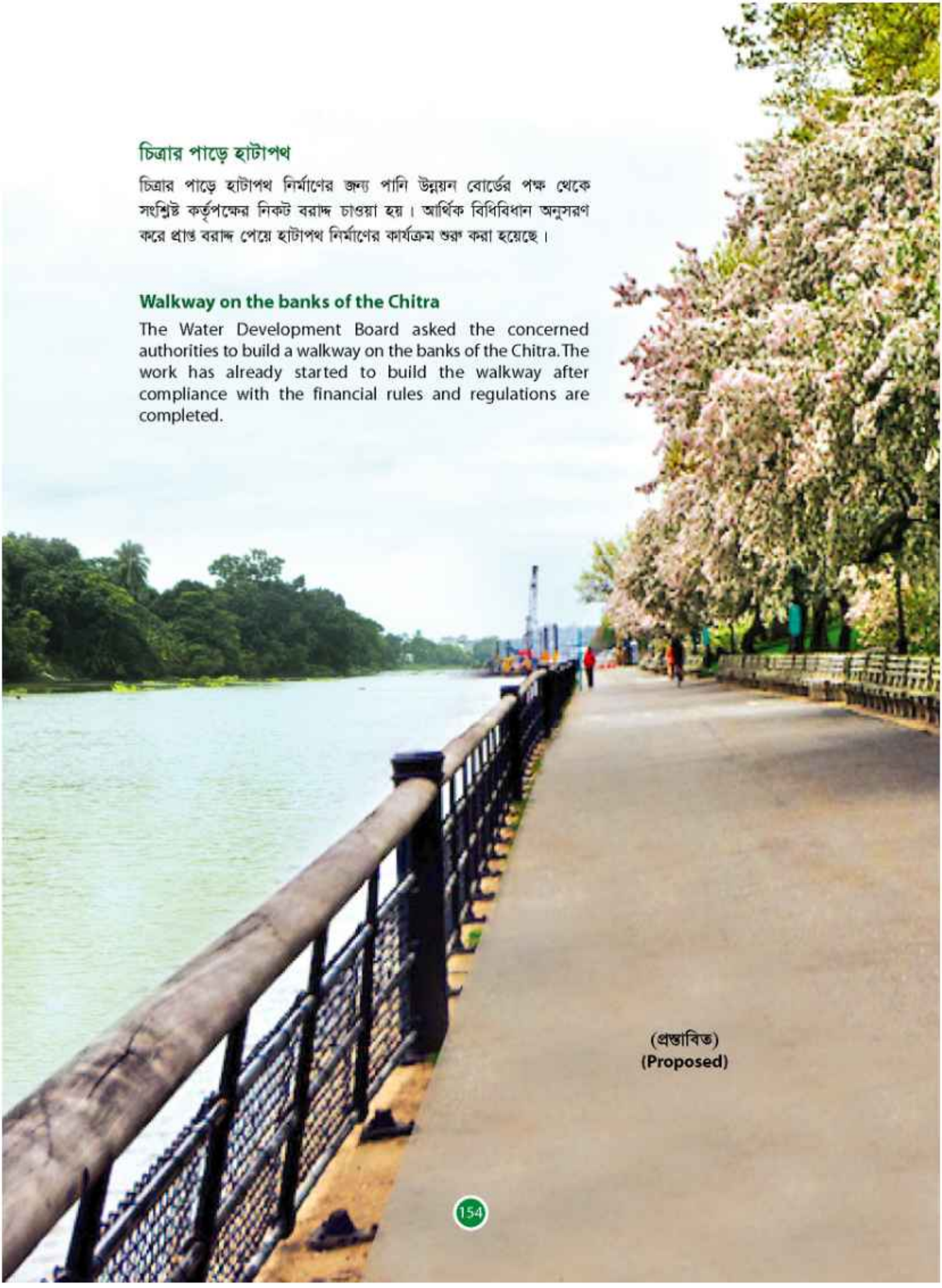

(প্রস্তাবিত)
(Proposed)

হাটবাড়িয়া জমিদারবাড়ি
ইকোপার্ক লে-আউট

Hatbaria ZamindarBari
Ecopark Layout

হাটবাড়িয়া জমিদারবাড়ি ইকোপার্ক

নড়াইলে তেমন কোন বিনোদনের জায়গা না থাকায় এই জেলার অনেক পর্যটক অন্যান্য জেলার পর্যটন কেন্দ্রে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হন। এমনকি অনেকে বিদেশে গমন করে ভ্রমণের পিপাশা মেটান। অথচ নড়াইল জেলাতেই রয়েছে পর্যটনের অপার সম্ভাবনা। সে সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়েই চিত্রাপাড়ে অবস্থিত হাটবাড়িয়া জমিদারবাড়িতে ইকোপার্ক নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জেলা প্রশাসন, নড়াইল। ইতোমধ্যে পর্যটকদের সুবিধার জন্য ছোটখাটো স্থাপনাও গড়ে তোলা হয়েছে। স্থপতিদের সহায়তায় মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। মাস্টারপ্ল্যান লে-আউট কয়েকটি সভায় পর্যালোচনা করা হয়েছে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন, এমপি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে ৫ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখ হাটবাড়িয়া জমিদারবাড়ি ইকোপার্কের নকশার ফলক উন্মোচন করেন।

Hatbaria ZamindarBari Eco-Park

Many people go to the tourist spots of other districts due to lack of entertainment facilities in Narail. Some even go abroad to quench their thirst for travelling. But Narail has vast potentials for tourism. In order to utilize some of the potentials, the district administration has taken initiatives to establish an eco-park at Hatbaria Zamindar Bari on the bank of the Chitra. Some small facilities have already been provided for visitors and a master plan has been designed with the help of architects. The layout of the master plan has been discussed in several meetings. The Honorable Minister of the Ministry of Civil Aviation and Tourism Rashed Khan Menon, MP visited the project area on November 05, 2017 and unveiled the layout of the master plan of the Hatbaria Zamindar Bari Eco-Park.

সার্কিট হাউজ, নড়াইল
Circuit House, Narail

কক্ষের সংখ্যা : ৬ টি Number of rooms : 06	
ভিআইপি (এসি) : ২ টি Number of VIP rooms : 02	
সাধারণ (এসি) : ২ টি Number of normal rooms (AC) : 02	
সাধারণ : ২ টি Number of normal rooms (without AC) : 02	

ফোন নম্বর : ০৪৮১-৬২২৬৮, ০৪৮১-৬২৩৯৯, Phone number : 0481-62268, 0481-62399

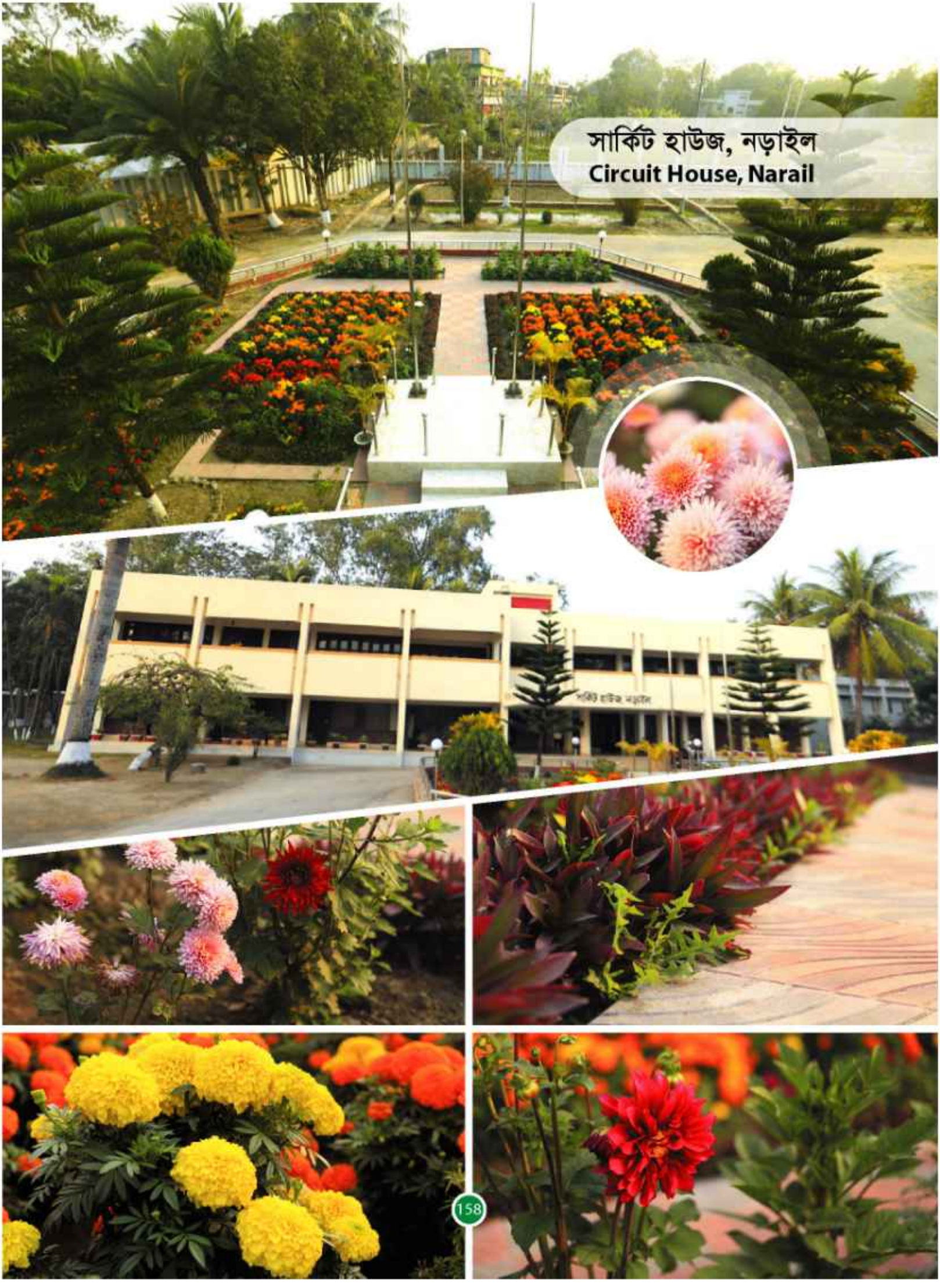

সার্কিট হাউজ, নড়াইল
Circuit House, Narail

জেলা পরিষদ ডাকবাংলো, নড়াইল
Zilla Parishad Dakbanglow, Narail

ফোন নম্বর : ০৪৮১-৬২৫৩০, ০১৯১২-৯৫১০১১
Phone number : 0481-62530, 01912-951011

কক্ষের সংখ্যা : ১৫ টি
Number of rooms : 15

সাধারণ : ০৯ টি
Number of normal rooms (Non-AC) : 09

ভিআইপি (এসি) : ০৬ টি
Number of VIP rooms : 06

সরকারি আবাসন
Government Accomodation

জেলা পরিষদ ডাকবাংলো
লোহাগড়া, নড়াইল
ভাড়া : নন এসি ১৫০-৩০০ টাকা
ফোন : ০৪৮১-৬২৫৩০, ০১৭২৬-১১৫১৯৪

Zilla Parishad Dakbanglow
Lohagora, Narail
Rent : Non AC- 150-300 BDT
Phone : 0481-62530,01726-115194

জেলা পরিষদ ডাকবাংলো
কালিয়া, নড়াইল
ভাড়া : নন এসি ১৫০-৩০০ টাকা
ফোন : ০৪৮১-৬২৫৩০, ০১৯১৪-২৭২১৮৬

Zilla Parishad Dakbanglow
Kalia, Narail
Rent : Non AC- 150-300 BDT
Phone : 0481-62530, 01914-272186

গণপূর্ত বিভাগ, নড়াইল
ভাড়া : এসি ১৫০ টাকা, নন এসি ৭০ টাকা
ফোন : ০৪৮১-৬২৫৩৩

Public Works Department
Rent : AC 150 BDT, Non-Ac 70 BDT
Phone : 0481-62533

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
(এলজিইডি), নড়াইল
ভাড়া : এসি ২০০ টাকা, নন এসি ১০০ টাকা
ফোন :

Local Governement Engineering
Department (LGED), Narail
Rent : AC 200 BDT, Non-Ac 100 BDT
Phone : 0481-62331

পানি উন্নয়ন বোর্ড, নড়াইল
ভাড়া : এসি ২৮০ টাকা, নন এসি ১৮০ টাকা
ফোন : ০৪৮১-৬২৭৭২

Water Development Board, Narail
Rent : AC 280 BDT, Non-Ac 180 BDT
Phone : 0481-62772

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নড়াইল
ভাড়া : এসি ২৬০ টাকা, নন এসি ১৩০ টাকা
ফোন : ০৪৮১-৬২৬৮৬

Youth Development Department, Narail
Rent : AC 260 BDT, Non-Ac 130 BDT
Phone : 0481-62686

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নড়াইল
ভাড়া : এসি ২০০ টাকা, নন এসি ১০০ টাকা
ফোন : ০৪৮১-৬২৩৪৮

Public Health Engineering Department, Narail
Rent : AC 200 BDT, Non-Ac 100 BDT
Phone : 0481-62348

বেসরকারি আবাসন
Non-Government Accomodation

অরুনিমা রিসোর্ট গল্‌ফ ক্লাব পানিপাড়া, নড়াগাতি, নড়াইল ভাড়া : এসি ১৫০০-১০,০০০ টাকা ফোন : ০২-৯৮৭১৫২৭, ০১৭১১-৪২২২০৩	Arunima Resort Golf Club Panipara, Naragati, Narail Rent : Ac 1500-10,000 BDT Phone : 02-9871527, 01711-422203
নিরিবিলি পিকনিক স্পট লোহাগড়া, নড়াইল ভাড়া : এসি ৫০০-১৫০০ টাকা ফোন : ০১৭১১-০৭৪০৮৫	Niribili Picnic Spot Lohagara, Narail Rent : Ac 500-1500 BDT Phone : 01711-074085
চিত্রা রিসোর্ট নড়াইল সদর, নড়াইল ভাড়া : নন এসি ১০০০-১৫০০ টাকা, এসি ১৫০০-২০০০ টাকা মোবাইল : ০১৭১৩-০৬৩৬১০	Chitra Resort Narail Sadar, Narail Rent : Non AC 1000-1500 BDT, AC 1500-2000 BDT Phone : 01713-063610
ব্র্যাক ভওয়াখালি, নড়াইল ভাড়া : নন এসি- ২০০ টাকা ফোন : ০৪৮১-৬২৭৫৪, ০১৭১৪-৮৬৬৭৬১	BRAC Vowyakhali, Narail Rent : Non-Ac 200 BDT Phone : 0481-62754, 01714-866761
নড়াইল মডেল গেস্ট হাউজ পুরাতন টার্মিনাল, নড়াইল ভাড়া : নন এসি ৫০০ টাকা, এসি ১০০০ টাকা মোবাইল : ০১৯২০-২৩৮৫৫৫	Narail Model Guest House Old bus terminal, Narail Rent : Non Ac 500 BDT, AC 1000 BDT Phone : 01920-238555
সোনারগাঁও আবাসিক হোটেল ও রেস্টুরেন্ট পুরাতন বাস টার্মিনাল, নড়াইল ভাড়া : নন এসি ৩০০-৬০০ টাকা মোবাইল : ০১৭১২-৮৩৯৫৩৫	Sonargaon Residential Hotel and Restaurant Old bus terminal, Narail Rent : Non Ac 300-600 BDT Phone : 01712-839535
হোটেল ডলফিন রুপগঞ্জ বাজার, নড়াইল ভাড়া : নন এসি ১৫০-৬০০ টাকা, এসি ৮০০-১০০০ টাকা	Hotel Dolphin Rupganj Bazar, Narail Rent : Non Ac 150-600 BDT, AC 800-1000 BDT
হোটেল সম্রাট রুপগঞ্জ বাজার, নড়াইল ভাড়া : নন এসি ৮০-১২০ টাকা	Hotel Samrat Rupganj Bazar, Narail Rent : Non Ac 80-120 BDT

যোগাযোগ ব্যবস্থা
Means of Communications

যোগাযোগ ব্যবস্থা Means of Communications	বিস্তারিত বিবরণ Details	সময়সূচি Time	যাত্রীপ্রতি ভাড়া Fare per Passenger
সড়ক পথ Road Communications	পরিবহনের নাম : ঈগল, হানিফ, মাগুরা ডিলাক্স, বিকাশ, সৌখিন ইত্যাদি। Carrier: Eagle, Hanif, Magura Deluxe, Bikash, Soukhin etc.	প্রতিদিন সকাল ০৬:০০ ঘটিকা হতে রাত ১২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত Every day from 6.00 am to 12.00	
	ক. ঢাকার গাবতলী বাসস্ট্যান্ড হতে যশোর হয়ে নড়াইল এর দৈর্ঘ্য ২১১ কি.মি। যশোর এয়ারপোর্ট হতে নড়াইল ৩০ কি.মি. A. The distance from Gabtoli Bus-stand in Dhaka via Jessore is 211 kilometers. The distance from Jessore Airport is 30 kilometers.		এ সি চেয়ার ভাড়া/নন-এসি-৪৫০/- হতে ৮০০/- টাকা (AC) 800 BDT and Non-AC 450 BDT
	খ. গাবতলী হতে (ঢাকা) মাগুরা হয়ে নড়াইল দৈর্ঘ্য ১৯৫ কি.মি. The distance from Gabtoli Bus-Stand via Magura is 195 kilometers.		গাবতলী মাগুরা হয়ে নড়াইল ভাড়া-৩০০/- হতে ৩৫০/- টাকা From Gabtoli to Narail via Magura Fare 300-350 BDT
	গ. গুলিস্তান হতে (ঢাকা)-(ভাংগা) ভাটিয়াপাড়া-মাওয়া হয়ে নড়াইল দৈর্ঘ্য ১৩০ কি.মি. The distance from Gulistan in Dhaka via Mawa-Vatiapara is 130 kilometers		চেয়ার নরমাল ভাড়া ৪০০/- হতে ৪৫০/- টাকা Chair Normal 400 to 450 BDT
বিমান পথ Air Communications	(ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেঃ মতিউর রহমান বিমানবন্দর যশোর হয়ে নড়াইল) (বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স/নভোএয়ার/ইউএস বাংলা এয়ারওয়েজ) From Dhaka International Airport to Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Airport in Jessore (Biman Bangladesh Airlines/Novo Air/US Bangla Airways)	প্রতিদিন সকাল ০৭:৩০ ঘটিকায় এবং বিকাল ০৫:০০ ঘটিকায় Every day at 7.30 am and at 5.30 pm	বিমানভাড়া ৩০০০/- হতে ৭৫০০/- টাকা। যশোর হতে বাস ভাড়া-৫০/- টাকা। প্রাইভেট কার/মাইক্রোবাস ভাড়া কমবেশী-১৫০০/- হতে ২০০০/- টাকা Air fare ranges from tk. 3000 to tk. 7500 Bus fare is tk. 50 from Jessore Private car and microbus fare is tk. 1500 to 2000

বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলার কোনো না কোনো বিশেষত্ব রয়েছে। কোনো জেলা পর্যটনের জন্য, কোনো জেলা কোনো বিশেষ পণ্যের জন্য, আবার কোনো জেলা কোনো জনমুখী উদ্যোগ বা অন্য কোনো ঐতিহ্যের জন্য বিখ্যাত। জেলা-ব্র্যান্ডিং এমন একটি কর্মযজ্ঞ যার আওতায় একটি জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্যকে বিবেচনায় রেখে জেলার সর্বস্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করে তার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনাকে বিকশিত করার লক্ষ্যে সার্বিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগে গ্রহণ করা হয়।

২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারের যে রূপকল্প রয়েছে তা বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই উদ্যোগে সাড়া দিয়ে নড়াইল জেলা প্রশাসন নড়াইলের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে উপজীব্য করে এই ব্র্যান্ডবুক প্রণয়ন করেছে।

Every district in Bangladesh has a distinctiveness. Some districts are famous for tourist attractions, some for a specific product, some others for a peope-oriented program and still others for a heritage. District branding is a program under which a detailed and comprehensive action plan is drawn up in order to foster the potentials and distinct qualities of a district while incorporating the history and heritage of the district and integrating the people and proper measures are taken to implement the program.

The a2i Program of the Prime Minister's Office has taken up this district branding program in order to assist the implementation of the visions of the government to make Bangladesh a middle-income country by 2021 and a developed and prosperous country by 2041. As part of the program, the district administration of Narail has prepared this brand book incorporating all the historical, cultural and tourist elements of Narail. This brand book will introduce Narail to the country and the world.